নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী
দুয়ের পাতায়

৫৯ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

# আলিপুর বার্তা

সারা বাংলা জুড়ে

মাসান্তিক
৫ এর পাতায়

কলকাতা ঃ ৫৯ বর্ষ, ১০ সংখ্যা, ১২ পৌষ – ১৮ পৌষ, ১৪৩১ ঃ ২৮ ডিসেম্বর ২০২৪ – ৩ জানুয়ারি, ২০২৫

Kolkata : 59 year : Vol No.: 59, Issue No. 10, 28 December 2024 - 3 January, 2025 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

বাংলার একান্ত উদ্যোগে

# বাংলার মানুষের বাড়ি!

পশ্চিমবঙ্গ সরকার সর্বদাই সাধারণ মানুষের পাশে থাকায় অঙ্গীকারবদ্ধ।
কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনা সত্ত্বেও সেই প্রতিশ্রুতিকে রক্ষা করতে একান্তভাবে উদ্যোগী
মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী

## মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

**তাঁর ঐকান্তিক উদ্যোগে, ১২ লক্ষ গ্রামবাংলার পরিবারকে ইতিমধ্যেই বাড়ি তৈরি করার জন্য অর্থসাহায্য শুরু করেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। আরও বহু মানুষ শীঘ্রই এই প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত হবেন।**

১৭ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে প্রাথমিকভাবে আওতাভুক্ত **১২ লক্ষ মানুষের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট-এ ৬০ হাজার টাকা করে প্রদান করা হয়েছে,** বাকি ৬০ হাজার টাকা পৌঁছে যাবে প্রথম ধাপের কাজ শেষ হলে। আগামী দিনে ধাপে ধাপে পরিবার পিছু **১ লক্ষ ২০ হাজার টাকার এই অর্থসাহায্যের আওতায় আসবেন আরও ১৬ লক্ষ মানুষ।**

তিন দফায় সমীক্ষার পর নির্ধারিত সর্বমোট **২৮ লক্ষ মানুষ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের আওতাভুক্ত হবেন। আগামী দেড় বছরের মধ্যে তাঁরা একে একে পাবেন নিজস্ব ঠিকানার ভরসা।** সম্পূর্ণভাবে রাজ্য সরকারের আর্থিক সহায়তায় নির্মিত 'বাংলার বাড়ি' প্রকল্পটি বাংলার সার্বিক উন্নয়নের একটি উজ্জ্বল মাইলফলক।

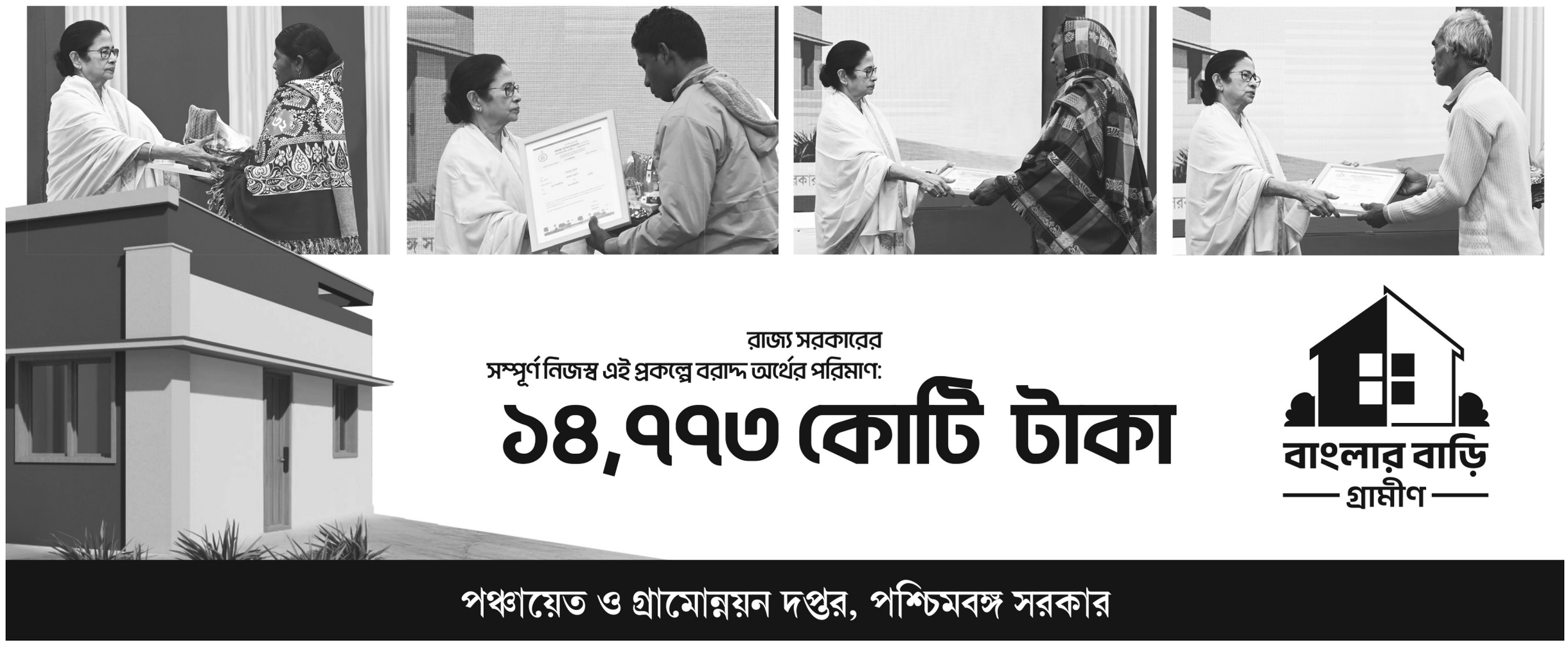

রাজ্য সরকারের
সম্পূর্ণ নিজস্ব এই প্রকল্পে বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ:

## ১৪,৭৭৩ কোটি টাকা

বাংলার বাড়ি
গ্রামীণ

পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

# স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জুনিয়র অ্যাসোসিয়েটস পদে ১৩,৭৩৫ জন ক্লার্ক

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা :** কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জুনিয়র অ্যাসোসিয়েটস (কাস্টমার সাপোর্ট অ্যান্ড সেলস) পদে ১৩,৭৩৫ জন ছেলেমেয়ে নিচ্ছে। যে কোনো শাখার গ্র্যাজুয়েট ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। এবছর যাঁরা ডিগ্রি কোর্সে ফাইনাল বর্ষের পরীক্ষা দিয়েছেন, তাঁরাও আবেদনের যোগ্য। তবে তাঁদের বেলায় ডিগ্রি কোর্স পাশ হতে হবে ৩১–১২–২০২৪"এর মধ্যে। মাধ্যমিক পাশ প্রাক্তন সমরকর্মীরা আর্মি স্পেশাল সার্টিফিকেট অফ এডুকেশন বা, নেভি কিংবা এয়ারফোর্সের করেসপন্ডেন্স সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হলে আর অন্তত ১৫ বছর আর্মড ফোর্সে চাকরি করে থাকলেও যোগ্য। ইংরিজিতে লিখতে ও বলতে পারা দরকার। যে রাজ্যের শূন্যপদের জন্য দরখাস্ত করবেন, সেখানকার স্থানীয় ভাষায় লিখতে ও কথাবার্তা বলতে পারলে অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসাবে ধরা হবে।

বয়স হতে হবে ১–৪–২০'র হিসাবে ২০ থেকে ২৮ বছরের মধ্যে, অর্থাৎ জন্ম–তারিখ হতে হবে ২৪–১৯৯৬ থেকে ১–৪–২০০৪"এর মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি.রা ৩ বছর আর প্রতিবন্ধীরা ১০ (ও.বি.সি. হলে ১৩, তপশিলী হলে ১৫) বছর বয়সে ছাড় পাবেন। স্টেট ব্যাঙ্কের অ্যাপ্রেন্টিস ট্রেনিং করে থাকলে অতিরিক্ত বয়সে ছাড় পাবেন। শুরুতে ৬ মাসের প্রবেশন। মূল মাইনে: ৪,০৫০–৬৪,৪৮০ টাকা। শুরুতে মাইনে পাবেন মাসে ৪৬,০০০ টাকা। মোট শূন্যপদ ১৩,৭৩৫টি। এর মধ্যে বেঙ্গল সার্কেলের পশ্চিমবঙ্গে ১,২৫৪টি (জেনা: ৫০৪, ই.ডব্লু.এস. ১২৫, তঃজাঃ ২৮৮, তঃউঃজাঃ ৬২, উ.বি.সি. ২৭৫)। এর মধ্যে দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধী ১৩, বধির প্রতিবন্ধী ১০, এল.ডি. ১৩, ডি অ্যান্ড ই ১২, প্রাঃসঃকঃ ১৮১)। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ৭০টি (জেনা: ৪০, ই.ডব্লু.এস. ৭, তঃউঃজাঃ ৫, ও.বি.সি. ১৮)। এর মধ্যে দৃষ্টিহীন ১, বধির ১, এল.ডি. ১, প্রাঃসঃকঃ ১০)। সিকিমে ৫৬টি (জেনা: ২৫, ই.ডব্লু. এস. ৫, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১১, , ও.বি.সি. ১৩)। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ৩, প্রাঃসঃকঃ ৭।

উত্তর–পূর্বাঞ্চল সার্কেলের অসমে ৩১১টি (জেনা: ১৩৯, ই.ডব্লু.এস. ৩১, তঃজাঃ ২১, তঃউঃজাঃ ৩৭, ও.বি.সি. ৮৩)। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ১৩, প্রাঃসঃকঃ ৩১, অন্যান্য ১৩। অরুণাচল প্রদেশে ৬৬টি। মণিপুরে ৫৫টি। মেঘালয় ৮৫টি। মিজোরামে ৪০টি। নাগাল্যান্ডে ৭০টি। ত্রিপুরা ৬৫টি। ভুবনেশ্বর সার্কেলের ওড়িশায় ৩৬২টি। আহমেদাবাদ সার্কেলের গুজরাট ১,০৭৩টি। ব্যাঙ্গালোর সার্কেলের কর্ণাটকে ৫০টি। ভোপাল সার্কেলের মধ্যপ্রদেশে ১,৩১৭টি। ছত্তিশগড়ে ৪৮৩টি। চন্ডিগড় সার্কেলের জম্মু–কাশ্মীরে ১৪১টি। হিমাচলপ্রদেশে ১৭০টি। পঞ্জাব ৫৬৯টি। চেন্নাই সার্কেলের তামিলনাড়ুতে ৩৩৬টি। পুদুচেরী ৪টি। দিল্লি সার্কেলের – দিল্লিতে ৩৪৩টি। উত্তরাখন্ডে ৩১৬টি। দিল্লি/চন্ডীগড় সার্কেলের হরিয়ানায় ৩০৬টি। হায়দরাবাদ সার্কেলের তেলেঙ্গানায় ৩৪২টি। জয়পুর সার্কেলের রাজস্থানে ৪৪৫টি। কেরলে সার্কেলের কেরালায় ৪২৬টি। লাক্ষাদ্বীপ ২টি। লক্ষ্মৌ/ দিল্লি সার্কেলের–উত্তর প্রদেশে ১,৮৯৪টি। মহারাষ্ট্র/মুম্বাই মেট্রো সার্কেলের মহারাষ্ট্র ১,১৬৩টি। গোয়া–২০, আন্ধা প্রদেশ ৫০টি, চন্ডীগড় ৩২, লাদাখ–৩২, বিহার– ১,১১১টি, ঝাড়খন্ড–৬৭৬টি। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং: CRPD/CR/ 2024–25/24.

প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য প্রথমে অনলাইনে প্রিলিমিনারি পরীক্ষা হবে। তাতে সফল হলে অনলাইনে মেন পরীক্ষা। তাতে সফল হলে গ্রুপ ডিসকাশন ও ইন্টারভিউ।

* অনলাইন প্রিলিমিনারি পরীক্ষা হবে, ফেব্রুয়ারিতে। পূর্ব ভারতের এইসব কেন্দ্রে: পশ্চিমবঙ্গ: গ্রেটার কলকাতা, আসানসোল, দুর্গাপুর, হুগলি, হাওড়া, কল্যাণী, শিলিগুড়ি। বিহার: অড়, ভাগলপুর, দ্বারভাঙ্গা, গয়া, – মজঃফরপুর, পটনা, পূর্ণিয়া। ওড়িশা: বালাসোর, বেরহামপুর, ভুবনেশ্বর, কটক, রৌরকেলা, সম্বলপুর।

প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় অবজেক্টিভ টাইপের পার্টে ১ ঘন্টার ১০০ নম্বরের প্রশ্ন থাকবে এইসব বিষয়ে: (১) ইংলিশ ল্যাঙ্গোয়েজ–৩০ নম্বরের ৩০টি প্রশ্ন, (২) নিউমেরিক্যাল এবিলিটি –৩৫ নম্বরের ৩৫টি প্রশ্ন, (৩) রিজনিং এবিলিটি – ৩৫ নম্বরের ৩৫টি প্রশ্ন। নেগেটিভ মার্কিং আছে। ৪টি প্রশ্নের ভুল উত্তরের জন্য ১ নম্বর কাটা হবে। প্রতিটি পেপারে নির্দিষ্ট কোয়ালিফাইং নম্বর পেলে সফল বলে ধরা হবে। কোয়ালিফাইং নম্বর কত হবে তা ব্যাঙ্ক সিদ্ধান্ত নেবে। তপশিলী, ও.বি.সি., প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মীরা কোয়ালিফাইং নম্বরে ৫% ছাড় পাবেন। প্রতিটি পেপারে নির্দিষ্ট কোয়ালিফাইং নম্বর পেলে মোট শূন্যপদের ১০ গুণ প্রার্থীকে মেন পরীক্ষার জন্য ডাকা হবে। মেনস পরীক্ষা হবে মার্চ–এপ্রিলে। অনলাইন মেন পরীক্ষায় ২০০ নম্বরের ১৯০টি প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে: (১) জেনারেল / ফিনান্সিয়াল অ্যাওয়ারনেস –৫০ নম্বরের ৫০টি প্রশ্ন। সময় ৩৫ মিনিট। (২) জেনারেল ইংলিশ–৪০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন। সময় ৩৫ মিনিট। (৩) কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড–৫০ নম্বরের ৫০টি প্রশ্ন। সময় ৪৫ মিনিট। (৪) রিজনিং এবিলিটি অ্যান্ড কম্পিউটার অ্যাপ্টিটিউড –৬০ নম্বরের ৫০টি প্রশ্ন। সময় ৪৫ মিনিট। মোট সময় থাকবে ২ ঘন্টা ৪০ মিনিট। নেগেটিভ মার্কিং আছে। ৪টি প্রশ্নের ভুল উত্তরের জন্য ১ নম্বর কাটা হবে। প্রিলি ও মেন দুই ক্ষেত্রেই প্রশ্ন হবে ইংরিজি ও হিন্দিতে। তবে পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও অসমের প্রার্থীদের বেলায় ইংরিজি ও হিন্দি ছাড়াও বাংলা ভাষাতে প্রশ্ন হবে। স্টেট ব্যাঙ্কের অ্যাপ্রেন্টিস প্রার্থীদের বেলায় মেনস পরীক্ষায় ২.৫% নম্বর বোনাস হিসাবে অতিরিক্ত পাবেন। লিখিত পরীক্ষায় তপশিলী, ও.বি.সি. ও প্রতিবন্ধীরা কোয়ালিফাইং নম্বরে ৫% ছাড় পাবেন। মেধা তালিকা তৈরির সময় মেন পরীক্ষায় পাওয়া নম্বর দেখা হবে। তপশিলী ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রার্থীরা প্রি–এক্সামিনেশন ট্রেনিং নিতে পারেন। এজন্য দরখাস্তের নির্দিষ্ট জায়গা পূরণ করবেন। প্রি–এক্সামিনেশন ট্রেনিং হবে কলকাতা, শিলিগুড়ি, শিলচর, রাঁচী, পটনা, ডিব্রুগড়, আসানসোল, ভুবনেশ্বর, গুয়াহাটি। দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ৭ জানুয়ারি পর্যন্ত। এই ওয়েবসাইটে: https:/ /bank.sbi/careers, https://sbi.co.in/careers এজন্য বৈধ একটি ই–মেল আই.ডি. থাকতে হবে। দরখাস্ত করার আগে প্রার্থীদের এইসব প্রমাণপত্র স্ক্যান করে নিতে হবে: (ক) পাশপোর্ট মাপের ফটো ও সিগনেচার, (খ) বুড়ো আঙুলের ছাপ (লেফট থাম্ব ইমপ্রেশন), (গ) এস.বি.আই. অ্যাপ্রেন্টিস ট্রেনিং সার্টিফিকেট (যদি থাকে), (ঘ) নিচের প্যারাগ্রাফ হাতে লেখার পর স্ক্যান করতে হবে। I, (Name of the candidate), Date of Birth hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting documents as and when required. The signature, photograph and left thumb impression is of mine.

প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করবেন। তারপর স্ক্যান করা যাবতীয় প্রমাণপত্র আপলোড করবেন। এবার পরীক্ষা ফী বাবদ ৭৫০ (তপশিলী, প্রাঃসঃকঃ ও প্রতিবন্ধীদের ফী লাগবে না) টাকা অনলাইনে জমা দিতে হবে ৭ জানুয়ারির মধ্যে। অনলাইনে টাকা জমা দিতে পারবেন ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড বা, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ে। অনলাইনে টাকা জমা দেওয়ার পর ই–রিসিপ্ট প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত : তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

## নাম পদবি পরিবর্তন

আমি উত্তম জানা পিতা মৃত অর্জুন জানা, গ্রাম ও পোস্টঃ বাহিরকুঞ্জ, থানা ঃ নোদাখালি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা। গত ১১, ৭, ১৯৮৮ তারিখে দলিল নম্বর ১২৪৯০, মৌজা তেলাড়ী, খতিয়ান নম্বর ৫৭২, দাগ নম্বর ৮২০। ওই দলিলে উত্তম জানার নামের রেকর্ড করার পরিবর্তে রাধাকান্ত জানার নামে রেকর্ড করা হয়। ২০২৪ সালের ২১শে মার্চ আলিপুর ফার্স্টক্লাশ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে এফিটডেভিট বলে উত্তম জানা ও রাধাকান্ত জানা এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম।

আমি শিখা সামন্ত, স্বামী মৃত কালিপদ সামন্ত, গ্রাম নলদাঁড়ি, পোস্ট বাহিরকুঞ্জ, থানা নোদাখালি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা। আমার আধার কার্ড এবং ভোটার আইডেন্টি কার্ডে ভুলবশতঃ লেখা হয়েছে পুতুল সামন্ত। আমার ব্যাঙ্ক একাউন্ট যেটা ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া বুড়ুল শাখায় আছে, সেখানে শিখা সামন্তের পরিবর্তে ভুলবশতঃ লেখা হয়েছে পুতুল সামন্ত। আমার মৃত স্বামীর একটি এলআইসি সার্টিফিকেটে Shikha Samanta এর পরিবর্তে ভুলবশত লেখা হয়েছে Sikha Samanta. গত ২১–৮–২০২৪ সালে আলিপুরে ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে এফিডেভিট বলে শিখা সামন্ত, পুতুল সামন্ত, Sikha Samanta. এক ও অভিন্ন ব্যক্তিরূপে পরিচিত হলাম।

## আই.টি.বি.পিতে ৫১ কনস্টেবল

**নিজস্ব প্রতিনিধি, নয়া দিল্লি:** কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অধীন ভারত–তিব্বত সীমান্ত পুলিশ কনস্টেবল (মোটর মেকানিক) ও হেড কনস্টেবল (মোটর মেকানিক) পদে ৫১ জন ছেলে নিচ্ছে। কারা কোন পদের জন্য যোগ্য: হেড কনস্টেবল (মোটর মেকানিক): উচ্চমাধ্যমিক পাশরা অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ৩ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স পাশ হলে আবেদন করতে পারেন। উচ চমাধ্যমিক পাশরা আই.টি.আই. বা, কোনো স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে মোটর মেকানিক ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশ ও কোনো ওয়ার্কশপে অন্তত ৩ বছরের হাতে–কলমে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকলেও আবেদনের যোগ্য। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। শূন্যপদ: ৭টি (জেনাঃ ২, ই.ডব্লু.এস. ১, ও.বি.সি. ১, তঃউঃজাঃ ৩)। কনস্টেবল (মোটর মেকানিক): মাধ্যমিক পাশরা আই.টি.আই. বা, কোনো স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং বা, মোটর মেকানিক ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হলে আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে: ২১,৭০০–৬৯,১০০ টাকা। শূন্যপদ: ৪৪টি (জেনাঃ ১৭, ই.ডব্লু.এস. ৬, ও.বি.সি. ৭, তঃজাঃ ৭, তঃউঃজাঃ ৭)। ওপরের সব পদের বেলায় বয়স হবে ২২–১–২০২৫র হিসাবে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি.রা ৩ বছর, সরকারি কর্মী ও প্রাক্তন সমরকর্মীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন।

মাপজোখ হতে হবে লম্বায় অন্তত ১৭০ (তপশিলী উপজাতি, ত্রিপুরা ও উত্তর–পূর্বাঞ্চলের প্রার্থীদের বেলায় ১৬২.৫ সেমি আর অসমের প্রার্থীদের বেলায় ১৬৫) সেমি, বুকের ছাতি না–ফুলিয়ে ৮০ সেমি ও ফুলিয়ে ৮৫ সেমি আর উচচতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ওজন। দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ২২ জানুয়ারির মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে https://recruitment.itbpolice.nic.in এজন্য বৈধ একটি ই–মেল আই.ডি. থাকতে হবে। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

## বীমা সংস্থায় ৫০০ অ্যাসিস্ট্যান্ট

**নিজস্ব প্রতিনিধি, মুম্বই :** দ্য নিউ ইন্ডিয়া অ্যাসিওরেন্স কোম্পানি লিমিটেড অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে ৫০০ জন লোক নিচ্ছে। যে কোনো শাখার গ্র্যাজুয়েট ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন।

মাধ্যমিক থেকে গ্র্যাজুয়েট পর্যন্ত যে কোনো স্তরে ইংরিজি অন্যতম বিষয় হিসাবে থাকতে হবে। যে রাজ্যের শূন্যপদের জন্য দরখাস্ত করবেন, সেই রাজ্যের রিজিওন্যাল ল্যাঙ্গোয়েজে জ্ঞান থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ১–১২–২০২৪র হিসাবে ২১ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি.রা ৩ বছর, প্রতিবন্ধীরা ১০ (তপশিলী হলে ১৫, ও.বি.সি. হলে ১৩) বছর বয়সে ছাড় পাবেন। মূল মাইনে: ১৪,৪৩৫–৪০,০৮০ টাকা। শুরুতে মাইনে মাসে প্রায় ২৩,০০০ টাকা। শূন্যপদ: ৫০০টি (জেনাঃ ২৬০, ও.বি.সি. ৪৮, তঃজাঃ ৯১, তঃউঃজাঃ ৫১, ই.ডব্লু.এস. ৫০)। প্রার্থী বাছাই হবে অনলাইন লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে। এজন্য প্রথমে প্রিলিমিনারি লিখিত পরীক্ষা হবে ২৭ জানুয়ারি।

এই পরীক্ষায় অবজেক্টিভ টাইপের প্রশ্ন থাকবে এইসব বিষয়ে: (১) টেস্ট অফ ইংলিশ ল্যাঙ্গোয়েজ–৩০ নম্বরের ৩০টি প্রশ্ন, (২) টেস্ট অফ রিজনিং –৩৫ নম্বরের ৩৫টি প্রশ্ন, (৩) টেস্ট অফ নিউমেরিক্যাল এবিলিটি ৩৫ নম্বরের ৩৫টি প্রশ্ন। সময় থাকবে ১ ঘণ্টা।

এরপর মেন পরীক্ষা হবে ২ মার্চ। এই পরীক্ষায় অবজেক্টিভ টাইপের প্রশ্ন থাকবে এইসব বিষয়ে (১) টেস্ট অফ রিজনিং– ৫০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন, (২) টেস্ট অফ ইংলিশ ল্যাঙ্গোয়েজ ৫০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন, (৩) জেনারেল অ্যাওয়ারনেস –৫০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন, (৪) কম্পিউটার নলেজ – ৫০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন, (৫) টেস্ট অফ নিউমেরিক্যাল এবিলিটি – ৫০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন। সময় থাকবে ২ ঘন্টা। সফল হলে কম্পিউটার দক্ষতার পরীক্ষা ও ইন্টারভিউ। শুরুতে ৬ মাসের প্রবেশন। নেগেটিভ মার্কিং আছে। পরীক্ষা হবে এইসব কেন্দ্রে: আসানসোল, হুগলি, কল্যাণী, কলকাতা, শিলিগুড়ি। কল লেটার ডাউনলোড করতে পারবেন পরীক্ষার ১০ দিন আগে।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ১ জানুয়ারি পর্যন্ত। এই ওয়েবসাইটে : www.newindia.co.in এজন্য বৈধ একটি ই–মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের ফটো, সিগনেচার ও লেফট থাম্ব ইমপ্রেশন স্ক্যান করে নেবেন। এছাড়াও নিচের এই প্যারাগ্রাফটি নিজের হাতে লিখে স্ক্যান করবেন ।-------- (Name of the candidate), hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting documents as and when required, এবার ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে আর ফটো ও সিগনেচার আপলোড করবেন। এবার পরীক্ষা ফী বাবদ ৮৫০ (তপশিলী, প্রতিবন্ধী, প্রাক্তন সমরকর্মী হলে ১০০) টাকা অনলাইনে দিতে হবে। টাকা দেবেন ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং, ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড, মোবাইল ওয়ালেটে। সব শেষে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে ও সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন।

কোন রাজ্যে কটি শূন্যপদ: পশ্চিমবঙ্গ ১০টি (জেনাঃ ৪, তঃজাঃ ৩, ও.বি.সি. ২, ই.ডব্লু.এস. ১)। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ১, প্রাঃসঃকঃ ১। অসম ৬টি (জেনাঃ ৪, তঃউঃজাঃ ১, ই.ডব্লু.এস. ১)। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ১। ওড়িশা ১০টি (জেনাঃ ৪, ই.ডব্লু.এস. ১, তঃজাঃ ৩, তঃউঃজাঃ ২)। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ১, প্রাঃসঃকঃ ১। আন্ধা প্রদেশ ১০টি। চন্ডীগড় ৫টি। ছত্তিশগড় ২০টি। দিল্লি ১২টি। গোয়া ৮টি। গুজরাট ৫০টি। হরিয়ানা ৫টি। জম্মু ও কাশ্মীর ৪টি। কর্ণাটক ৫০টি, কেরল ৪০টি, মধ্যপ্রদেশ ৪০টি। মহারাষ্ট্র ১০৫। মিজোরাম ২টি। পঞ্জাব ১৪টি, রাজস্থান ১৫টি, তামিলনাড়ু ৪০, তেলেঙ্গানা ১০টি, উত্তর প্রদেশ ২৪টি, উত্তরাখন্ড ৪টি, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ২টি, অরুণাচল প্রদেশ ২টি, বিহার ২টি, হিমাচল প্রদেশ ২টি, ঝাড়খন্ড ২টি, মণিপুর ১টি, মেঘালয় ১টি, নাগাল্যান্ড ১টি, পুদুচেরি ২টি, সিকিম ১টি।




# সারা বাংলা সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা - ২০২৫

-ঃ পরিচালনায় ঃ-

**মাঙ্গলিকী**

(নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক শাখা)

**সামালি, মনসাতলা, দঃ ২৪ পরগণা।**

**তারিখ ঃ ১৯শে থেকে ২৩শে জানুয়ারী, ২০২৫**

**১৯শে জানুয়ারী ২০২৫, রবিবার**

**আবৃত্তি প্রতিযোগিতা**

সকাল ১১টায় ঃ 'ক' বিভাগ (৯ বছর পর্যন্ত)।
সময় সীমা অনধিক ২.৩০ মিনিট
যে কোন কবির ছড়া, কবিতা আবৃত্তি করা যাবে।
দুপুর ১২-৩০ টায় ঃ 'খ' বিভাগ (৯ বছর ঊর্দ্ধে ১৪ বছর পর্যন্ত)।
সময় সীমা অনধিক ৩.৩০ মিনিট
সুবোধ সরকার / নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী / ভবানী প্রসাদ মজুমদার-এর যে কোন কবিতা।
দুপুর ২টায় ঃ 'গ' বিভাগ ( ১৪ বছরের ঊর্দ্ধে সর্ব সাধারণ)
সময় সীমা অনধিক ৪ মিনিট
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় / বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় / শুভ দাশগুপ্ত-র যে কোন কবিতা।

**২০শে জানুয়ারী ২০২৫, সোমবার**

**একক রবীন্দ্রসংগীত প্রতিযোগিতা**

সকাল ১১টায় ঃ 'ক' বিভাগ (১২ বৎসর পর্যন্ত)
প্রকৃতি পর্যায়-এর যে কোন গান।
দুপুর ১২-৩০ টায় ঃ 'খ' বিভাগ (১২ বৎসর উর্দ্ধে)
প্রেম পর্যায়-এর যে কোন গান।
দুপুর ২টায় ঃ **একক আধুনিক বাংলা গান প্রতিযোগিতা** (১০ বৎসর উর্দ্ধে)
দুপুর ৩টায় ঃ **দলগত সংগীত প্রতিযোগিতা** (সর্বসাধারণ)

**২১শে জানুয়ারী ২০২৫, মঙ্গলবার**

**একক সৃজনশীল নৃত্য প্রতিযোগিতা**

দুপুর ২টায় ঃ 'ক' বিভাগ (১২ বছর পর্যন্ত)
দুপুর ৩-৩০টায় ঃ 'খ' বিভাগ (১২ বছর উর্দ্ধে)

**২২শে জানুয়ারী ২০২৫, বুধবার**

**বাংলা কবিতা উৎসব**

এই সময়ের খ্যাতিমান আমন্ত্রিত বাংলা কবি ও বাচিক শিল্পীর সমন্বয়ে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। প্রবেশ অবাধ।

**২৩শে জানুয়ারী ২০২৫, বৃহস্পতিবার**

**অঙ্কন প্রতিযোগিতা** (কেবলমাত্র কাগজ সরবরাহ করা হবে)
**'ক' বিভাগ** - ৭ বৎসর পর্যন্ত (যেমন খুশি), **'খ' বিভাগ** - ৭ বৎসর উর্দ্ধে ১০ বৎসর পর্যন্ত (যেমন খুশি), **'গ' বিভাগ** - ১০ বৎসর উর্দ্ধে ১৩ বৎসর পর্যন্ত (বিষয় প্রতিযোগিতার দিন জানানো হবে), **'ঘ' বিভাগ**- ১৩ বৎসর উর্দ্ধে ১৮ বৎসর পর্যন্ত (বিষয় প্রতিযোগিতার দিন জানানো হবে)।

*-ঃ নাম জমা দেবার স্থান ঃ-*

আলিপুর বার্তার সম্পাদকীয় দপ্তর,
**সুধীর নন্দী**, সামালী বিবেক নিকেতন ঃ 2495 9148/ 8013523095
**স্বপনকুমার মান্না**, উমেদপুর, বজবজ-২ ঃ 8240333544
**রশ্মি বালা**, সরশুনা, বেহালা ঃ 8777757597
**দেবাশীষ ঘোষ**, বজবজ ঃ 9123767097
**কাশীনাথ সিংহ**, বাখরাহাট ঃ 6291783722
**সুভাশীষ চক্রবর্তী**, বাওয়ালী ঃ 8777796002
**নরেন্দ্রনাথ কুলে**, বেহালা ঃ 9330842624
**ডোনা জানা**, বজবজ ঃ 7687073421

*-ঃ নিয়মাবলী ঃ-*

১। প্রতি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য কোনো প্রবেশ মূল্য নেই।
২। তবলা ও তবলাবাদক সংস্থার পক্ষে থাকবে। প্রয়োজনে নিজস্ব তবলাবাদক সঙ্গে আনা যাবে। হারমোনিয়াম থাকবে। অন্য কোন যন্ত্রানুষঙ্গ ব্যবহার করা যাবে না।
৩। বয়সের প্রমাণপত্র সঙ্গে আনতে হবে।
৪। আন্তরিক আবেদন ঃ প্রতি প্রতিযোগিতায় কেবলমাত্র প্রথম স্থানাধিকারী / স্থানাধিকারিণীকে ২৩শে জানুয়ারী ২০২৫, বৃহস্পতিবার মাঙ্গলিকীর অনুষ্ঠান মঞ্চে তাদের প্রতিযোগিতার বিষয় উপস্থাপন করতে হবে। সময়ঃ সকাল ১১টা।
৫। সর্বক্ষেত্রে বিচারকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।
৬। নৃত্যের ক্ষেত্রে, প্রতিযোগি বা প্রতিযোগিনীর নির্বাচিত গানের জন্য প্রস্তুত অবস্থায় পেনড্রাইভ অথবা মোবাইল সঙ্গে আনতে হবে।
৭। ২৩শে জানুয়ারী ২০২৫, বৃহস্পতিবার সকলের জন্য মধ্যাহ্নভোজের ব্যবস্থা থাকবে।
৮। ১৫ই জানুয়ারী ২০২৫, বুধবার-এর মধ্যে নাম নথিভুক্ত করতে হবে।
৯। দলগত সংগীত পরিবেশনের ক্ষেত্রে রুচি সম্মত (হিন্দি ব্যতীত) যে কোনও সংগীত পরিবেশন করা যাবে। যন্ত্রবাদক ব্যতীত কমপক্ষে ৪ জনের দল হতে হবে।

## অর্থনীতি

# শেয়ার বাজার এখন ফেস্টিভ মুডে

**সঞ্জয় দত্ত**
শেয়ার বাজার বিশেষজ্ঞ ও মিউচুয়াল ফান্ড ডিস্ট্রিবিউটর

২৫ ডিসেম্বর দিয়ে শুরু হয় বর্ষ শেষের প্রস্তুতি এবং এই সময় থেকে সাহেবরা ছুটিতে চলে যায় তাই বছরের পর বছর কেবলমাত্র এই সময়ে শেয়ারবাজার দীর্ঘকাল বিরতিতে যায় অর্থাৎ বাজারে যে ভলিউম হয়ে থাকে ট্রেডিং এবং ইনভেস্টমেন্টের জন্য সেটা কমতে শুরু করে। বিগত বেশ কয়েকদিন ধরে সেই কমাটা লক্ষ্যণীয়ভাবে চোখে পড়েছে কেবল তাই নয় ২০২৫ এর জানুয়ারির ৩/৪ তারিখ পর্যন্ত এই ঘটনা যে হতেই থাকবে সেটা বলাই বাহুল্য এবং এর মধ্যেই সব ধরনের সূচক একটা রেঞ্জ করে কেবল তার মধ্যেই ঘোরাঘুরি করবে। বিগত সপ্তাহে বাজার সম্পর্কে যা বলেছিলাম বাজার সেই রেঞ্জের মধ্যেই ছিল এবং এই সপ্তাহে ও বাজার সেই একই রেঞ্জ অর্থাৎ ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ এর সূচক নিফটি এই রেঞ্জের নিচের দিকে ২৩৫০০ থেকে শুরু করে উপরের দিকে ২৪৫০০ এর মধ্যেই থাকার সম্ভবনা। স্বল্পকালীন ভিত্তিতে অটো শেয়ার এবং ডিফেন্স শেয়ারগুলোতে দাম বাড়তে দেখা যাচ্ছে এবং বাজার নতুন কোনও খবরের অপেক্ষায় রয়েছে এবং এর ওপর ভিত্তি করেই যে কোনও ডিরেকশনাল মুভ আসতে পারে। তবে সেটা কবে আসবে এই মুহূর্তে বলা অসম্ভব। তবে এটা বলা যেতে পারে যত বেশি সময় ধরে বাজার একটা নির্দিষ্ট রেঞ্জের মধ্যে রয়েছে মুভমেন্ট আসলে তত জোরালো মুভমেন্ট আসবে। বাজারে নতুন আইপিও গুলো যেমন আসছে এবং তার পারফরম্যান্স গুলো অত্যন্ত ভালো দেখা যাচ্ছে ঠিক তেমনি নতুন নতুন মিউচুয়াল ফান্ড বাজারে আসছে। তবে নিচের দিকে নিফটি অন্তত: হাজার দুয়েক পয়েন্ট না গেলে উপরের দিকে যতই যাক না কেন বারবার সেলিং আসার সম্ভাবনা বেশি। বিভিন্ন ফান্ড হাউজের বিচারে ২০২৫ সালে বাজার সূচকের ক্ষেত্রে ২৬৫০০ লেভেলকে অতিক্রম করবে তবে যেহেতু এটা আগামী এক বছরের প্রেডিকশন তাই সময় বলবে আদৌ কতটা বাজার উঠবে।



## সাপ্তাহিক রাশিফল

### প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

**২৮ ডিসেম্বর ২০২৪ – ৩ জানুয়ারি, ২০২৫**

**মেষ রাশি :** অন্যের উপর রূঢ় আচরণ না করাই শ্রেয়। আর্থিক সমৃদ্ধির সঙ্গে ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। মামলা–মোকদ্দমা নিষ্পত্তির সম্ভাবনা। ব্যবসায় উন্নতিতে বিলম্ব। চাকরি ক্ষেত্রে সুফল লাভের সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে অন্যমনস্কতা বিপদ ডেকে আনতে পারে।

**প্রতিকার :** কুকুর পালন করুন।

**বৃষ রাশি:** চাকরী ক্ষেত্রে সুফল লাভে বিলম্ব। ব্যবসা ক্ষেত্রে বাধা। স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ থাকবে। তীর্থ ক্ষেত্রে ভ্রমণের সম্ভাবনা। ধর্মে–কর্মে আগ্রহী। শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় সাফল্য। মান সম্মান বৃদ্ধি এবং আর্থিক সমৃদ্ধির সম্ভাবনা। গুরুজনের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ থাকলেও আরোগ্যের সম্ভাবনা। অর্থের ব্যয় বৃদ্ধি।

**প্রতিকার :** গরুকে খাবার খাওয়ান।

**মিথুন রাশি :** সৃষ্টিশীল কর্মে শিল্পী সত্তার বিকাশ। আর্থিক কষ্টের কিছুটা সুরাহা হওয়ার সম্ভাবনা। চাকরী ক্ষেত্রে দূরে যাওয়ার বা বদলির সম্ভাবনা। ঋণ নেওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। অর্থ প্রাপ্তিতে বিলম্ব। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে ব্যয় বৃদ্ধি।

**প্রতিকার :** যে কোনো মাদক দ্রব্য থেকে বিরত থাকুন।

**কর্কট রাশি :** ব্যবসায় শুভ ফল লাভে বিলম্ব। চাকরি ক্ষেত্রে শুভ ফল লাভে বিলম্ব এবং পদোন্নতিতে বাধা। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। গুরুজনদের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা এবং স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে ব্যয় বৃদ্ধির সঙ্গে আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা। ঈশ্বরের আরাধনায় ব্রতী। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সাফল্য। মামলা–মোকদ্দমার ক্ষেত্রে সফলতা। সম্পত্তি নিয়ে ভাই বোনেদের সঙ্গে সুষ্ঠ সফলতার সম্ভাবনা।

**প্রতিকার :** ভগবান শিবের পঞ্চামৃত অভিষেক করুন

**সিংহ রাশি :** স্বজনের আচরণে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে অর্থ পাওয়ার সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে উন্নতির সম্ভাবনা। সমাজ সেবা মূলক কর্মে মান সম্মান বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ব্যবসায় বিনিয়োগে ঝুঁকি রয়েছে। গুরুজনদের নিকট থেকে কোনও উপহার পাওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানের জন্য অর্থ ব্যয় বৃদ্ধি।

**প্রতিকার :** কাঁচা কয়লা সন্ধেবেলা জলে নিক্ষেপ করুন।

**কন্যা রাশি :** কোনো কার্যোদ্ধারে বিপত্তি হলেও তা কাটিয়ে উঠবে। রক্তচাপে হ্রাস বা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। চাকরিক্ষেত্রে শুভ ফল লাভ। সন্তানের কৃতিত্বে ঘরে খুশির বাতাবরণ সৃষ্টির সম্ভাবনা। সৃষ্টিশীল কর্মে শিল্পীসত্তার বিকাশ। সম্পত্তি নিয়ে মামলা মোকদ্দমায় শুভ ফল লাভে বিলম্ব। স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ রয়েছে।

**প্রতিকার :** ওম নমো ভাগবতে রুদ্রায় নম ১৬ বার পাঠ করুন।

**তুলা রাশি :** নিজের জেদ বজায় রাখার জন্য স্বজনবর্গের সঙ্গে রূঢ় আচরণ ত্যাগ করুন। ব্যবসায় পুঁজি বিনিয়োগে ঝুঁকি। চাকরিতে শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠুন। সঞ্চিত অর্থ ব্যয়ের সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে পদোন্নতির সম্ভাবনা। সাবধানে চলাফেরা করুন।

**প্রতিকার :** বয়োজ্যেষ্ঠদের সেবা করুন।

**বৃশ্চিক রাশি :** ব্যবসায় বিনিয়োগে শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। আর্থিক সমৃদ্ধির সঙ্গে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ভাই–বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা। চাকরিতে দূরে বদলির সম্ভাবনা। গবেষণার ক্ষেত্রে শুভফল লাভের সম্ভাবনা। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির সঙ্গে শয্যাশায়ী হওয়ার সম্ভাবনা।

**প্রতিকার :** সাদা বস্ত্র পরিধান করুন।

**ধনু রাশি :** স্বজনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা। ভাই বোনের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে গোলযোগের সম্ভাবনা। সন্তানের আচরণে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। চাকরি ক্ষেত্রে সমস্যা বৃদ্ধি। ঋণ নেওয়ার সম্ভাবনা। কোনো মামলা–মোকদ্দমা বা ঝামেলায় জড়াতে পারেন। ঈশ্বরানুরাগী হওয়ার সম্ভাবনা।

**প্রতিকার :** সুগন্ধি ব্যবহার করুন।

**মকর রাশি :** মানসিক ক্লেশ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। বিপরীত লিঙ্গের থেকে আর্থিক সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা। ভাই বোনের থেকে কোনো দ্রব্যাদি উপহার স্বরূপ পেতে পারেন। পাড়া প্রতিবেশির সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের সম্ভাবনা। স্বাস্থ্য নিয়ে সমস্যা বৃদ্ধি। সন্তান থেকে সুখ বৃদ্ধি। উপার্জন বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

**প্রতিকার :** আপনার কাজের টেবিল পরিষ্কার রাখুন।

**কুম্ভ রাশি :** স্বাস্থ্য নিয়ে সমস্যা বৃদ্ধি। স্বজনের থেকে উপহার পাওয়ার সম্ভাবনা। আর্থিক উপার্জন বৃদ্ধি। গৃহ নির্মাণ ও মেরামতির জন্য পরিকল্পনা করার সম্ভাবনা। মামলা–মোকদ্দমায় শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। নৃত্য–গীতাদির প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধির সঙ্গে উপার্জন বৃদ্ধির সম্ভাবনা। স্বাস্থ্যের জন্য আর্থিক ব্যয়বৃদ্ধি। হারানো দ্রব্য ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা।

**প্রতিকার :** 'ওম শ্রীম শ্রীম সা কেতাবে নম' ১৮ বার জপ করুন।

**মীন রাশি :** চাকরির ক্ষেত্রে শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। আগের তুলনায় স্বাস্থ্যের উন্নতির সম্ভাবনা। ব্যবসায় পুঁজি বিনিয়োগে ব্যবসার প্রসারতা ও শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। উপস্থিত বুদ্ধি ও সাহসিকতার দ্বারা কর্মোন্নতির সম্ভাবনা। জলে ভ্রমণ এড়িয়ে চলাই শ্রেয়। স্বজনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি।

## শব্দবার্তা ৩২৫




শুভজ্যোতি রায়

**পাশাপাশি**

১। প্যারাগ্রাফ ৪। ব্যাঙ্গ উপবাস ৫। একটু–আধটু ৭। তবলাবাদক ৯। বিজয় নিশান ১০। চাকুরি থেকে অবসর নেওয়া।

**উপর–নীচ**

১। অনিমেষ ২। ঘনিষ্ঠ মলামেশা ৩। একদেশের অভ্যন্তরে বিচ্ছিন্নভাবে থেকে যাওয়া অন্যদেশের ভূখণ্ড ৬। পছন্দ করা, নির্বাচন ৭। ব্যঞ্জন ৮। চেঁচানি, উচ্চ কণ্ঠস্বর।

**সমাধান : ৩২৪**

**পাশাপাশি :** ১। অগাদ ৩। বালিশ ৫। নমস্কার ৬। ঘর ৭। হরদম ৯। বরকত ১২। আট ১৩। তরতাজা ১৪। 'সফল' ১৫। নরম।
উপরনীচ : ১। অবগ্রহ ২। ধনমদ ৩। বার ৪। শহর ৬। ঘটক ৮। রকেট ১০। রমজান ১০। তসলিম ১২। আভাস ১৩। তল।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী
দুয়ের পাতায়

৫৯ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

# আলিপুর বার্তা

সারা বাংলা জুড়ে

মাসান্তিক
৭ এর পাতায়

কলকাতা ঃ ৫৯ বর্ষ, ১০ সংখ্যা, ১২ পৌষ – ১৮ পৌষ, ১৪৩১ ঃ ২৮ ডিসেম্বর ২০২৪ – ৩ জানুয়ারি, ২০২৫

Kolkata : 59 year : Vol No.: 59, Issue No. 10, 28 December 2024 - 3 January, 2025 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

## দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

**শনিবার :** আরজি কর হাসপাতালে চিকিৎসক পড়ুয়া ধর্ষণ

ও খুন মামলায় ধৃত সঞ্জয় রায় প্রিজন ভ্যান থেকে আর্তনাদ করে বলেছিল, আমার কথা কেউ শুনছে না। অবশেষে শিয়ালদহ দায়রা আদালত শুনলো সঞ্জয়ের আত্মপক্ষ সমর্থনে বক্তব্য।

**রবিবার :** আনসারুল্লাহ বাংলা টিমের সদস্য ধৃত বাংলাদেশী জঙ্গী

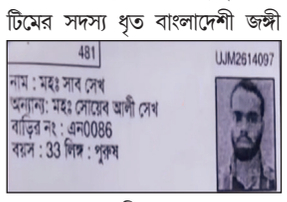


মহম্মদ শাদ রাডি ওরফে শাদ শেখ শুধু এপারে আসে নি, ভোটার হয়ে গিয়েছে মুর্শিদাবাদের দুটি বিধানসভায়। পাড়ায় পাড়ায় সতর্ক না হলে বোঝাই যাবে না আমাদের সঙ্গেই হয়তো বাস করছে কোনো জঙ্গী।

**সোমবার :** বাংলাদেশ ও তার জঙ্গিপনা নিয়ে যখন হৈ চৈ চলছে

তখন কাশ্মীর পুলিশের সূত্র ধরে আমাদের ঘরের কাছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং ঢালিপাড়া থেকে জাভেদ মুন্সী নামে এক কাশ্মীর জঙ্গিকে ধরে নিয়ে গেল রাজ্য পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স।

**মঙ্গলবার :** বিচার করার জন্য বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ

হাসিনাকে ফেরত চেয়ে কূটনৈতিক বার্তা পাঠালো বাংলাদেশ। সাউথ ব্লক মনে করছে বাংলাদেশের ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি থেকে নজর ঘোরাতে ইউনুসের এই পদক্ষেপ।

**বুধবার :** সিবিআই অভিযুক্তদের আইনজীবীদের নথি না দেওয়ার জন্য

আটকে গেল শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলার চার্জ গঠন। এই গাফিলতির জন্য বিচার ভবনে সিবিআইকে ভর্ৎসনা করল বিশেষ সিবিআই আদালত।

**বৃহস্পতিবার :** সম্ভবত আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের

মধ্যে আরও একটা দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধ বাঁধতে চলেছে বিশ্বে। গভীর রাতে আফগানিস্তানের পাকতিকা প্রদেশে আকাশহানা চালিয়ে তারই সূত্রপাত করল পাকিস্তান। প্রত্যাঘাতে তৈরী আফগানিস্তান।

**শুক্রবার :** পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর থেকে সরিয়ে হিডকো–কে

নিয়ে আসা হল মুখ্যমন্ত্রীর হাতে থাকা কর্মীবর্গ দপ্তরের অধীনে। ফিরহাদ হাকিমের বদলে এই সংস্থার চেয়ারম্যান হতে চলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি হিডকোর তরফে বিভিন্ন খবর দিতে শুরুও করেছেন।

সবজান্তা খবরওয়ালা

## তৈরি হচ্ছে হটস্পট

# বঙ্গ জুড়ে জঙ্গি ভয়

**ওঙ্কার মিত্র**

আজ মুর্শিদাবাদ তো কাল ক্যানিং তো পরশু মালদহ। জঙ্গি মিলছে একের পর এক। প্রায় প্রতিদিন পশ্চিমবঙ্গে জঙ্গি স্পট চিহ্নিত করছেন গোয়েন্দারা। অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, যে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর রাজ্যে অনুপ্রবেশ হচ্ছে বলে মানতে চাইতেন না, যিনি ওপারের মানুষের জন্য দরজা খুলে দিতে চেয়েছিলেন, যিনি বিএসএফকে বাড়তি জমি দিতে চান না তিনি এখন জঙ্গি অনুপ্রবেশ নিয়ে রোজ উদ্বেগ প্রকাশ করছেন। সবাই বলবেন এর জন্য দায়ী বাংলাদেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি। ভেবে দেখলে বোঝা যাবে, তা কিন্তু নয়। এখন বরং সীমান্তে নজরদারি অনেক কঠোর হয়েছে, বেড়েছে বিএসএফের সংখ্যা। আসলে এতদিনের অনুপ্রবেশ সমস্যা রাজনীতির স্বার্থে এড়িয়ে যাওয়ার ফলে আমরা আমাদের রাজ্যকে অনুপ্রবেশকারী, চোরাচালান ও জঙ্গি যাতায়াতের সেফ করিডরে পরিণত করেছি যা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে কড়াকড়ি বেড়ে যাওয়ার ফলে। এতদিন ভোট ব্যাঙ্ক ভোট ব্যাঙ্ক করে জেলায় জেলায় যে বিষবৃক্ষ আমরা রোপন করেছি তা এবার ফল দিতে শুরু করেছে। তবে 'বেটার লেট্ দ্যান নেভার'।

এরপর চারের পাতায়

# জঙ্গি গ্রেপ্তারের পর চাঞ্চল্যকর তথ্য, শুরু কড়া নজরদারি

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** ক্যানিং থেকে জঙ্গি গ্রেপ্তারের পরে উঠে এলো চাঞ্চল্যকর একাধিক তথ্য। 'পরিযায়ী' শাল বিক্রেতা ভেবেই কি বাড়ি ভাড়া দেওয়া হয়েছিল তেহরিক উলমুজাহিদিনের সদস্য জাভেদ মুন্সির শ্যালককে? নাকি নেপথ্যে ছিল সন্ত্রাসবাদের রাস্তা মসৃণ করার চক্রান্ত? ক্যানিংয়ে জঙ্গি গ্রেপ্তারের ঘটনায় পুলিশের স্ক্যানারে বাড়ির মালিক মোনাব্বর পিয়াদা। পশ্চিমবঙ্গে কেন সে এসেছিল, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। জাভেদের 'ক্যানিং কানেকশনও' ভাবাচ্ছে এখন গোয়েন্দাদের। তাঁর সঙ্গে জঙ্গি সংগঠনের কোনও যোগাযোগ থাকতে পারে তা জানতই না মোনাব্বর, দাবি তাঁর পরিবারের সদস্যদের। যদিও এই ঘটনার তদন্তে নেমে সমস্ত দিক খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। বাদ

পড়ছে না বাড়ি মালিকের ভূমিকাও। এদিকে ঘটনায় হতবাক দিঘিরপাড়-১ গ্রামের বাসিন্দারা। গ্রামের এক বাসিন্দা বলেন, 'মাঝেমধ্যে ওই বাড়িতে যেতাম শাল কেনার জন্য। কয়েকদিন ধরে এক কালো বেঁটে যুবককে দেখছিলাম। সে কোনও কথা বলত না। আমরাও আগ বাড়িয়ে কোনও কথা বলিনি। শাল বিক্রেতাদের সঙ্গে যে জঙ্গি সংগঠনের কোনও যোগাযোগ থাকতে পারে, তা ভাবতেও পারছি না।' গোয়েন্দাদের দাবি, জাভেদ অত্যাধুনিক অস্ত্র হ্যান্ডলিংয়ে বেশ পোক্ত।

ক্যানিং থানা থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে জঙ্গির বসবাস, তা পুলিশ প্রশাসন ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি। ঘটনার পর টনক নড়ে ক্যানিং মহকুমা পুলিশ প্রশাসনের। ধৃত জঙ্গি সুন্দরবনের জলপথ ব্যবহার করে বাংলাদেশে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল। আর সেই কারণে পর্যটকদের ভীড়ে সন্ত্রাসবাদী জঙ্গি সংগঠনের কোন সদস্য ঢুকে না পড়ে তার জন্য স্থলপথ ও নদীপথে চলছে তল্লাশি অভিযান। এছাড়াও বিভিন্ন হোটেল মালিকদের সতর্ক করা হয়েছে পুলিশের তরফে, পরিচয়পত্র দেখেই তবে যেন হোটেলে উঠতে দেওয়া হয়। পাশাপাশি সন্দেহ হলেই তৎক্ষণাৎ পুলিশে খবর দেওয়ার জন্য প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে।

## চলে গেলেন সংস্কারক মনমোহন

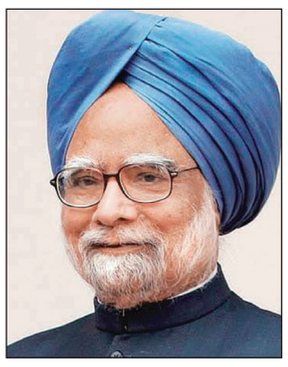

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** দিল্লির এইমস-এ ৯২ বছর বয়সে ২৬ ডিসেম্বর পরলোক গমন করেন ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ। তবে এটাই তাঁর একমাত্র পরিচয় নয়। এছাড়াও তিনি পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারপার্সন, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর, অর্থমন্ত্রী, বিদেশমন্ত্রীর মতো পদ অলংকৃত করে সারাজীবন ধরে ভারতীয় অর্থনীতিতে যে অবদান রেখে গেলেন তাতে তাঁকে সংস্কারক বলে আখ্যা দেওয়া যায়।

এক প্রবীণ অর্থনীতিবিদ একবার বলেছিলেন, চরম অর্থ সংকটে ভোগা শ্রীলংকা পাকিস্তানের দুর্ভাগ্য যে তাদের একজন মনমোহন সিংহ নেই। একথা স্বীকার করতেই হয় যে মনমোহন সিংহ ছিলেন বলেই দীর্ঘ নীতিহীনতায় ভোগা প্রায় দেউলিয়া হয়ে যাওয়া ভারতের অর্থনীতি নতুন করে ঘুরে দাঁড়াতে পেরেছিল। তিনি অনেকের বিরোধিতা সত্ত্বেও যে দৃঢ়তার সঙ্গে ভারতের অর্থনীতিকে বিশ্বের দরবারে দাঁড় করিয়েছিলেন তা যার তার কাজ নয়। একজন সংস্কারকই পারেন এমন সাহস দেখাতে। আর যিনি পারেন তিনি যুগ যুগ ধরে থেকে যান মানুষের জীবন জুড়ে। আজ যে শোক ভারতবাসী পালন করছে তা বলে দেয় বলিষ্ঠ মনমোহন পেরিয়ে গিয়েছেন কালের গন্ডি।

তাঁর প্রধানমন্ত্রীত্বকালে তিনি আরও বহু কালজয়ী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কিন্তু ১৯৯১ সালের বাজেটে ভারতের অর্থনীতির বিশ্বায়নের মনমোহিনী প্রস্তাব চিরকাল থেকে যাবে ভারতবাসীর মনে। এরপর অর্থমন্ত্রী হিসাবে যাঁরা এসেছেন তাঁরা ছক্কা হাঁকিয়েছেন মনমোহনের পিচেই। ভারতের অর্থনীতি নিশ্চই তাঁর স্বপ্ন উড়ানে চেপে একদিন কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে। সার্থক হবে তাঁর জীবন। নিজের সরকার বামেদের দ্বিচারিতায় পড়ে যেতে পারে জেনেও তিনি দেশের স্বার্থে নিউক্লিয়ার চুক্তি বাস্তবায়িত করেছিলেন। দেখিয়ে ছিলেন সময়ের কাজ কীভাবে সময়ে করতে হয়। আজ ভারত বুঝতে পারছে সেই নিউক্লিয়ার ডিলের মর্ম।

এমন সংস্কারক বার বার আসে না। তাঁর মৃত্যুতে খালি হয়ে গেল সেই স্থান। সেলাম মনমোহন। তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি, পরিবারকে জানাই সমবেদনা।

## নাইট শেল্টার হাসপাতালের দখলে

# খোলা আকাশের নিচে রাত কাটাচ্ছেন রুগীর পরিজনরা

**কল্যাণ রায়চৌধুরি**

উত্তর ২৪ পরগণার বারাসত মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে বর্তমানে রুগীর সংখ্যা অনেক বেড়েছে। দূরদুরান্ত থেকে এখানে রুগীদের চিকিৎসা করতে নিয়ে আসেন তাদের আত্মীয় পরিজনরা। কিন্তু হাসপাতালে রুগীদের চিকিৎসা করাতে এসে তারাই অসুস্থ হয়ে পড়তে পারেন বলে আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে রুগীর পরিবারের লোকজনদের মধ্যে। কারণ এই ঠান্ডায় তাদের রাতে থাকার জন্য কোনও স্থায়ী ভবন নেই বারাসত হাসপাতালে। খাতায় কলমে এখানে দুটি রাত্রিনিবাস থাকলেও সেখানে রুগীর পরিজনদের থাকতে দেওয়া হয়না। এই দুটি ভবনের একটিতে চলছে অফিস এবং অন্যটিতে চিকিৎসা। ফলে অসহায় অবস্থা রুগীর পরিজনদের। কিন্তু জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর কীভাবে নাইট শেল্টার দখল করে চলেছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন রুগীর পরিজনরা।

উত্তর ২৪ পরগণার সদর বারাসত জেলা হাসপাতালে রোজই হাজার হাজার মানুষ চিকিৎসা করাতে আসেন। সুদূর বনগাঁ কিংবা বসিরহাট থেকেও মানুষ আসেন এখানে চিকিৎসা করাতে।

এরপর চারের পাতায়

# মধ্যমগ্রাম পুরসভায় নথি জাল করে চাকরি, গ্রেপ্তার ভুয়ো চিকিৎসক

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** উত্তর ২৪ পরগণার মধ্যমগ্রাম পুরসভায় চিকিৎসকের রেজিস্ট্রেশন জাল করে স্বাস্থ্য আধিকারিকের চাকরি নেয় এক ভুয়ো চিকিৎসক। সম্প্রতি কাশীপুর থানার পুলিশ তাকে হালিশহর থেকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ জানায়, এই ভুয়ো চিকিৎসকের নাম সুনীল সাউ। তার কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে এমবিবিএসের নকল মার্কশিট, ভুয়ো রেজিস্ট্রেশন সহ বিভিন্ন নথি। সূত্রের খবর, কিছুদিন আগে মধ্যমগ্রাম পুরসভায় স্বাস্থ্য আধিকারিকের পদে লোক নেওয়া হয়। অভিযুক্ত সুনীল সাউ ডিপ্লোমা অন চাইল্ড মেডিসিন সার্টিফিকেট জমা দিয়ে চাকরি পায়। সঙ্গে দেওয়া হয়েছিল এমবিবিএসের মার্কশিটও। সেখানে সে নিজেকে এনআরএস মেডিকেল কলেজের ছাত্র হিসেবে জানিয়েছিল। কিন্তু তার কাজকর্মে সন্দেহ হওয়ায় মধ্যমগ্রাম পুরসভার এক চিকিৎসক সুনীলের জমা দেওয়া নথি পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখেন, রেজিস্ট্রেশন রয়েছে সুনীল কুমার সাউয়ের নামে। তার রেজিস্ট্রেশন ব্যবহার করে ভুয়ো চিকিৎসক চাকরি করছে। বিষয়টা নিয়ে তিনি সিএমওএইচের কাছে লিখিত অভিযোগ করেন। তারপর শো-কজ করা হয় ওই ভুয়ো চিকিৎসককে। সঙ্গে সঙ্গে অভিযুক্ত অনলাইনে পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দেয়। প্রকৃত চিকিৎসক সুনীল কুমার সাউ কাশীপুর থানায় লিখিত অভিযোগ করলে পুলিশ জালিয়াতির

এরপর চারের পাতায়

## বেহাল দশায় আই সি ডি এস সেন্টার

**উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর :** বারুইপুর পূর্ব বিধানসভার উত্তরপুরি গ্রামের একটি আইসিডিএস স্কুলের জীর্ণ দশা। দীর্ঘ ৫বছর ধরে ভাঙা ঘরে জল বৃষ্টির মধ্যে রাস্তার পাশে কলা গাছের মধ্যে বিদ্যুৎহীন ছোটো বারান্দায় কোনওরকমে চলছে এই স্কুল। বসার জায়গা নেই পড়ুয়াদের। বৃষ্টি হলে জল পড়ে, সাপ ব্যাঙ ঢোকে, শুঁয়োপোকার উৎপাত, এমনটাই জানালেন ওই আইসিডিএস স্কুলে আসা ছাত্রদের অভিভাবকেরা। এই স্কুলে একজন দিদিমণি, রান্নার কোনও লোক নেই, দিদিমণির মাইনের টাকায় দিয়ে রান্নির টাকা দিতে হয়। এই নিয়ে বারবার বিডিও এবং সিডিপিওকে জানিয়েও কোনও কাজ হয়নি বলে জানান এই স্কুলের দিদিমণি। তাদের উদাসীনতাতেই এরকম রাস্তার পাশে বারান্দায় ছাত্রদের পড়তে হচ্ছে, যদি দ্রুত এই সমস্যার সমাধান না হয় তাহলে তাঁরা আগামীদিনে বৃহত্তর আন্দোলন করবেন বলে জানালেন অভিভাবকেরা। স্কুল চত্বরে গিয়ে দেখা গেল রান্নার জায়গার উপরে খেজুর গাছের পাতা আর টিন দিয়ে ছাউনি করা, বেশির ভাগ জায়গা ফাঁকা, বৃষ্টি হলে জল পড়ে, যখন তখন ভেঙে পরতে পারে ছাউনি বলে জানালেন অভিভাবকরা। এই উত্তরপুরী গ্রামের এমন চিত্র দেখে হতবাক সাধারণ মানুষ ও অভিভাবকরা। কবে এই সমস্যার সমাধান হবে তার দিকে তাকিয়ে আছে অভিভাবক এবং ওই স্কুলের দিদিমণি। তবে এই বিষয়টি দেখার আশ্বাস দিলেন বারুইপুর ব্লকের বিডিও।

## নির্মল বিদ্যালয় গঠনে স্থানীয় সরকার উদাসীন কেন?

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** ২০১৪ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী অনেক ঘটা করে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে স্বচ্ছ ভারত অভিযান চালু করেন। এরাজ্যে অবশ্য আরো আগে ২০১২ সালেই বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসে চালু করেন 'নির্মল বিদ্যালয় অভিযান'। ২০১৫ সাল থেকে বেশ কয়েক বছর ধরে সাধারণত সেপ্টেম্বর মাসে রাজ্যের প্রতিটি বিদ্যালয়ে 'নির্মল বিদ্যালয় সপ্তাহ' উদযাপন করা হত। ২০২৪ সালে অবশ্য তেমন কোন অভিযানের কথা চোখে পড়েনি। অর্থাৎ ধরে নেওয়া যেতে পারে- বর্তমানে রাজ্যের সকল বিদ্যালয় পরিষ্কার ও পরিচ্ছন আছে, শিশুরা স্বাস্থ্যবিধান বিষয়ে যথেষ্ট সজাগ, স্বচ্ছ পানীর জল সর্বত্র সরবরাহ করা হচ্ছে, মশা-মাছি মারার জন্য স্থানীয় সরকার অর্থাৎ পৌরসভা ও গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়মিতভাবে কীটনাশক স্প্রে করছে, বিদ্যালয়ের আশেপাশের বন-জঙ্গল ও জমা জল পৌরসভার স্বাস্থ্য আধিকারিকরা এসে পর্যবেক্ষণ করেন ও নিজেরা দায়িত্ব নিয়ে বিদ্যালয়গুলির শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সাথে আলোচনা করে বর্ষাকালে বেড়ে ওঠা গাছ-গাছরা সাফ করে বিদ্যালয়ের ভিতরে ও বাইরে ব্লিচিং পাউডার ছড়িয়ে ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক ও পাড়া-প্রতিবেশীদের মধ্যে জনসচেতনতা ইতিমধ্যে জাগ্রত করে ফেলেছেন।

কিন্তু বাস্তব চিত্রটা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিরা স্বচ্ছ বিদ্যালয় গঠনে কতটা তৎপর সেটা একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝানো যেতে পারে। দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার মহেশতলা থানার অন্তর্গত ১১ নং ওয়ার্ডের রামপুর কোয়ার্টার-এ অবস্থিত এস. এম. নগর ডিরোজিও স্মৃতি বিদ্যালয়ে ঢোকার মুখে গড়ে উঠেছে একটা মস্ত বড় আবর্জনার স্তূপ। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, বিদ্যালয়টি একটি আবাসনের মধ্যে অবস্থিত। আর যাতায়াতের পথে আবাসিকবৃন্দের কেউ কেউ প্লাস্টিক, ন্যাপকিন, উচ্ছিষ্ট খাবার, সবজির খোসা, ডিমের খোলা,

এরপর চারের পাতায়

# পঁচাত্তর দাও পঁচিশ নাও : অবৈধ অর্থের বৈধ নিদান

**সুবীর পাল, কলকাতা**

অগুনতি নগদ অর্থ ঘরে গচ্ছিত রাখতে পারলেও স্বর্ণালঙ্কারের ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়। সোনার গয়না মজুত করার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা আপনাকে মানতেই হবে। তবে গৃহে রূপোর গহনা ও হিরে মজুতের বিষয়েও নির্দিষ্ট কোনও নির্দেশনামা এখনও পর্যন্ত জারি হয়নি। অনন্ত দেশের আইন মোতাবেক তো এটাই বর্তমান দস্তুর।

সাম্প্রতিককালে আমাদের রাজ্য সহ সারা দেশের বিভিন্ন প্রদেশে হামেশাই আয়কর দপ্তর ও এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টর (ইডি) হানা দেয় নানাবিধ ব্যক্তিবর্গের বাড়িতে। এমনকী হানাদারেরা অধিকাংশ আবাস থেকে বাজেয়াপ্ত করে থাকেন বিশাল অঙ্কের বেআইনি নগদ অর্থ ও লুকিয়ে রাখা অবৈধ স্বর্ণালঙ্কার। আর এই ছাপা মারার প্রচেষ্টা যত বেশি তরান্বিত হয়েছে তত বেশি করে উৎসুক ছাপোষা নাগরিকদের মনে এখন একটাই জিজ্ঞাসা, কত পরিমাণ সর্বাধিক নগদ অর্থ ও সোনার গয়না তাঁরা নিজেদের ঘরে জমা রাখতে পারবেন আইনসম্মতভাবে?

এই প্রশ্নের উত্তরে কলকাতার বিশিষ্ট আইনজীবী রমেশ কুমার পাটোদিয়া দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন, একজন ভারতীয় নাগরিক তাঁর নিজস্ব ঘরে যেকোনও বড় অঙ্কের নগদ অর্থ মজুত করে অবশ্যই রাখতে পারেন। তবে নিজের দায়িত্বে তা তাঁকে রাখতে হবে। এটা তো তাঁর নাগরিকত্বের অধিকার। তবে এখানে একটা শর্ত মানতেই হবে। তা হল আয়ের সঙ্গে ঘরে গচ্ছিত অর্থের সঙ্গতি থাকা অত্যন্ত আবশ্যক। অন্যথায় গৃহে থাকা উক্ত অর্থ বাজেয়াপ্ত হওয়াটাই ভারতীয় আইন। রমেশবাবু আরও উল্লেখ করেন, আয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নগদ অর্থ যেমন যত খুশি গৃহে জমা রাখা সম্ভব, তেমনই সোনার গয়নার ক্ষেত্রে যত মন চাইবে সেই পরিমাণে আবাসে সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। ভারত সরকারের এখানে একটা

পরিমাণ বেঁধে দিয়েছেন। তা লঙ্ঘন করলে অতিরিক্ত পরিমাণ সোনার গহনা বাজেয়াপ্ত করতে পারে আয়কর দপ্তর। তাঁর স্পষ্ট মন্তব্য এ প্রসঙ্গে, একজন বিবাহিত ভারতীয় মহিলা সর্বাধিক ৫০০ গ্রাম ওজনের সোনার গয়না নিজের ঘরে সঞ্চয় করে রাখতেই পারেন। অবিবাহিত নারী ২৫০ গ্রাম পর্যন্ত স্বর্ণালঙ্কার ঘরে নিজের হেফাজতে অনায়াসেই রাখতে পারবেন। জনপ্রতি পুরুষ নিজের ব্যবহারের জন্য ১২৫ গ্রাম পর্যন্ত সোনার অলঙ্কার বাড়িতে রাখতে সক্ষম। এই পরিমাণের বেশি ঘরে রাখতে গেলে আয়কর দপ্তরকে আগাম নির্দিষ্ট কারণ দর্শাতে হবে নিজের থেকে। অন্যদিকে, রূপোর ভূষণ ও হিরে ঘরে সর্বাধিক কত পরিমাণ মজুত করা যাবে বিনা বাধায় তা নিয়ে দেশের আইনে আক্ষরিকভাবে কোনও নিষেধাজ্ঞা এযাবৎ জারি হয়নি বলে তিনি মন্তব্য করেন।

কলকাতার অপর নামজাদা আইনজীবী এস এম সুরানা বাণিজ্যে বিনিয়োগকারীদের সতর্ক করে দেন, ব্যবসায়িক ঠিকানা যেন কোনওভাবেই নিজের আবাসস্থল না হয়। এতে জটিলতা বাড়বে বইকি কিন্তু তা কমবে না। অনেক ব্যবসায়ী আর্থিক সংকোচনের কথা ভেবে বা যাতায়াতের সহজলভ্যের বিষয়টি মাথায় রেখে পেশাগত দপ্তর নিজস্ব বাড়ির ঠিকানাতেই স্থাপন করেন। এটা একটা মস্তবড় ভুল পদক্ষেপ। তিনি বলেন, ব্যবসার লেনদেন জাত অসঙ্গতি কোনওভাবে ধরা পড়লে এবং ব্যবসার দপ্তর বাসস্থান ব্যতিরেকে অন্যত্র থাকলে আয়কর ভবন থেকে সরাসরি অভিযান চালানো হতে পারে সংশ্লিষ্ট অফিসে। সেক্ষেত্রে ব্যবসায়ীর ঘরে হানা দেবার সুযোগ কম থাকে। কিন্তু অফিস বাড়ির ঠিকানায় দেখানো থাকলে আয়কর দপ্তর অফিস ও বাড়ি একযোগে সরাসরি ঢুকে তদন্ত শুরু করতে পারে।

'আর্থিক বিষয়ক ভারতীয় তদন্তকারী সংস্থা কর্তৃক হানাদারী ও বাজেয়াপ্তকরণ এবং তার আইনি সীমাবদ্ধতা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে রমেশবাবু আরও জানান, ব্রিটেন ও আমেরিকার থেকে আমাদের দেশে এই সংক্রান্ত আইন অনেক বেশিমাত্রায় সরলীকরণ করা হয়েছে। ইউরোপের ওই দুই দেশের আইনানুসারে, ১০০ বছরের পুরনো কোনও অবৈধ আর্থিক লেনদেন নিয়েও যে কোনও অভিযুক্ত ব্যবসায়ীকে আইনের আতস কাঁচের তলায় টেনে আনতে সক্ষম তদন্তকারী সংস্থা।

এরপর চারের পাতায়

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

# আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৯ বর্ষ, ১০ সংখ্যা, ২৮ ডিসেম্বর, ২০২৪ – ৩ জানুয়ারি, ২০২৫

## বেনেগাল–মনমোহনের পথেই

বছর শেষে এক সপ্তাহের মধ্যে দুটি ব্যক্তিত্বের প্রয়াণ হল। চলচ্চিত্র জগতের শ্যাম বেনেগাল ও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ। দুই গুণী মানুষ স্ব স্ব ক্ষেত্রে বিশেষ পরিচিত ও গ্রহণীয় হলেও ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে সত্যের ক্যানভাসে তাঁদের নেতাজি সুভাষচন্দ্র ইস্যুতে তুলে আনলে বেশ কিছু প্রশ্ন উঠে যায়।

প্রথম সেই শ্যাম বেনেগাল ৯০ বছরে প্রয়াত হয়েছেন। ওনার যখন ৭০ বছর বয়স তখন তৈরি করেন নেতাজির এক বায়োপিক। বেনেগাল ব্রান্ড নামে অনন্য। অতীতে বহু আর্কষণীয় সিনেমা তৈরি করলেও সাহারা ইন্ডিয়া নির্মিত বিগ বাজেটের ছবি ঘিরে প্রথম থেকেই ছিল বিতর্ক। ছবির প্রথমে হয় 'বোস দ্যা লস্ট হিরো' এই নামে বিতর্ক ওঠে। ওই নামে জনৈক মিহির বসুর একটি বই আছে। এই সময় 'মিফা ফ্লিম ফেস্টিভ্যাল' একটি তথ্যচিত্র 'শহীদ যতীন দাস, দ্যা ফরগটেন হিরো' নামে একটি ছবি জমা পড়ে। শোনা যায় মুম্বাই ফ্লিম ফেসটিভ্যাল অর্থাৎ 'মিফা'র অন্যতম বিচারক ছিলেন শ্যাম বেনেগাল। তিনি রাতারাতি ছবির নাম পাল্টে করেন 'বোস দ্যা ফরগোটেন হিরো'। আইনগতভাবে তাৎক্ষণিক বাঁচলেও গান্ধী চরিত্রের অভিনেতা আর্থিক ব্যাপারে কিছু প্রশ্ন তোলায়, তাকে সুটিং করার পরেও ফাইনাল এডিটিংয়ে নেতাজির বায়োপিক থেকে বাদ দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে বিদেশে ছবি প্রচারকে কেন্দ্র করে জানা যায় নেতাজির জীবনের নানা ঘটনাকে বিকৃত করা হয়েছে। নেতাজির প্রেম বিবাহ ইত্যাদি ছবিতে তুলে ধরায় পশ্চিমবঙ্গের নেতাজি অনুরাগীরা ক্ষিপ্ত হন। শুরু হয় সাহারা ইন্ডিয়া ও শ্যাম বেনেগালের বিরুদ্ধে আইনী লড়াই। ফ্লিম সার্টিফিকেশান বোর্ডের চেয়ারম্যান অনুপম খেরের আমলে ছবিটি ছাড়পত্র না পেলেও শর্মিলা ঠাকুর ওই পদে এসে ছাড়পত্র দেন। বেনেগালের বিকৃত বায়োপিকে ১৭টি তথ্যগত ভুল ছিল। পরিচালক ওয়াল্ড প্রিমিয়ার প্রথমে ফোর্ট উইলিয়ামে কিংবা ব্রিগেড ময়দানে করতেন বলে জানালেও অবশেষে পুলিশি কড়া নিরাপত্তায় স্বভূমির প্রেক্ষাগৃহে প্রিমিয়ার করেন নির্বাচিত দর্শকদের উপস্থিতিতে। সেইদিনই দুপুরে হাইকোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি এই জনস্বার্থ মামলায় দেড় মিনিটে কারুর চরিত্র হনন করা যায় না এই মর্মে রায় দেন। বাংলার মাটিতেই সেদিন নেতাজির বিমান দুর্ঘটনায় মিথ্যা মৃত্যুর গল্প ও তাঁর চরিত্র হননের দৃশ্য সর্বসমক্ষে তুলে আনা হল। দিনটা ছিল ১৩ মে ২০০৫। তখন নেতাজি তদন্তে ভারত সরকার নিয়োজিত মুখার্জী কমিশন চলছে। কিছুদিন পর ভারত সরকারের কাছে জমা পড়ল সেই রিপোর্টি। কমিশনের রায়ে স্পষ্ট ছিল ১৯৪৫ সালের ১৮ আগস্ট কোন বিমান দুর্ঘটনা ঘটেনি এবং নেতাজি মারা যাননি। চিতাভস্মের ডিএনএ টেস্ট অবান্তর। লোকসভায় তখন স্পিকার সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়। কমিশনের রিপোর্ট নিয়ে বিতর্ক শুরু হল, বললেন নেতাজির ভাইপো সুব্রত বসু। এরপর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুজন চক্রবর্তীর মত বক্তারা সুযোগ পেলেন না। মনমোহন সিংহের ক্যাবিনেটের স্বরাস্ট্রমন্ত্রী শিবরাজ পাতিল পাঁচ লাইনের বাক্য বন্ধে মুখার্জী কমিশনের রায়কে প্রত্যাখান করে জানালেন এটি অসম্পূর্ণ রিপোর্ট। যদিও সম্পূর্ণ করার দায় নিলেন না। পূর্ববর্তী শাহনাওয়াজ কমিটি ও খোসলা কমিশনের যে রায় অর্থাৎ বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজির মুত্যুর রায়কে ভারত সরকার বহাল রাখছে। সেদিন শুধু মনমোহন সিংহ একা মৌন ছিলেন না, আজকের মতই শাসক বিরোধী পক্ষের প্রায় সবাই ঐতিহাসিক মিথ্যায় সায় দিয়ে গেছেন। বেনেগাল তাঁর বিকৃত নেতাজি বায়োপিকে যা বলতে চেয়েছেন সেই ভাষ্য মনমোহনের পথেই শাসক বয়ে নিয়ে চলেছে।

## যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

### 'উৎপত্তি প্রকরণ'

কিন্তু মনোময় সূক্ষ্ম শরীরকে কেউই অভিশাপে ও মন্ত্রে প্রভাবিত করতে পারে না। দৃঢ় পাষাণকে পদাঘাতে চূর্ণ করা যায় না। কিন্তু যদি দেখা যায়, কোন মনোময় দেহ অভিশাপে বিদীর্ণ হয়েছে, তবে জানবে সেই মন দৃঢ়তাশূন্য। সঙ্কল্পের গভীরতা কিংবা পৌরুষ বলবান্ না থাকায় অন্যের অভিশাপ ও অভিচার ক্রিয়ায় সেই ধরণের মনোরাজ্য প্রভাবিত হয়। অহল্যা–ইন্দ্র স্বীয় চিত্তের দৃঢ়তায়, মোহগ্রস্ত হয়ে জন্ম–জন্মান্তরে আবদ্ধ আছে, আবার পৌরুষ সহায়ে ঐন্দবগণ জগৎ নির্মূল করে ব্রহ্মস্বরূপে স্থিত আছেন। সুতরাং মনের দৃঢ়তা অর্থাৎ পৌরুষই শাপ বিদীর্ণ করে, এবং পৌরুষহীনতায় অভিশাপকে গ্রহণ করে দুর্ভোগে পতিত হয়। তাই শুভার্থীর পক্ষে সমাহিত মনস্ক হয়ে পৌরুষ সহায়ে পবিত্র পথে বিচরণ করাই একমাত্র কর্তব্য হওয়া উচিৎ। হে রাম! তুমি পুরুষকার অবলম্বন করে তোমার মনকে আত্মজ্ঞানমুখী কর।

বশিষ্ঠ বললেন, কমলযোনি ব্রহ্মা আমায় অতীতকালে যা বলেছিলেন, আমি তা উল্লেখ করলাম। প্রথমে নাম–রূপবিহীন ব্রহ্ম হতে প্রপঞ্চের স্পন্দনাত্মক বীজ উৎপন্ন হয়, সেই স্পন্দনাত্মক বীজ ঘনীভূত বা পরিপক্ক হয়ে মনের আকার গ্রহণ করে। তারপর মন নিজেতেই সূক্ষ্ম ভূত সমূহ কল্পনা করে এবং বাসনাময় শরীর কল্পনা করে। সেই সমষ্টিমন তৈজস পুরুষ হন, সেই তৈজস পুরুষই ব্রহ্মা। ব্রহ্মাই প্রকৃত মনস্তত্ত্ব। তিনি যা সঙ্কল্প করেন, তাইই আবির্ভূত দেখেন। অনাত্ম জড় পদার্থে তিনিই আত্মাভিমানের অবিদ্যা কল্পনা করেন। এই জল–স্থল আকাশের বিচিত্র জগৎ তাঁরই কল্পনায় আবির্ভূত জানবে।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

## ফেসবুক বার্তা

জানেন কি?

নেকড়ে একমাত্র প শু, যে নিজের ব্যক্তি-স্বাধী নতা নিয়ে কারো সঙ্গে আপোষ করে না, পরা ধীন জীবন নেকড়ে পছন্দ করে না, বাঘ সিংহের মতো প শুকে পো ষ মানানো সম্ভব হলেও নেকড়ে কখনো পো ষ মানে না




# জনমোহিনী কথা ছাড়া আর কি.....

পাঠক মিত্র

তোলাবাজির অভিযোগে বড়বাজারে যুব তৃণমূলের রাজ্য সম্পাদক গ্রেপ্তার হয়েছে। আবার বিধাননগর তৃণমূল কাউন্সিলর গা ঢাকা দিয়েছে গ্রেপ্তারের ভয়ে। পুলিশমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী নাকি তোলাবাজি বন্ধে সক্রিয় হয়েছে বলে প্রচারিত হচ্ছে। কিছুদিন আগে নবান্নে তিনি বলেছিলেন যে তাঁর নেতাকর্মীরা সৎ আর পুলিশের নীচুতলার কর্মীরা অসৎ। পুলিশের অসততায় তাঁর দল তৃণমূলের বদনাম হচ্ছে । অথচ সেই পুলিশ তাঁর দলের নেতাকে গ্রেপ্তার করছে তোলাবাজির অভিযোগে। তিনি হুঁশিয়ারি দেন, কিন্তু হুশ ফেরাতে পারেন না । আসলে সর্বসমক্ষে এ ব্যাপারে তিনি হুঁশিয়ারি দেন, তবু কেউ কান দেয় না । কারণ সকলেই জানে তিনি কি চান। তাই তোলাবাজি, দুর্নীতি তা সিন্ডিকেট, কাটমানি, চুরি যাই হোক না কেন তার ধারাবাহিকতায় যে ছেদ পড়েনি এই নেতার গ্রেফতারি পুনরায় তা প্রমাণ করল।

তৃণমূল সুপ্রিমো গত কলকাতা পুরসভার ভোটে তাঁর প্রথম প্রচারে সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। জনসমক্ষে তাঁর এই হুঁশিয়ারিতে বাহবা থাকে। বাহবা এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ে যে তাঁর নেতৃত্ব নিয়ে আর কোনো প্রশ্ন হতে পারে না । কিন্তু তিনি যতই হুঁশিয়ারি দিন না কেন তাতে তাঁর দলের নেতাকর্মীদের হুঁশ ফেরে কিনা তা তারাই বলতে পারে যারা সেই সিন্ডিকেট রাজের জন্য ভুক্তভোগী। আসলে সিন্ডিকেটের ভয়ংকর ছবিটা একপ্রকার ভুতুড়ে। সবাই দেখতে পায় অথচ কেউ কিছু বলতে পারে না। আর বলতে না পারলে প্রশাসন, পুলিশ কেউই জানতে পারে না। আর এরা না জানলে তার কোনো প্রমাণ থাকে না। অবশ্য জানলেও প্রমাণ থাকবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। আর প্রমাণ না থাকলে সব স্বচ্ছ থাকে। তবে এ ব্যাপারে তৃণমূল সুপ্রিমোর স্বচ্ছতার প্রশংসা করতে হয়। কোনো প্রশাসনিক প্রমান ছাড়াই এটা এক প্রকার স্বীকারোক্তি যে তাঁর দলের নেতা কর্মীরা সিন্ডিকেটে জড়িত। এটা তাঁর একপ্রকার মহত্বের পরিচয়। আর এই মহত্বের পরিচয়ে প্রতি ভোটের আগেই তিনি এমন হুঁশিয়ারি দিয়ে থাকেন। আগামী বিধানসভা ভোটের আগে এখন থেকেই তার প্রস্তুতি চলছে। তাঁর প্রশাসন দিয়ে তিনি শুরু করছেন। কিন্তু তাঁর প্রশাসনের সার্বিক প্রক্রিয়ায় তার শেষ হয় না।




তোলাবাজি বন্ধে প্রস্তুতির শেষ নেই। তবু সিন্ডিকেট বেঁচে আছে, দুর্নীতি বেঁচে আছে। আসলে ভোটে জয় এলেই এসব নিয়ে আর কথা ওঠে না। শুধু ভোট এলেই কথা ওঠে। এখন অবশ্য ভোট আসার অনেক আগেই সেই কথা উঠছে। তাঁদের দিদির সততার কথায় জনসাধারণের সব ভুলিয়ে দেয়, সবাইকে ভুলিয়ে দেয়। তাঁর নেতা কর্মীরা জেনে গেছে সে কথা। দুর্নীতি নিয়ে গত বিধানসভা ভোটের আগে কত কথা হয়েছে। তখন তৃণমূলের বিরুদ্ধে যেভাবে দুর্নীতি, স্বজনপোষণের অভিযোগ উঠেছিল এবং চুনোপুঁটি নেতারা কাটমানি খাওয়ার স্বীকারোক্তি করেছিল তার কোনোটাই মানুষ মনে রাখেনি। তাই ভোটের আগে তৃণমূল সুপ্রিমোর সাবধান বাণীতে নেতাকর্মীদের কিছু যায় আসে না। সিন্ডিকেট বা তোলাবাজির ক্ষেত্রে তার কোনো কথাই বা ওঠে কেন। সিন্ডিকেট বা তোলাবাজি কিন্তু দুর্নীতি নয় । বেকার ছেলেদের করে খাওয়ার একটা উপায় মাত্র। এই সিন্ডিকেট বলে দেয় শহরে কর্মসংস্থানের চেহারা কিন্তু মোটেও ভাল নয়। আসলে সিন্ডিকেট তারাই চালাতে পারে যাদের সঙ্গে রাজনৈতিক সংস্পর্শ গাঢ় থাকে। আর সেই সংস্পর্শে থাকে শাসকদল। যদি সিন্ডিকেট নিয়ে কোনো হিংসার পরিবেশ বা অন্য কিছু ঘটে থাকে, তখন তা ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব হিসাবে প্রচার পেয়ে থাকে। মাঝেমধ্যে তার বহিঃপ্রকাশও ঘটে।

গত বিধানসভা নির্বাচনে প্রথম দফার নির্বাচনী জনসভায় তৃণমূল সুপ্রিমো চুরি নিয়ে বলতে গিয়ে বলেছিলেন একশো টাকা চুরি নিয়ে বিজেপি ধুন্ধুমার বাঁধিয়ে নিজেরা কোটি কোটি টাকার ডাকাতিকে চেপে দেওয়ার চেষ্টা করছে। তার মানে দাঁড়ালো একজন চোর হলে আর একজন ডাকাত। তাহলে মানুষকে বাছতে হবে চোর আর ডাকাত থেকেই। বিহারের লালুজী একবার বলেছিলেন যে–ভরপেট খেয়েছে সে–ত বেশি খেতে পারে না, আর যে–সবেমাত্র খাওয়া শুরু করেছে সে–ত পুরোটাই খাবে। নেতাদের এই খেয়োখেয়ি নিয়ে রাজনীতির পরিবেশে মানুষ বিবেচনা শক্তি দিয়ে যদি বিচার করে তাহলে নির্বাচনের ব্যাপারে মানুষের অনীহা তৈরি হতে পারে। কিন্তু মানুষের সেই অনীহা তৈরি হয় না। তাই মানুষ শুধু তাঁর ভোটাধিকারের দায়িত্ব পালন করে যায়। সেই অধিকার মানে গণতান্ত্রিক অধিকার নিয়ে মানুষ যেন গর্ব করে সে কথা শোনানো হয়, বোঝানো হয়। বিজ্ঞাপনে বিজ্ঞাপনে। আর মানুষের এই অধিকারে নেতাদের খেয়োখেয়ির অধিকার জন্ম নেয়। সেই অধিকারের সত্যতা নিজেরাই প্রকাশ করে, কে বড় চোর আর কে ছোট। সব ভোটেই তার প্রচারের ব্যতিক্রম হয় না। নির্বাচন এলে ক্রমশঃ নিজেরাই নিজেদেরকে প্রতিশ্রুতির কল্পতরু বলে তুলে ধরে সর্বত্র। কে বড় কে ছোট প্রমাণ করার চেষ্টা চলে। তাই তৃণমূল সুপ্রিমো তাঁর দলের নেতাদের একশো টাকা চুরি স্বীকার করে মহান হয়ে যান। এর আগেও তিনি এই চুরি নিয়ে মহান হয়েছেন। বলেছিলেন, যারা টাকা কামাতে চান কামান কিন্তু দলটা করবেন না। তা কে শুনেছে, কে জানে? আবার দল করে কেউ যদি টাকা কামায়, আর যদি দলের জন্য টাকা ছড়ায় তাহলে দলের সম্পদ হয়ে উঠতে কিন্তু তখন আর কোনো বাধা থাকে না। সিন্ডিকেট থেকে কাটমানি সহ নানা দুর্নীতির কলঙ্ক তৃণমূলের গায়ে এখনো স্পর্শ করে নি। সব ধুয়ে যায় তাঁর সরকারের জনমোহিনী প্রকল্পের স্রোতে। তবে শুধুই ভোটের সময় দুর্নীতি, কাটমানি, তোলাবাজি বা সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে তৃণমূল সুপ্রিমোর হুঁশিয়ারি জনমোহিনী প্রকল্প নয় বটে, কিন্তু তা একেবারে জনমোহিনী কথা। তাই তোলাবাজি বন্ধে মুখ্যমন্ত্রীর সক্রিয়তার খবর জনমোহিনী রূপ ছাড়া আর কি?




## বিশ্বের সর্ববৃহৎ জলবিদ্যুৎ বাঁধ করবে চিন

সুমন্ত ভৌমিক



বিশ্বের সবচেয়ে বড় জলবিদ্যুৎ বাঁধ নির্মাণ প্রকল্পনা অনুমোদন করেছে চিন। এর মধ্য দিয়ে তিব্বত মালভূমির পূর্ব দিকে বেইজিং এমন একটি প্রকল্প শুরু করছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী ইয়ারলুং জাংপো নদীর নিম্নভাগে বাঁধটি নির্মাণ করা হবে। ২০২০ সালে পাওয়ার কনস্ট্রাকশন কর্পোরেশন অব চায়নার দেওয়া হিসাব অনুসারে এটি বছরে ৩০ হাজার কোটি কিলোওয়াট–ঘণ্টা পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদন করবে বলে আশা করা হচ্ছে। অর্থাৎ চিনের মধ্যাঞ্চলে অবস্থিত থ্রি জর্জেস বাঁধের উৎপাদন সক্ষমতার তিন গুণের বেশি উৎপাদন হবে এখানে। যা ভারত ও বাংলাদেশের লাখ লাখ মানুষের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে। ইয়ারলুং জাংপো নদীটি তিব্বত সীমা শেষ করে ব্রহ্মপুত্র নদ নামে ভারতের অরুণাচল প্রদেশ ও আসাম হয়ে বাংলাদেশের মধ্যদিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। বর্তমানে থ্রি জর্জেস বাঁধটি বিশ্বের সবচেয়ে বড় জলবিদ্যুৎ বাঁধ হিসেবে পরিচিত। বাঁধটি নির্মাণে যে ব্যয় হবে, তা থ্রি জর্জেস বাঁধের খরচকেও ছাড়িয়ে যাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। থ্রি জর্জেস বাঁধ নির্মাণে খরচ হয়েছে ৩ হাজার ৪৮৩ কোটি ডলার। এই বাঁধ নির্মাণের কারণে যে ১৪ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে, তাদের পুনর্বাসন বাবদ খরচ হওয়া অর্থকেও এই হিসাবের মধ্যে ধরা হয়েছে।

তিব্বত অঞ্চলে নির্মাণ হতে যাওয়া প্রকল্পটির কারণে কত মানুষ বাস্তুচ্যুত হতে পারে এবং স্থানীয় বাস্তু ব্যবস্থার ওপর এর কী প্রভাব পড়তে পারে, তা নিয়ে এখন কোনও ইঙ্গিত দেয়নি কর্তৃপক্ষ। তবে চিনা কর্মকর্তাদের মতে, তিব্বত অঞ্চলের জলবিদ্যুৎ প্রকল্পটি পরিবেশের ওপর কিংবা নিম্নভাগে জল সরবরাহ ব্যবস্থার ওপর খুব বড় ধরনের কোনও প্রভাব ফেলবে না। অবশ্য তাদের এমন দাবির পরও বাংলাদেশ ও ভারতের পক্ষ থেকে এ বাঁধ নির্মাণ নিয়ে উদ্বেগ জানান হয়েছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে, এ প্রকল্পের প্রভাবে শুধু স্থানীয় বাস্তুসংস্থানের পরিবর্তন হবে এমন নয় এটি নদীর নিম্নভাগের জলপ্রবাহ ও গতিপথকেও পাল্টে দিতে পারে। চিন ইতিমধ্যেই তিব্বতের পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে প্রবাহিত ইয়ারলুং জাংপো নদীর ওপরের দিকে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু করেছে। এটি ওপরের দিকে আরও প্রকল্প নির্মাণের পরিকল্পনা করছে। গত বুধবার চিনের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চিনের কার্বন নিরপেক্ষতার লক্ষ্যমাত্রা পূরণে প্রকৌশলের মতো শিল্পগুলোকে চাঙা করে তুলতে এবং তিব্বতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করতে প্রকল্পটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

# মাঙ্গলিকী

## পূর্বস্থলীর খাল–বিল উৎসব থেকে প্রকৃতি রক্ষার আহ্বান

**দেবাশিস রায়, পূর্ব বর্ধমান :** বিশ্ব উষ্ণায়নের করাল গ্রাসের মুখে পড়ে প্রকৃতির হাঁসফাঁস অবস্থা। সঙ্কটাপন্ন প্রকৃতিকে রক্ষা করতে বিশ্বজুড়ে জোর তৎপরতা শুরু হয়েছে। শহর থেকে গ্রাম সর্বত্রই প্রকৃতিপ্রেমী সহ বিজ্ঞানীদের পরিবেশ বাঁচানোর নিরন্তর আকুতি। পিছিয়ে নেই রাজ্যের শস্যগোলা পূর্ব বর্ধমান জেলাও। এই জেলার পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের অধীনস্ত চাঁদের বিল, বাঁশদহ কোবলা বিলকে কেন্দ্র করে প্রকৃতি রক্ষার আবেদন জানিয়ে দীর্ঘ ২৪ বছর ধরে উৎসবের আয়োজন করা হচ্ছে। এবারও যার অন্যথা হয়নি। উৎসবের প্রধান উদ্যোক্তা এলাকার বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। মূলত তাঁরই উদ্যোগে শুরু হওয়া এই খাল–বিল, চুনোমাছ ও পিঠেপুলি উৎসবটি বর্তমানে এই জেলা তথা রাজ্যের বুকে এক ঐতিহ্যবাহী প্রকৃতি উৎসবে পরিণত হয়েছে। প্রতিবছরের মতো এবারও ২৫ ডিসেম্বর উৎসবের সূচনা হয়। উদ্বোধনে ছিলেন রাজ্যের মৎস্যমন্ত্রী বিপ্লব রায়চৌধুরী, জেলাশাসক আয়েশা রানি, পুলিশ সুপার সায়ক দাস, জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্যামাপ্রসন্ন লোহার, লোকসভার সংসদ সদস্য ডাঃ শর্মিলা সরকার, শিল্পপতি সুশীল মিশ্র সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধিগণ। উদ্যোক্তারা চিরাচরিতভাবে শাপলাফুল দিয়ে অতিথিদের বরণ করে নেওয়ার পর উপহার স্বরূপ খেজুরগুড়ের হাঁড়ি তাঁদের হাতে তুলে দেন। এই উৎসবের মঞ্চ থেকে অতিথিরা এবারও পরিবেশ–প্রকৃতিকে রক্ষা করার আহ্বান জানান। একইসঙ্গে তাঁরা জীববৈচিত্র্য রক্ষার তাগিদে চুনোমাছ সহ নানাবিধ জলজ জীব, জলাভূমি সংরক্ষণের গুরুত্বও ব্যাখ্যা করেন। এলাকার একাধিক জলাভূমিকে কেন্দ্র করে একটি আকর্ষণীয় পর্যটন ক্ষেত্র গড়ে তোলার বহুমুখী পরিকল্পনার কথা বলেন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ এবং এই লক্ষ্যে যথাযথ নিয়মে কাজকর্মও শুরু হয়ে গেছে বলে এদিন তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। ৩দিন ব্যাপী আয়োজিত এই উৎসবকে ঘিরে মেলা বসে। সেইসঙ্গে বাউল, লোকসঙ্গীত, যাত্রাপালা, শিশুদের অঙ্কন প্রতিযোগিতা প্রভৃতির জমজমাট আয়োজন ছিল। যাত্রাপালায় মন্ত্রী স্বপন দেবনাথের সাবলীল অভিনয়ও দর্শকদের নজর কাড়ে।

## মানিকতলায় সঙ্গীতানুষ্ঠান

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** ৮ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় ১৭৭সি, বিবেকানন্দ রোডে প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক বিমান ভট্টাচার্য্যের সুষ্ঠ পরিচালনায় অশোকনাথ–গৌরীনাথ শাস্ত্রী স্মারক সমিতির উদ্যোগে এক মনোজ্ঞ সঙ্গীত সম্মেলন সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল। পৌরোহিত্য করেন ড. শান্তিনাথ ঘোষ, বিশেষ অতিথি ছিলেন তিমির হালদার। কবিতা পাঠ করেন আইনজীবি দেবযানী ঘোষ। সঙ্গীত পরিবেশন করেন শম্পা রায়, সুমিতা রীত, ধ্রুব হালদার, চন্দ্রানী কর্মকার, মালা রায়, কামাখ্যা দাস, আবীর চ্যাটার্জী, সৌম্য বসু, গৌরী সাহা, মঞ্জু দোলুই, মুনমুন চক্রবর্তী, ঝুম্পা চক্রর্বতী, কুনাল অধিকারী, মিতা ভট্টাচার্য, রূপা গুপ্তা, কৃষ্ণা ভট্টাচার্য, বাসুদেব দাস, অনুরাধা হালদার প্রমুখ। বিশেষভাবে সহযোগিতা করেন কর্মসচিব আশীষ গিরি, সন্ধ্যা হালদার, স্বপন চন্দ প্রমুখ। প্রাণবন্ত উৎসবে অসংখ্য শ্রোতাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। শেষে সকলকে জলযোগে আপ্যায়ণ করা হয়।

## সাবমেরিন ক্লাবের উদ্যোগে সারদা মায়ের জন্মতিথি উদযাপন

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** বজবজ বিধান সভার অন্তর্ভুক্ত বাওয়ালী সাবমেরিন ক্লাব সারা বছর ধরেই বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আধ্যাত্মিক, ক্রীড়া এবং মনীষীদের জন্ম ও মৃত্যু দিবস সহ বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালন করে। এ বছর সংস্থার ৫০তম পূর্তি উপলক্ষে ৫০টি কর্মসূচির আয়োজন করা হয়ছে। তার ১৭তম কর্মসূচি উপলক্ষে ২২ডিসেম্বর রবিবার শ্রীশ্রী মা সারদা দেবীর ১৭২তম জন্মতিথি পূজার আয়োজন করা হয়। সকাল ৯টায় প্রায় ২০০ মহিলা সহ মায়ের প্রতিকৃতি সহ শোভাযাত্রা হয়। তারপর মায়ের প্রতিকৃতি মঞ্চে স্থাপন করে পুরোহিত চন্দন চক্রবর্তীর নেতৃত্বে চারজন পুরোহিত পূজা শুরু করেন। চন্ডীপাঠ, মঙ্গলারতি, বিশাল হোম যজ্ঞের আয়োজন ছিল। দুপুর ২টায় ভজন, ভক্তিগীতি ও মায়ের গান পরিবেশন করেন মনি মোহন কয়াল, জয়শ্রী গোস্বামী, প্রদীপ চক্রবর্তী ও সম্প্রদায়, সুকৃতি লাট্টু ও মধুসুদন লাট্টু সম্প্রদায়, তরুণ মণ্ডলের নেতৃত্বে সাবমেরিন মহিলা সমিতির সদস্যারা। গীতা ও রামকৃষ্ণ কথামৃত পাঠ করেন গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়। মা'কে নিয়ে আলোচনা করেন সরিষা রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষা মন্দিরের অধ্যক্ষ স্বামী দীপ্তেষানন্দ মহারাজজী। বজবজের বিধায়ক অশোক দেব, শিক্ষক ও সারদা রামকৃষ্ণ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা শৈলেন্দ্রনাথ পাড়ুই, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষা শিখা ব্যানার্জী রায় , জেলা পরিষদের সদস্য শেখ বাপি ও সুভাশীষ চক্রবর্তী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। দুপুর এবং সন্ধ্যায় প্রায় সহস্রাধিক ভক্ত মা সারদা দেবীর পূজার অন্নভোগ গ্রহণ করেন।



সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনায় ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ দপ্তরের প্রাক্তন কর্মাধ্যক্ষ ও সাবমেরিন ক্লাবের সম্পাদক ডাঃ তরুণ কুমার রায় ।

## মা সারদাদেবীর জন্মতিথি মহোৎসব

**হীরালাল চন্দ্র:** ২২ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় ভগিনী নিবেদিতা প্রতিষ্ঠিত বিবেকানন্দ সোসাইটির উদ্যোগে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর ১৭২ তম শুভ জন্মতিথি উৎসব সম্পাদক অরূপ বৈদ্যের সুষ্ঠ পরিচালনায় সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল। বিশেষ অতিথি ছিলেন সমর মুখার্জী, ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ভাস্কর রায়চৌধুরি। সহযোগিতা করেন রঞ্জন রায়, সঞ্চালক ছিলেন সুভাষ মিত্র। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন শর্মিষ্ঠা সেন মল্লিক ঝুনু ব্যানার্জী, সুমিতা রীত, সুস্মিতা চ্যাটার্জী, চন্দ্রমোহন দাস, শঙ্কর ঘোষ, করুনাময়ী ভট্টাচার্য, শম্পা রায়, অর্পণা ঘোষ বিশ্বাস, সুদীপা পাল প্রদ্যোৎ বানার্জী প্রমুখ। তবলায় সঙ্গত দেন অরবিন্দ সেন। সারগর্ভ ভাষণ দেন ড. তপন চক্রবর্তী, আরাধনা পাল, রাজেশ বসু, পঙ্কজ ব্যানার্জী, তিলক ভট্টাচার্য, স্বামী সেবাব্রতানন্দ, প্রবাজিকা আপ্তকামপ্রাণা মাতাজী, হৈমন্তি চ্যাটার্জী প্রমুখ। স্মারক বক্তৃতা প্রসঙ্গ: ড. সংযুক্তা মুখার্জী, ড.কমলাকান্ত ঘোষ, অর্পণা ভট্টাচার্য ও পার্থসারথী ঘোষ। সারদামায়ের বিশেষ ষোড়শোপচারে পূজা পুষ্পাঞ্জলী হোম ও অসংখ্য ভক্তগণকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। পবিত্র অনুষ্ঠানে অগণিত শ্রোতাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

## বড়দিনে সান্তারূপে অ্যাডিশনাল এসপি

**নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ড হারবার :** বড়দিনের সান্তা পুলিশ কাকু। ডায়মন্ড হারবার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন শিশুদের ও ডায়মন্ড হারবার শহর এলাকার শিশুদের সাথে বড়দিন পালন করলেন ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জোনাল মিতুন কুমার দে। এছাড়াও বড়দিন উপলক্ষে ডায়মন্ড হারবার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন মুমূর্ষ শিশুদের হাতে কেক, লজেন্স সহ নানান উপহার তুলে দিয়ে বড়দিন উদযাপন করলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জোনাল মিতুন দে। পাশাপাশি তিনি বলেন, 'বড়দিন সবার উৎসব, শিশুদের মুখে হাসি ফোটানোর থেকে ভালো কিছু হতে



পারে না তাই আজ বড়দিন উপলক্ষে শিশুদের মুখে হাসি ফোটাতে ডায়মন্ড হারবার হাসপাতাল ও সংলগ্ন এলাকার শিশুদের মধ্যে উপহার বিতরণ করে তাদের মুখে হাসি ফোটাতে পুলিশ পরিবারের পক্ষ থেকে এই উদ্যোগ।'

## বেহালা বইমেলায় আলোক উৎসব

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** বেহালা অঞ্চলের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ শান্তিপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়ের স্মরণে ভাবনা এখন সংস্থার পরিচালনায় বেহালা বইমেলার মূল মঞ্চে ২১ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হল আলোক উৎসব। বিভিন্ন অনুষ্ঠানের পাশাপাশি এই উৎসবে পিছিয়ে পড়া শিশুদের অংশগ্রহণ করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করেছেন ভাবনা এখন সংস্থার কর্ণধার বিজ্ঞানী ডঃ কাকলী চট্টোপাধ্যায়। তাঁর এই ব্যবস্থাপনায় ও এ আর, জোকা সমাজসেবী সংস্থার পরিচালনাধীন মাঝেরহাট মুক্তি স্কুলের পিছিয়ে পড়া শিশু ছাত্ররা পাঁচটি রুচিশীল গানে নৃত্য পরিবেশন করে। অনুষ্ঠানে শিশুদের প্রত্যেকটি উপস্থাপনা উপস্থিত দর্শকদের মন জয় করেছে। সমাজে মূল ধারার স্রোতে পিছিয়ে পড়া শিশুদের অংশগ্রহণ সমাজের স্বাস্থ্যকে মজবুত করে বলে মন্তব্য করেন ডঃ চট্টোপাধ্যায়। অনুষ্ঠান শেষে অংশগ্রহণকারী বাচ্চাদের হাতে কিছু পড়াশোনার সামগ্রী তুলে দেন।

টুকরো খবর

## পড়ে গিয়ে জখম যুবক

**সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং :** বাইক থেকে পড়ে গিয়ে গুরুতর জখম হলেন বাইক আরোহী এক যুবক। শুক্রবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগণার জীবনতলা থানার অন্তর্গত আঠারোবাঁকি এলাকায়। গুরুতর জখম যুবক ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালি থানার সরবেড়িয়ার যুবক রাজীব জানা। এদিন সকালে বাইক চালিয়ে বাসন্তীর দিকে যাচ্ছিলেন। আচমকা বাইক সহ রাস্তার উপর ছিটকে পড়ে স্থানীয়রা ওই যুবককে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে। বর্তমানে আশাঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছে।

## ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের চক্ষু ও দেহদান

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** উত্তর ২৪ পরগণা ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের সংগঠন, 'বেঙ্গল প্রভেনশিয়াল ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশান' ও 'তারকেশ্বর মেমোরিয়াল ট্রাস্ট'–এর প্রতিষ্ঠা বার্ষিক পালিত হয় বারাসতের কেবি বসু রোডে। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত হয় স্বাস্থ্য পরীক্ষা সহ চক্ষু ও দেহদান শিবির। অবসরপ্রাপ্ত ও বর্তমান ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা এদিন স্বর্তঃস্ফূর্তভাবে চক্ষু ও দেহদান কর্মসূচিতে নাম নথিভুক্ত করান। ১৫০ জনের চক্ষু পরীক্ষা, ১৩০ জনকে চশমা প্রদান, ৭০ জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয় এই শিবিরে। সংগঠনের রাজ্য কমিটির অন্যতম সম্পাদক ভাস্কর বন্দ্যোপাধ্যায় জানালেন, 'আমাদের সংগঠন শুধুমাত্র বেতন ও ডিএ বৃদ্ধির জন্য আন্দোলন করেনা। সারাবছর আমরা মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের আর্থিক সাহায্য, প্রাকৃতিক দুর্যোগে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ানো এবং গ্রীষ্মকালীন রক্তদান শিবির আয়োজন করে থাকি।'

## ৩টি মন্দিরে তালা ভেঙে চুরি

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** জয়নগরে ৩টি মন্দিরে তালা ভেঙে দু:সাহসিক চুরি। ঘটনাস্থলে তদন্তে বকুলতলা থানার পুলিশ। জয়নগর বিধানসভার বকুলতলা থানা এলাকায় শীতের রাতে বেলেদুর্গানগর গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ বেলে গ্রামে পৃথকভাবে রাধাগোবিন্দ, কালী ও শিব মন্দিরের তালা ভেঙে চুরির ঘটনায় রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছে এলাকায়। সোমবার সকালে ঘটনাটি জানাজানি হতেই গ্রামের মানুষ বকুলতলা থানায় খবর দেয়। বকুলতলা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে তদন্ত শুরু করেছে। স্থানীয় গ্রামবাসী কালীপদ সরদার বলেন, 'তিনটি মন্দির থেকে একাধিক জিনিসপত্র চুরি হয়ে গেছে। অবিলম্বে তিনটি মন্দিরের চুরির ঘটনার কিনারা করার পাশাপাশি দোষীদেরকে শাস্তি দিতে হবে।'

# ভাঙড়ে রাজ্য সড়কে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে মাটি বোঝাই গাড়ি

**উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাঙড় :** ভাঙড়ে রাজ্য সড়কে রাত নামলেই দাপিয়ে বেড়াচ্ছে মাটি বোঝাই ডাম্পার। মাটির গাড়ির দাপাদাপিতে আতঙ্কের আর এক নাম বাসন্তী রাজ্য সড়ক। মাটি বোঝাই ডাম্পার গাড়ির অবাধ যাতায়াতে মৃত্যু পুরীতে পরিণত হয়েছে বাসন্তী রাজ্য সড়কের ভোজেরহাট থেকে মিনাখাঁ এলাকা। যে বাসন্তী হাইওয়েতে দুর্ঘটনা প্রায় সময়ই লেগে থাকে। সেই রাজ্য সড়কে মাটির গাড়ির দাপাদাপি নিয়ে সরব হয়েছেন শাসক দলের বিধায়ক সওকাত মোল্লা থেকে বিরোধী দলের বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী।

এব্যাপারে বিধায়ক সওকাত মোল্লা বলেন,'আমি অবিলম্বে মাটি মাফিয়াকে গ্রেপ্তার এবং গাড়ি সিজ্ করার জন্য পুলিশকে বলেছি।' বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি বিস্ফোরক দাবি করে বলেন, 'পুলিশের একাংশকে টাকা দিয়ে এই সমস্ত অবৈধ কাজকর্ম চলছে। ভাঙড়ের বাসন্তী রাজ্য সড়কে শতাধিক মাটি বোঝাই ডাম্পার চলাচল করছে। সেই মাটি দিয়ে জাতীয় সড়ক লাগোয়া জমিগুলি ভরাট করা হচ্ছে। বিভিন্ন মহলে এর বৈধতা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। কিছু প্রভাবশালী বাইরে থেকে এভাবে মাটি বহন করে এনে জমি ভরাট করাচ্ছেন বলেও অভিযোগ। আর দিনভর মাটি বোঝাই ডাম্পার চলাচল করায় মাটি রাস্তায় ছড়িয়েও পড়ছে। উল্লেখ্য, বাসন্তী রাজ্য সড়কে প্রতিনিয়ত ছোটো বড় দুর্ঘটনা লেগেই আছে। তার উপর মাটির দাপাদাপিতে জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনার আশঙ্কাও বাড়ছে। তবে বিষয়টি প্রশাসনের কর্তারা খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, ভাঙড় ১নং ব্লকের জাগুলগাছী অঞ্চলের চন্ডিপুর সহ বেশকিছু এলাকায় কৃষি জমি ও ফিসারি থেকে মাটি কাটা হচ্ছে। সেই মাটি ডাম্পার বোঝাই করে বিভিন্ন এলাকায় পাচার করে দেওয়া হচ্ছে। এলাকার বাসিন্দারা বলেন, মাটি বোঝাই ডাম্পার বাসন্তীরাজ্য সড়ক ধরে ভাঙড় ১নং ব্লকের বিভিন্ন প্রান্তে ঢুকছে। প্রশাসন এত ডাম্পার চলাচলের অনুমতি দিয়েছে কিনা, তা তাঁদের অজানা। তবে অতীতে কখনও এভাবে ডাম্পার চলাচল করতে তাঁরা দেখেননি। প্রতিনিয়ত জাতীয় সড়কের ধারে মাটি বোঝাই ডাম্পার পারাপার হচ্ছে। এনিয়ে প্রশাসনের কোনও নজরদারি নেই। খোদ কলকাতা পুলিশ সামনে দিয়েই অবাধেই চলছে মাটির গাড়ি। সম্প্রতি মাটি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য লাগামছাড়া পর্যায় পৌঁছেছে। শুধু রাতের অন্ধকার নয় এখন মাটি কেটে পাচারের কাজ চলছে দিন রাত ২৪ ঘণ্টা ধরে। এব্যাপারে স্থানীয় পথচারীরা বলেন, অবৈধভাবে বহু ডাম্পার চলাচল করছে বাসন্তী হাইওয়ে রাস্তার লেদার কমপ্লেক্স থেকে কোন লাইটের ব্যবস্থাও নেই বড় বড় ডাম্পার দাপিয়ে চলে বাসন্তী হাইওয়েতে। বৃষ্টি হলেই পিচ্ছিল কাদার ফলে দুর্ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়। ভাঙড় এলাকায় কলকাতা পুলিশ আসার পর এই বাসন্তী হাইওয়েতে দুর্ঘটনা ঘটেছে প্রায় ৫০টি মৃত্যু হয়েছে বেশ কয়েকজনের। আবারও যদি এই বাসন্তী হাইওয়েতে এই মাটি ভর্তি ডাম্পার চলাচল করে রাস্তাতে মাটি পড়ে যে কোন সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন পথচারীরা। যে ডাম্পারগুলি বাসন্তী হাইওয়েতে চলছে বেশ কয়েকটি গাড়ির ইন্সুরেন্স, ফিটনেস, পলিউশন, সবই ফেল কীভাবে চলছে এই গাড়িগুলি বাসন্তী হাইওয়েতে তা নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এবিষয়ে বিজেপি নেতা অবনি মণ্ডল বলেন, 'রাজ্য সড়কে মাটির গাড়ি চলাচল বিপদজনক, অবিলম্বে এই গাড়ি বন্ধ হওয়া উচিত। বারবার দুর্ঘটনা ঘটার পরেও কেন প্রশাসন সজাগ হচ্ছে না কেন তা নিয়েই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।'

## ফিরে দেখা ৫০

*আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২২ ৫৬ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৭ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক*

### বেআইনী চাল বিক্রীর বিরুদ্ধে ১৪৪ ধারা

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

চব্বিশ–পরগণার জেলা ম্যাজিস–ট্রেট শ্রী এ, কে, চ্যাটার্জী এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন যে ১১ই ডিসেম্বর থেকে সমস্ত চব্বিশ–পরগণায় ১৪৪ ধারা বলবত থাকবে। বে–আইনী চাল পাচারের বিরুদ্ধেই নাকি এই আইন বলবত হয়েছে। ১৯৬৮ সালের পশ্চিমবাংলা সরকার চাল ধানের বে–আইনী পাচারের বিরুদ্ধে যে নিষেধাজ্ঞা জারী করেছিলেন তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষন করে শ্রী চ্যাটার্জী জানান যে এই আইন ভঙ্গ করার ব্যাপারে লিপ্ত কোন ব্যাক্তি চব্বিশ–পরগণার যে কোন রেলষ্টেশনের পাঁচশো গজের মধ্যে চাল বিক্রি করলে তাকে ১৪৪ ধারা দাণ্ডবিধির অন্তর্ভুক্ত করা হবে। অবশ্য লাইসেন্সধারী ও তালিকাভূক্ত চাল বিক্রেতারা এই আইনের আওতার মধ্যে পড়বেন না।

৯ম বর্ষ, ২৮ ডিসেম্বর ১৯৭৪, শনিবার, ৭ সংখ্যা

## শ্মশানের গাছ কেটে বিক্রি

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** দুবরাজপুর ব্লকের লক্ষ্মীনারায়ণ গ্রামপঞ্চায়েতের পন্ডিতপুর শশ্মানে গাছ কেটে বিক্রি করার অভিযোগ গ্রামবাসীদের। এমনকী শশ্মানে যাওয়ার একটা কাঁচা রাস্তা বন্ধ করে দেওয়ার অভিযোগও উঠেছে। এলাকায় এই গাছ কাটা নিয়ে গ্রামবাসীরা ক্ষোভে ফেটে পড়ে। গ্রামের বাসিন্দা পার্থ দত্ত, তপন দাস, অমর মাহাতা অভিযোগ করে বলে, আমরা জ্ঞানঅবধি দেখছি এখানে শশ্মান রয়েছে। এটা সরকারি খাস জায়গা। সেখানে রয়েছে প্রচুর গাছ। সেই গাছ কেটে বিক্রি করে দিচ্ছে গ্রামের বাসিন্দা তপন পাল। শশ্মানে যাওয়ার জন্য একটা কাঁচা রাস্তা আছে। সেই রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কিভাবে সেখানে শবদাহ করতে নিয়ে যাওয়া হবে? পঞ্চায়েত ও প্রশাসনে অভিযোগ জানিয়েছি অবিলম্বে গাছ কাটা বন্ধ করে রাস্তা খুলে দিতে হবে। অভিযুক্ত তপন পাল বলে, 'জায়গাটা আমাদের। বন দপ্তরের কাছে অনুমতি নিয়ে গাছ কেটেছি।' দুবরাজপুর রেঞ্জার অফিসার কেশব চক্রবর্তী বলেন, 'তপন পাল একটা আবেদন করছিল কিন্তু আমরা গাছ কাটার কোন অনুমতি দিইনি। গাছ কাটার অভিযোগ পেয়ে সেখানে গিয়ে তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।'

## কোর্টের নির্দেশে ভাঙা পড়ল অবৈধ নির্মাণ

**সুব্রত মণ্ডল :** সোনারপুর ব্লকের খেয়াদহ ২নম্বর অঞ্চলে জলাভূমি দখল করে বেআইনি নির্মাণ করা হয়েছিল। হাইকোর্টের নির্দেশে ১৮ ডিসেম্বর সোনারপুর ব্লক প্রশাসন নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে এই অভিযান চালিয়ে বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় ২ বেআইনি বাড়ি। নিয়ম বহির্ভূতভাবে জলাভূমিতে বাড়ি তৈরির বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা হয়েছিল। কয়েকদিন আগে বিচারক দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাশাসককে নির্মাণ ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেন। যে জায়গায় এই নির্মাণ কাজ হয়েছে সেটি ইস্ট কলকাতা ওয়েট ল্যান্ড অথরিটির অধীনে পড়ে, সেই জমিতে ইটের দেওয়াল এবং এক অ্যাসবেস্টসের চাল দিয়ে একটি ঘর তৈরি করা হয়। এছাড়াও পাশে আরও একটি ঘর টিন দিয়ে বানানো হয়েছিল। জানা গিয়েছে, ভিনরাজ্য থেকে আসা ২টি পরিবার এই ঘর তৈরি করেছিল। কেন এ কাজ করা হল তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। জগবন্ধু দাস নামে এক বাড়ির মালিক

বলেন, 'অনেক বছর ধরেই এখানে থাকছিলাম। সকালে বলা হল এটা সরকারি জমি তাই ঘর ভেঙে দেওয়া হবে। এবার অন্য কোথাও চলে যেতে হবে আপনাদের।' পূজা সাউ নামে আর এক বাড়ির বধূ বলেন,'সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখি প্রশাসন প্রচুর পুলিশ নিয়ে চলে এসেছে বাড়ি ভাঙতে। অনেক অনুরোধ করলেও প্রশাসন শোনেননি।' এর আগেও এই পঞ্চায়েতে মাস চারেক আগে একটি বেআইনি নির্মাণ ভেঙে ফেলা হয়। স্থানীয়দের অভিযোগ এমন অবৈধ কাজ খেয়দহ জুড়ে প্রচুর আছে। বাইরের বিভিন্ন রাজ্য থেকে এখানে এসে মোটা টাকার বিনিময়ে বাড়ি করছেন অনেকে। কয়েকজন রাজনৈতিক নেতাও যুক্ত রয়েছেন, এই সমস্ত অবৈধ নির্মাণের সঙ্গে। এই পঞ্চায়েতের একটি বড় অংশ পূর্ব কলকাতা ওয়েট ল্যান্ড অথরিটির অধীনে। তবুও বিনা অনুমতিতে অবৈধ কাজ চলছে। এই প্রবণতা ভাবাচ্ছে প্রশাসনকে।

## ডায়মন্ড হারবারে পথ নিরাপত্তা সচেতনতা এবং হেলমেট প্রদান

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** গত ২৩ ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গ মোটর ভেহিকেল ইনফোর্সমেন্ট অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে এবং ডায়মন্ডহারবার পরিবহন দপ্তরের আধিকারিকদের সহযোগিতায় নিত্যযাত্রীদের পথ নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতন করা হয়। সেই সঙ্গে লিফলেট বিতরণ এবং হেলমেট বিহীন বাইক চালকদের হেলমেট প্রদান করা হয়। প্রসঙ্গত মোটর ভেহিকেল ইনফোর্সমেন্ট অফিসার অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে রাজ্যে পথ দুর্ঘটনার ঘটনা অনেক কমেছে। সেই সঙ্গে রাজস্ব আদায় আগের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি হয়েছে। এই পথ নিরাপত্তা বিষয়ক সচেতনতা এবং হেলমেট প্রদানের মূল উদ্দেশ্য হলো যাতে করে আগামীদিনে পথ

দুর্ঘটনা আরো কমে যায় এবং মানুষ তাদের নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতন হয়। সেফ ড্রাইভ সেফ লাইফ বিষয়ক একটি ট্যাবলো বিভিন্ন এলাকা পরিভ্রমণ করে।

## ভুয়ো নিয়োগপত্র, গ্রেপ্তার অঞ্চল সভাপতিসহ ৩

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** সিউড়ি সদর হাসপাতালে ওয়ার্ড বয়, সিকিউরিটি গার্ডে চাকরি দেওয়ার নাম করে ৩ লক্ষ টাকা প্রতারণার অভিযোগে চিনপাই অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি তুলসী দাস সহ ৩ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। সিউড়ি সদর হাসপাতাল চত্বরে মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের সই ও সিল সহ জাল নিয়োগপত্র সহ ৩ প্রতারক আটক করে সিউড়ি থানার পুলিশ। ওয়ার্ড বয়, সিকিউরিটি গার্ডে চাকরি দেবে বলে দুবরাজপুর ব্লকের চিনপাই গ্রামের ৩ যুবকের কাছ থেকে এক লক্ষ টাকা করে নিয়ে প্রতারণা করার অভিযোগে চিনপাই অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি তুলসী দাস, দেবাশীষ দাস কবিরাজ সহ ৩ জনকে আটক করে পুলিশ। তুলসী দাসের বাড়ি চিনপাই গ্রামে, দেবাশীষ দাস কবিরাজের বাড়ি মারগ্রাম এবং বিজয় রায়ের বাড়ি হুগলী জেলার শ্রীরামপুরে। অভিযোগকারী চিনপাই গ্রামের মহাদেব সাহা, জয়দেব সাহা এবং দেচান্দড়া গ্রামের সুরজিৎ বাকসি বলে, চিনপাই অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি তুলসী দাস আমাদের গ্রামের তিনজনকে চাকরি দেবে বলে জয়দেব দাসকে নগদে ৫০০০০ টাকা এবং অনলাইন (ফোন পে) ৫০০০০ টাকা দিয়েছিলাম। মঙ্গলবার চাকরিতে যোগ দেওয়ার পর ৩ লক্ষ টাকা করে দেওয়ার কথা ছিল। চাকরিতে যোগ দিতে এসে প্রতারিত হয়েছি জানতে পারলাম। চিনপাই অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি তুলসী দাস বলে, 'দেবাশীষ দাস কবিরাজ আমার কাছে এসে বলেছিল সিউড়ি সদর হাসপাতালে তিনজন ছেলে চায় তাই আমি আমাদের গ্রামের তিনজন ছেলের সঙ্গে যোগাযোগ করে দিয়েছিলাম। তাদের এক একজন ৩ লক্ষ টাকা করে দেওয়ার কথা কিন্তু তারা দিয়েছিল এক লক্ষ টাকা করে। আমি টাকা নিয়নি। দেবাশীষ আমার বাড়ি গিয়েছিল ভাত খেয়েছিল। সিউড়ি সদর হাসপাতাল সুপার নীলাঞ্জন মণ্ডল বলেন, হাসপাতাল চত্বরে জাল সই ও সিল সমেত তিন প্রতারককে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। তারা হাসপাতালচত্বরে বসেই এইসব কাজ করছিল।

মঙ্গলবার সিউড়ি থানায় তুলসী দাস সহ তিনজনকে রাখা হয় তখন ঘনঘন তৃনমূল নেতাদের আগমন ঘটে থানায়। অভিযোগকারীদের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে ৩ লক্ষ টাকা ফেরত দিতে চেয়ে মিটমাট করার চেষ্টা করে তৃণমূল কিন্তু বেঁকে বসে প্রতারিত পরিবার। চিনপাই অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি তুলসী দাস সহ তিনজনকে বুধবার সিউড়ি আদালতে তোলা হলে ধৃতদের ১৪দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন মহামান্য বিচারক। ৩ জানুয়ারি আদালতে সিডি জমা দেওয়ার নির্দেশ দেন মহামান্য বিচারক। আগামী ৭ জানুয়ারি ফের ধৃতদের সিউড়ি আদালতে তোলা হবে বলে আদালতসূত্রে জানা গিয়েছে।

## ভাঙন রুখতে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

**সৌরভ নস্কর, গঙ্গাসাগর :** মঙ্গলবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসন ও জেলা বন দপ্তরের পক্ষ থেকে গঙ্গাসাগরের সমুদ্র পাড়ে অনুষ্ঠিত হয় এই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি। গঙ্গাসাগর ব্লকের বেশ কিছু স্কুলের ছাত্রছাত্রী এবং স্থানীয় এলাকার মহিলারা সুন্দরবন রক্ষায় বিভিন্ন সচেতনতামূলক বার্তা সংক্রান্ত প্লাকার্ড হাতে মিছিল করে। মিছেলে পা মেলান দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা, জেলা বন দপ্তর আধিকারিক, সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিম হাজরা, সাগর সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক কানাইয়া কুমার রায় সুন্দরবন পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার কটেশ্বর রাও গঙ্গাসাগর কোস্টাল থানার ওসি সাগর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সহ অন্যান্য প্রশাসনিক অধিকারীকরা। সুন্দরী গাছ বরণ ও প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে মূল অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে স্কুল পড়ুয়াদের হাতে বেশ কিছু ম্যানগ্রোভ প্রজাতির চারা গাছ তুলে দেওয়া হয়। সব শেষে গঙ্গাসাগরের ১ নম্বর স্নানঘাট লাগোয়া সমুদ্র পাড়ে বেশ কিছু বৃক্ষরোপণ করা হয়। সাগর সমুদ্র পাড়ে নিজ হাতের বৃক্ষরোপণ করেন জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা, মন্ত্রী বঙ্কিম হাজরা, জেলা বন দপ্তর আধিকারিক, এবং সাগরের বিডিও কানাইয়া কুমার রায়।

## সবুজ সাথী প্রকল্পের সাইকেল নষ্ট হচ্ছে অযত্নে

**অভিজিৎ হাজরা, হাওড়া :** মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা দপ্তর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র–ছাত্রীদের বিদ্যালয়ে যাতায়াতের সুবিধার্থে একটি প্রকল্প চালু করেছিলেন। যে প্রকল্পের নাম সবুজ সাথী। এই প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্যের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের সাইকেল দেওয়া হয়। এই সাইকেল পেয়ে ছাত্রছাত্রীরা আনন্দে বিদ্যালয়মুখী হয়েছিলেন। বাস্তবে একটি অন্য ছবি ধরা পড়ল, হাওড়া ময়দান পৌরসভার অধীনে থাকা শৈলেন মান্না স্টেডিয়ামের দোতলায়। প্রায় কয়েক হাজারব সাইকেল অবহেলায় ও অযত্নে পড়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছে। যে সমস্ত শ্রমিকরা নতুন সাইকেল তৈরি করছেন তারা জানালেন, 'আমরা প্রায় বছরখানেক এখানে কাজ করছি। এরও আগে থেকেই এসব সাইকেলগুলো দিনের পরদিন পড়ে থাকতে দেখেছি।' এই বিষয়ে হাওড়া পৌরসভার প্রশাসক ডাঃ সুজয় চক্রবর্ত্তী বলেন, 'হাওড়া পৌরসভা শুধুমাত্র সাইকেল গুলো রাখার জন্য জায়গাটি দিয়েছে। সাইকেল গুলো কি অবস্থায় আছে না আছে তা দেখার তাদের কোনো রকম এক্তিয়ার নেই। এটি দেখার সম্পূর্ণ এক্তিয়ার হাওড়া শিক্ষা দপ্তরের।' এই ছবি প্রকাশ্যে আসার পরই বিজেপির রাজ্য সম্পাদক উমেশ রাই প্রশ্ন তুলে বলেন, 'এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের প্রকল্প সবুজ সাথী চরম অবহেলা ও অযত্নে দিনের পর দিন পড়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছে এটা সমাজের একটা দুর্নীতির ব্যাধি। এই কয়েক হাজার সাইকেল যদি ছাত্রছাত্রীদের হাতে তুলে দেওয়া হত তাহলে তারা উপকৃত হত। কি উদ্যেশ্যে, কার মদতে কয়েক হাজার সাইকেল দিনের পর দিন অকেজো করে ফেলে রাখা হয়েছে সেটা আমাকে ভাবিয়ে তুলছে।'

## নামামি গঙ্গার বিএসএফের বিশেষ কর্মসূচি ডায়মন্ড হারবারে

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** গঙ্গাকে স্বচ্ছ রাখার বার্তা দিয়ে গঙ্গোত্রী থেকে গঙ্গাসাগর রাফটিং অভিযান মহিলা বিএসএফদের। রাফটিং অভিযান শেষে ডায়মন্ড হারবারে মহিলা বিএসএফদেরকে সংবর্ধনা জানালেন বিএসএফের ডিজি দলজিৎ সিং চৌধুরী। ৫৩ দিন আগে গঙ্গোত্রী থেকে বিএসএফের ২০ জনের দুটি মহিলা দল স্বচ্ছ গঙ্গার বার্তা নিয়ে রাফটিং অভিযান শুরু করেন। প্রায় ২৫০০ কিমি পথ অতিক্রম করে গঙ্গাসাগরে যাত্রা শেষ করেন তারা। নমমি গঙ্গা ও বিএসএফের যৌথ উদ্যোগে এই অভিযান শুরু করা হয়। গঙ্গোত্রীতে যেভাবে গঙ্গা স্বচ্ছ রয়েছে তেমনি ২৫০০ কিলোমিটার গঙ্গার গতিপথ স্বচ্ছ রাখার আবেদন করেন অংশগ্রহণকারীরা। কপিলমুনি মন্দিরে সমস্ত মহিলা নদীর ভেলা পুজো করেন তারপর তারা কাকদ্বীপ হয়ে ডায়মন্ড হারবারে আসেন। ডিজি দলজিৎ সিং চৌধুরি ২০ জন সাহসী মহিলা সীমান্ত রক্ষীদলকে অভিনন্দন জানিয়ে তার বিবৃতিতে বলেন, এই উদ্যোগটি শুধু নারীদেরই উৎসাহিত করবে না বরং পরিস্কার গঙ্গা এবং পরিবেশ সুরক্ষায় আমাদের জাতীয় লক্ষ্যকেও শক্তিশালী করবে। এদিনের অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র কমিউনিকেশন ম্যানেজার মহম্মদ নজির আহসান সহ অন্যান্যরা। পাশাপাশি সীমান্তে বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশকারীদেরকে নিয়ে বিএসএফের ডিজি বলেন, 'দেশের সীমা পাহারা দেয় বিএসএফ অন্যদিকে বাংলাদেশের বিজিবি তাদের সীমানা দেখে। দুই পক্ষের মধ্যে সামঞ্জস্য রেখে কড়া নজরদারি রাখা হয়েছে সীমান্তে।'

## বুলু ফিরে পেল হারানো ফোন

**নিজস্ব প্রতিনিধি, বলাগড় :** গত বিধানসভা ভোটের আগে বিধায়ক মনোরঞ্জন ব্যাপারীর নির্বাচনী প্রচারে গুপ্তিপাড়া জনসভায় এসে তার বিশেষ পরিচিত বুলুর খোঁজ করেন কিন্তু তিনি তখন তাকে পাননি তখন আফশোস করেন। কিন্তু ৩ বছর পর মুখ্যমন্ত্রীর স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অধীন বলাগড় থানার পুলিশ বন্দনা ভট্টাচার্য্য অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রীর পরিচিত বুলুর হারানো ফোন উদ্ধার করে তার হাতে তুলে দিল। মাসখানেক আগে টোটো করে গুপ্তিপাড়া স্টেশন বাজার থেকে ফেরার পথে তার মোবাইল ফোনটি খোয়া যায়। তারপর যথারীতি ডায়েরি করেন বলাগড় থানায় ও পুলিশের অনুসন্ধানে ফোনটি উদ্ধার করা হয়।

২৫ ডিসেম্বর বড়দিনের আনন্দঘন মুহূর্তে হুগলি জেলার বলাগড় থানার উদ্যোগে ২৭ জন মানুষ তাদের হারানো মোবাইল ফিরে পেয়েছেন। এই মোবাইলগুলি ২০ দিন, একমাস বা তিনমাস আগে হারিয়ে গিয়েছিল, যার বিষয়ে থানায় ডায়েরি করা হয়েছিল। বলাগড় থানার অফিসার ইন–চার্জ(ওসি) সোমদেব পাত্র এবং হুগলী গ্রামীণ জেলা ডিএসপি(ক্রাইম) অভিজিৎ সিনহা মহাপাত্রের নেতৃত্বে এই মোবাইলগুলি উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। অনুষ্ঠানে মোবাইল ফেরত দেওয়ার পাশাপাশি বড়দিনের উপহার হিসাবে বলাগড় থানার পক্ষ থেকে সান্তা ক্লজের মাধ্যমে কেক বিতরণ করা হয়।

এবিষয়ে হুগলী গ্রামীণ জেলা পুলিশের ডিএসপি ক্রাইম অভিজিৎ সিনহা মহাপাত্র জানান, 'সাধারণ মানুষের সুরক্ষা এবং তাদের সমস্যার সমাধান আমাদের প্রধান দায়িত্ব। আমরা চাই মানুষ আরও সচেতন হোক এবং থানার পরিষেবা গ্রহণ করে নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করুক। বলাগড় থানার টিম এই কাজটি সফল করতে দিনরাত পরিশ্রম করেছে।' বন্দনা ভট্টাচার্য বলেন, 'তিনি ফোন টি ফেরৎ পেয়ে খুব খুশি। ওই ফোনের মধ্য তার অনেক গুরুত্ব পূর্ণ নম্বর সহ কিছু নথি ছিল।'

## রাস্তার পাশে মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষুধ ইনজেকশন

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** কয়েকমাস আগে রাস্তার পাশ থেকে উদ্ধার হয়েছিল পোড়া ওষুধ। ২২ ডিসেম্বর সকালে রামপুরহাট হাসপাতাল পাড়া এলাকায় মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষুধ ইনজেকশন দেখতে পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা অবাক হয়ে যায়। এনিয়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় এলাকায়। রামপুরহাট ১নং স্বাস্থ্য জেলা সিএমওএইচ অমিতাভ সাহা বলেন, 'নিয়ম না মেনে রাস্তায় ফেলা হয়েছে। এই ধরনের কাজ করা যায় না।' বেঙ্গল কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের রামপুরহাট শাখা সম্পাদক সুদীপ মুখোপাধ্যায় বলেন, 'এইঘটনা সম্পূর্ণ অনভিপ্রেত। যারা এইধরনের কাজ করেছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রশ্ন এইরকমভাবে মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষুধ ইনজেকশন ফেলে দিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে কি কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হবে?'

## সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিতে না পেরে টোটোর ভিড়ে আজ আরও ব্রাত্য রিক্সা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ দিনাজপুর :** বেশ কয়েকবছর আগে রাস্তায় দেখা যেত সারিবদ্ধ হয়ে কয়েকশো রিক্সা দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু আজ সেই রিক্সার সারি দেখা যায় না। যে কয়েকটা রিক্সা রয়েছে তাঁর চালকদের সংসার চালানো ভীষণ কষ্টকর হয়ে পড়েছে। এসব কিছুর পিছনে রয়েছে আধুনিক যান টোটো।

বাজারে আসার পর থেকে হুহু করে প্রচুর টোটো বিক্রি হয়েছে। অধিক মুনাফা লাভের আশায় অধিকাংশ চালকরা তাঁদের রিক্সা বিক্রি করে টোটো কিনেছে। তাতে বাধ সেধেছে রিক্সা চালকদের রুজি রোজগারে। উপযুক্ত রোজগার না হওয়ায় তাঁদের দিন আনা দিন খাওয়া সংসারের লক্ষ্মীর ভাঁড়ে টান পড়েছে। প্রতিদিন সকাল হতেই রাস্তায় বেড়িয়ে পড়েন ভাড়ার আশায়। তারপর ভাগ্যক্রমে কোনও ভাড়া জুটলে কিছু কামাই হয়। এক রিক্সা চালক রতন সরকার বলেন, 'কী আর করব টোটো হয়ে যাওয়াতে আমাদের ব্যাবসা কমেছে ঠিকই তেমনি ভাড়া পেলে আনন্দের সীমা থাকে না। মাঝে মাঝে ভাবি ঋণ নিয়ে আমিও টোটো কিনবো কিন্তু ভয় পাই যদি ঋণ শোধ করতে না পারি। এই আছি বেশ আছি যতদিন চলে চলুক না।' টোটো নিয়ে বিশ্বপ্রীয় সাহা নামে এক



সমাজসেবী ও লেখক বলেন, 'যদি বিচার করে দেখা যায় টোটোতে পরিবেশ দূষণ হয় না এবং অনেক যাত্রী একসঙ্গে নেওয়া যায়। সঙ্গে শারীরিক পরিশ্রমও হয় না। আবার মানবিকতার বিচার করলে সত্যি রিক্সা চালকরা আজ ব্রাত্য হয়েছে। যখন তারা ভাড়া পায় না তখন তাদের করুণ মুখগুলি মনকে ভীষণ নাড়া দেয়। আমার মতে সরকার যদি এদের জন্য কোনও বিকল্প ব্যবস্থা করে তা হলে হয়তো এরা বেঁচে যাবে।' তবে বলাই বাহুল্য আধুনিক সময়ে টোটোর ভিড়ে রিক্সা ব্রাত্য হয়েছে।

## বড়দিনের দিন উৎসব মুখর গোটা শহর

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: :** ২৫ ডিসেম্বর বড়দিন, সেজে উঠেছে গোটা শহর। বড়দিনের প্রাক্কালে গোটা শহরকে সাজিয়ে তোলা হয়। এদিন শিলিগুড়ি শহরের বিভিন্ন চার্চগুলিতে ছিল সকাল থেকেই ভিড়। অনেকেই এই দিন সকাল সকাল প্রার্থনা করতে গিয়েছিলেন বিভিন্ন। হাকিম পাড়ায় সহ শিলিগুড়ি শহরের অন্যান্য চার্চগুলিকেও সুন্দর করে সাজিয়ে তোলা হয়। রংবেরঙের কাগজ, বেলুন দিয়ে সাজানো হয়। বড়দিনের দিনের ছুটিতে বিভিন্ন পিকনিক স্পটগুলিতে সাধারণ মানুষের ভিড় লক্ষ্য করা গেল। সকাল থেকেই ছিল গোটা শহরে উৎসবমুখর পরিবেশ। দোকান বাজারগুলিতে যথেষ্ট জনসমাগম লক্ষ্য করা যায়।

## নির্মল বিদ্যালয় গঠনে স্থানীয় সরকার উদাসীন কেন?

তিন পাতার পর

ইত্যাদি প্যাকেটে করে এনে টুপ করে ফেলে দিয়ে বাবুর মত হাঁটতে হাঁটতে চলে যায়। আবার পথচলতি বহু মানুষ রাস্তার পাশে বিদ্যালয়ের সম্মুখে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব ও করে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে আবাসিকদের অনেকেই গর্ব করে এখনও বলেন 'আমরাই এই স্কুলটিকে প্রতিষ্ঠা করেছি।' তাহলে, তাদের চোখের সামনে তাদেরই সহ–আবাসিকবৃন্দরা এভাবে বিদ্যালয়ের সামনে ও আশেপাশে নোংরা ফেলে বিদ্যালয়ের সার্বিক পরিবেশ যে দূষিত করছে, সেজন্য তাঁরা কি কেবল নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করবে? আর স্থানীয় পৌর প্রতিনিধি ভোটের কথা মাথায় রেখে চুপ থেকে শুধুই চোখে দেখে যাবেন, আর কিছু বলবেন না বা বারণও করবেন না?

বিডিও ও মহকুমা শাসকও কিছু জানবেও না আর করবেওনা। এর উপরে ডিরোজিও স্মৃতি বিদ্যালয়ে প্রাতঃবিভাগে রয়েছে একটি প্রাইমারী স্কুল। সেখানেও অভিভাবকদের কিনে দেওয়া কেক, বিস্কুট ও লজেন্স–এর প্লাস্টিকের প্যাকেট হয় ক্লাসরুমের ভিতরে, অথবা জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। অভিভাবকের একটা বড় অংশ প্লাস্টিক থেকে কেক খুলে নিয়ে প্লাসটিকটাকে রাস্তায় বা বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে ফেলে দেয় ও শিশুকে টিফিন বক্সের ভিতরে কেক ঢুকিয়ে দেয়। এভাবে প্রতিনিয়ত বিদ্যালয় গৃহ নোংরা ও প্লাস্টিকের প্যাকেটে ভরে উঠছে। পাঠরত ছাত্রছাত্রী–দেরকে মুখে বলে বুঝিয়ে, সেমিনার করে, মিটিং করে সচেতন করা যায়। তবে আবাসিকদের কু অভ্যাসকে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আটকাবে কিভাবে? বিদ্যালয়ের সামনে ও পাশে এভাবে নোংরা ও প্লাস্টিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকার জন্য ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্যের হানি হচ্ছে। বিদ্যালয়ের পরিবেশ দূষিত হচ্ছে ও ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকদের বিদ্যালয় সম্পর্কে বিরুপ ধারণা সৃষ্টি হচ্ছে। ফলে ছাত্র–সংখ্যা ক্রমশ কমতে শুরু করছে। শুধু তাই নয়; ডিরোজিও স্কুলের দু–পাশে জঙ্গল ও ঝোপঝাড়ে ভর্তি, জানালা দিয়ে মশা–মাছির উৎপাত প্রায় বছর ধরে চলতে থ+াকে। বিদ্যালয়টিকে নির্মল ও পরিস্কার–পরিছন্ন রাখতে স্থানীয় পৌরসভা, ওয়ার্ড কমিটি, পরিচালন সমিতির সরকারী প্রতিনিধি, সভাপতি ও কাউন্সিলারের তেমন একটা উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায় না। এর ফলে রাজ্যের মানব উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের নির্মল বিদ্যালয় প্রকল্প আজ প্রশ্নের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। স্থানীয় সরকারের উচিৎ অবিলম্বে বন–জঙ্গল পরিষ্কার করে বিদ্যালয়ের পাশের আবর্জনা স্তূপ পরিষ্কার করে একটা ভ্যাট বসিয়ে দেওয়া যাতে লোকজন সেখানে নোংরা ফেলতে পারে।

## রামপুরহাটে বাড়ছে পথ দুর্ঘটনা

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** মঙ্গলবার সকাল ৯:৩০ রামপুরহাট হাসপাতাল পাড়ায় এক মোটরবাইক হালকা গতিতে এক শিশু ও বয়স্ক মহিলাকে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনার পর ঘটনাস্থলে উপস্থিত স্থানীয়রা দ্রুত সাহায্য করায় মহিলা অল্পের জন্য রক্ষা পায় শিশু আহত হয়। ২০ ডিসেম্বর সকালে ১৪ নং জাতীয় সড়কে রামপুরহাট হাসপাতালপাড়ায় ট্রাকের ধাক্কায় মৃত্যু হয় এক বৃদ্ধের। মৃতের নাম মহম্মদ আতাউল্লাহ(৬০) বাড়ি মুরারই থানার খাপুর গ্রামে। স্থানীয়সূত্রে জানা গিয়েছে, আতাউল্লাহ স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে ডাক্তার দেখাতে রামপুরহাট হাসপাতালে আসছিল। দ্রুতগতির ট্রাক ধাক্কা মারলে স্থানীয় বাসিন্দারা উদ্ধার করে রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক আতাউল্লাহকে মৃত ঘোষণা করে। ১৯ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় তেলেড়ু সেতুর ১৪নং জাতীয় সড়কে আসানসোল থেকে শিলিগুড়িগামী এসি বাস ও ধানবোঝাই ট্রাকের সংঘর্ষে জখম ১৪জন। বাসচালকের অবস্থা আশঙ্কাজনক। রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। জাতীয় সড়কে যানজটের সৃষ্টি হয়।

## প্রশাসনের নাকের ডগায় চলছে অবৈধভাবে গ্যাস রিফিলিং

**নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ দিনাজপুর:** কার্যত প্রশাসনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন জায়গায় অলিগলিতে মুড়ি–মুড়কির ন্যায় চলছে অবৈধভাবে গ্যাস রিফিলিংয়ের কাজ। পাড়ার মুদির দোকান থেকে বসতবাড়িতে রমরমিয়ে চলছে গ্যাস ভর্তির কাজ। এইসব পাড়া বা দোকানের সামনে দিয়ে গেলে গ্যাসের তীব্র গন্ধ সবসময় পাওয়া যায়। এর থেকে যখন তখন ঘটতে পারে ভয়াবহ ঘটনা। সূত্রের খবর, অসাধু ব্যবসায়ীরা গ্যাস খোলা বাজারে ১৫০ থেকে ২০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি করে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক গ্যাস ব্যবসায়ী বলেন, 'বাজারে এই গ্যাসের চাহিদা প্রচুর। আমাদের দোষ দিয়ে লাভ কি, খরিদ্দার চায় তাই আমরা বিক্রি



করি। বাড়ির গ্যাস শেষ হয়ে গেলে অনেক সময় বুকিং করে পাওয়া যায় না, তখন তারা বাজারের এই খোলা গ্যাসের উপর নির্ভরশীল। জানি কাজটা অবৈধ ও মারাত্মক কিন্তু কি করবো পেটের দায় করতে হয়।'

প্রসঙ্গত, জেলার সদর শহর বালুরঘাট সহ বুনিয়াদপুর ও গঙ্গারামপুরের বিভিন্ন পাড়ার দোকান বা রাস্তার ধারে বিভিন্ন জায়গায় দোকানগুলিতে উঁকি দিলেই দেখতে পাওয়া যায় গ্যাস ভর্তির কাজ চলছে। এসবকিছুই প্রশাসনের নাকের ডগায় ঘটছে ও নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে প্রশাসন। এই বিষয়ে এক পরিবেশবিদ ও সাহিত্যিক দিলীপ তালুকদার বলেন, 'অনিয়ন্ত্রীত ও অবৈধভাবে গ্যাস ভর্তির কাজটা যেমন খুব ঝুঁকির তেমনি এটা বেআইনি কাজও বটে। জানিনা প্রশাসন সব জেনেও চুপ কেন। অতি স্বত্তর বেআইনি গ্যাস ভর্তির কাজগুলিকে প্রশাসনের বন্ধ করা দরকার।'

## শিলিগুড়ি পুরনিগমের উদ্যোগে বড়দিন পালন

**সজল দাশগুপ্ত, শিলিগুড়ি :** আর মাঝে একটা দিন, তারপরে রয়েছে ২৫ ডিসেম্বর। উৎসবের দিন, ইতিমধ্যেই শিলিগুড়ি শহরের বিভিন্ন রাস্তাগুলি আলো দিয়ে সাজানো হয়েছে বড়দিন উপলক্ষে। আলোয় ঝলমল করছে গোটা শহর। উৎসবের আমেজ এসে পড়েছে। শিলিগুড়ি পুর নিগমের উদ্যোগে বড়দিন পালন করা হচ্ছে এয়ার ভিউ মোড়ে, এদিন সন্ধ্যায় একটি বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানের উদ্বোধনের সময় উপস্থিত হয়েছিলেন শিলিগুড়ি পুর নিগমের মেয়র গৌতম দেব। বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র ছাত্রীরা এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে।

## তুলসী গাছ বিতরণ

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** ২৫ ডিসেম্বর ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ির ১০০ তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে ৭ নম্বর মণ্ডল বিজেপির তরফ থেকে কম্বল বিতরণ কর্মসূচি হয় শিলিগুড়ি পুরো নিগমের অন্তর্গত ৩৯ নম্বর ওয়ার্ডে। এছাড়াও তুলসী পূজন দিবস উপলক্ষে তুলসী গাছও সাধারণ মানুষের মধ্যে বিতরণ করা হয়। ২০০টি কম্বল বিতরণ করা হয়। এদিনের এই মনোগ্য অনুষ্ঠানে ছিলেন বিজেপির বিধায়িকা শিখা চ্যাটার্জী এবং অন্যান্য বিজেপির নেতৃত্ববৃন্দ।

## বঙ্গ জুড়ে জঙ্গী ভয়

তিন পাতার পর

অবশেষে যে, মুখ্যমন্ত্রী তাঁর মন্ত্রীদের বলতে পেরেছেন, জঙ্গী অনুপ্রবেশ রুখতে পুলিশ ভালো কাজ করছে, এটাকে চালিয়ে যেতে হবে। দেরি হলেও এটাই অনেক।

যদিও এসব ইতিবাচক পদক্ষেপের পরেও কিন্তু আশঙ্কা রয়েই যাচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর উদ্বেগ উপেক্ষা করে এখনও কেউ কেউ এরাজ্যে জঙ্গী নেই বলে পরিস্থিতিকে হালকা করে দেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এটাই ভয়ঙ্কর প্রবণতা। কেন তাঁরা এটা করছেন সেটাও তদন্তের আওতায় আনা দরকার। কারণ সর্ষের মধ্যে ভূত থাকলে তা তাড়ানো মুশকিল। সর্ষের মধ্যে যে ভূত আছে তা তো পরিষ্কার হয়েছে ভোটার তালিকায় জঙ্গির নাম উঠে যাওয়ায়। আবার এটাও সত্যি যে, এরাজ্যের মানুষই জঙ্গিদের আশ্রয় দিচ্ছে, সরে যাওয়ার সুযোগ করে দিচ্ছে। ফলে শুধু জঙ্গি অনুপ্রবেশ রুখলেই মূল সমস্যার সমাধান হবে না। রাজ্যের মধ্যে থেকে যারা এই জঙ্গি কার্যকলাপের মদতদাতা তাদের চিহ্নিত করতে হবে। তবে সবটাই সরকার বা তার পুলিশ করতে পারবে এমনটা নয়। সজাগ থাকতে হবে বাংলার মানুষকে। যাতে কোনওভাবেই পাড়ায় পাড়ায়, মহল্লায় মহল্লায় অচেনা কেউ বাসা বাঁধতে না পারে। নিজেদের স্বার্থেই এই বঙ্গভূমিকে জঙ্গি মুক্ত করতেই হবে। শুরু হোক সেই অভিযান।

## পঁচাত্তর দাও পঁচিশ নাও

তিন পাতার পর

সেক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া ভারতে মোটামুটিভাবে বিগত ৬ বছরের হিসেবের খতিয়ান খতিয়ে দেখার দৃষ্টান্তই বেশি মাত্রায় প্রতিষ্ঠিত। তিনি জানান, সকল ব্যবসায়ীকে সঠিক নিয়ম মেনে আইটি রিটার্ন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জমা দেওয়া উচিত। সেই পরিস্থিতিতে এধরণের ঝামেলা সহজেই এড়ানো সম্ভব। আজকাল ডিজিটাল যুগ। প্যান কার্ড ও আধার নম্বর সকল লেনদেনের সঙ্গে প্রায় সংপৃক্ত। ফলে আয়কর ফাঁকি দেওয়া প্রকৃতই দূরূহ। এছাড়াও আয়কর দপ্তরের নিজস্ব নেটওয়ার্ক ও অনুসন্ধান বিভাগ এখন অত্যন্ত আধুনিক। সুতরাং ওদের চোখ এড়ানোর প্রয়াস আর জেগে দিবাস্বপ্ন দেখা সমার্থক ব্যাপার। এছাড়া কারোর দ্বারা লুকানো নিয়ম বহির্ভূত অর্থের অধিকার হল একমাত্র দেশেরই। আর দেশের অর্থ কারও অন্যায়ভাবে ব্যবহার করার এক্তিয়ার নেই এই ভারতে বলে রমেশবাবু মনে করেন।

অন্যদিকে, আর্থিক নিয়মের কথা স্মরণ করিয়ে এস এম সুরানা মন্তব্য করেন, যদি কোনওভাবে হিসাব বহির্ভূত অর্থ আকস্মিক পর্যায়ে কারও হস্তগত হয়, সেক্ষেত্রে আয়কর দপ্তর বা ইডির হাত থেকে বাঁচার অন্তরায়ও রয়েছে। সেক্ষেত্রে মোট নিয়ম বহির্ভূত গচ্ছিত অর্থের পরিমাণ আয়কর দপ্তরকে জানাতে হবে। আর সামগ্রিক অর্থের ২৫% নিজের হেফাজতে রেখে বাকি ৭৫% আয়কর দপ্তরে জমা দেওয়াটা বাধ্যতামূলক।'

## রাত কাটাচ্ছেন রুগীর পরিজনরা

তিন পাতার পর

কিন্তু এই হাসপাতালে রাত রুগীর পরিজনদের থাকার জায়গা নিয়ে ক্ষোভ বাড়ছে। রাতে গিয়ে দেখা গেল শীতে হাসপাতাল চত্বরে ত্রিপল টাঙিয়ে রাত্রিবাস করছেন রুগীর আত্মীয় পরিজনেরা। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, সরকারিভাবে যে দুটি নাইট শেল্টার রয়েছে। তা কার্যত দখল। কোভিডের সময় থেকে। কিন্তু হুঁশ নেই কারও। এক রুগীর আত্মীয় লাল্টু বসাক বলেন, 'নামেই নাইট শেল্টার, কিন্তু আমাদের থাকার অধিকার নেই। বাধ্য হয়ে এই শীতে আকাশের নীচে কাটাচ্ছি। এভাবে চললে তো আমরাও অসুস্থ হয়ে পড়ব।' মমতাজ বেগম নামের এক মহিলা তার নাতনিকে জ্বর নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করেছেন। তার ক্ষোভ, 'হাসপাতালে থাকার জায়গা নেই। আমরা চাই দ্রুত এই নিয়ে ব্যবস্থা নিক হাসপাতাল কতৃপক্ষ।' আর এক রুগীর আত্মীয় সমীরণ কিস্কু বলেন, 'নামেই মেডিকেল কলেজ। এখানে এসেতো দেখছি আমরাই অসুস্থ হয়ে পড়ব। বড় করে লেখা, নাইট শেল্টার। কিন্তু সেখানে থাকা যায়না। হাসপাতাল চত্বরে অস্থায়ীভাবে রাতে ত্রিপল ও প্লাস্টিক টাঙিয়ে, মশারি খাটিয়ে থাকতে হয়। আমাদের দুর্ভোগের কথা কেউ ভাবে না।' এ ব্যাপারে বারাসত মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের এমএসভিপি অভিজিৎ সাহা তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'বিষয়টা আমার নলেজে এসেছে। আশা করছি, সমস্যার দ্রুত সমাধান করা হবে।'

## সুফলা বঙ্গের কৃষি কথা

### চাষের উন্নয়নে সুন্দরবনে তৈরি হল অনুজীব গবেষণা কেন্দ্র

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** সুন্দরবনের প্রত্যন্ত গ্রামে তৈরি হল অনুজীব গবেষণা কেন্দ্র। এই গবেষণা কেন্দ্রের মাধ্যমে কৃষিজমিতে থাকা ক্ষতিকারক ও বন্ধু ব্যাকটেরিয়াকে চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে। এটি তৈরি করা হয়েছে সুন্দরবনের মথুরাপুর ২নং ব্লকের কনকনদিঘিতে। এই এলাকায় পূর্ব ও পশ্চিম জটা এলাকায় কৃষিকাজ নিয়ে বেশ কয়েক বছর ধরে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে। একটি বেসরকারি সংস্থা এই কাজ করছে। মূলত তাঁরাই এই গবেষণা কেন্দ্রটি তৈরি করেছে স্থানীয় কৃষকদের সহায়তায়। এবিষয়ে ওই বেসরকারি সংস্থার কৃষি বিশেষজ্ঞ বলেন, বেশ কিছুদিন ধরে এই এলাকার কৃষকদের জৈব চাষে উৎসাহিত করা হয়ে ছিল। সেসময় এই এলাকার কৃষকরা রাসায়নিক সার বর্জন করা শুরু করে। সেজন্য কৃষকদের সুবিদার্থে এই গবেষণাগারটি তৈরি করা হল। গবেষণাগারটি মূলত অনুজীব পরীক্ষাকেন্দ্র হিসাবে কাজ করছে। সাধারণ সমস্ত ফসল এই ২টি গ্রামে ফলানো হচ্ছে। পটল, মুলো, ঢ্যাঁড়স, বেগুন, উচ্ছে সহ সমস্ত মরসুমি ফসল ফলছে। কিন্তু কোনও রাসায়নিক জিনিস এখানে ব্যবহার করা হচ্ছে না। এর কারণ এই পরীক্ষাকেন্দ্র থেকে সবসময় পরীক্ষা করা হচ্ছে।

### সুগন্ধি ধানচাষ প্রশিক্ষণ শিবির

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** রাজ্যের কৃষিবিভাগ ও জেলা কৃষি দপ্তরের উদ্যোগে এবং খয়রাশোল ব্লক সহ কৃষি দপ্তরের আয়োজনে খয়রাশোল ব্লকের ভবানীগঞ্জ গ্রামের চাষীদের নিয়ে স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সভাকক্ষে বুধবার কৃষি প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনা প্রকল্পের অধীনে সুগন্ধি ধানচাষের উপর আলোচনা হয়। অন্যান্য ধানচাষের তুলনায় সুগন্ধী বাদশাভোগ ধান চাষের ফলন কম হলেও বাজার মূল্য অনেকটাই বেশি। রাসায়নিক ছাড়া জৈব সার দিয়ে চাষ করা যায়। সম্পূর্ণ জৈব সার দিয়ে সুগন্ধি ধান চাষের ক্ষেত্রে বেশি লাভজনক তাই চাষীরা যাতে সুগন্ধি ধানের চাষ বেশি বেশি করে চাষাবাদ করে সেই বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য সহকারে চাষীদের অবগত করেন। শীতকালীন তথা রবি ফসলের রোগ পোকা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কেও আলোকপাত করেন উপস্থিত কৃষি আধিকারিকগন। কৃষি প্রশিক্ষণ শিবিরে উপকৃষি অধিকর্তা (ওয়ার্ল্ড ব্যাংক প্রজেক্ট) সুবীর সিনহা, সহ কৃষি অধিকর্তা(শস্য সুরক্ষা) ডঃ জয়ন্তপ্রসাদ চন্দ, সহ কৃষি অধিকর্তা(বীজ সংশীতকরণ) মনিরুল ইসলাম, সহ কৃষি অধিকর্তা(বিষয়বস্তু) ডঃ নিশীথ মণ্ডল, জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার ধনঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়,খয়রাশোল ব্লক সহ কৃষি অধিকর্তা সুরজিৎ গড়াঁই, অ্যাসিস্ট্যান্ট ফার্ম ম্যানেজার সব্যসাচী সরকার প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যাক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।



**দক্ষিণ কলকাতার বেহালার পূর্ব মণ্ডলের উদ্যোগে ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি অটল বিহারী বাজপেয়ীজীর ১০০ তম জন্ম দিবস পালিত হল। সে উপলক্ষে ডায়মন্ড হারবার রোডের ধারে ঠাকুরপুরুকের ডাক্তার শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর মূর্তি উন্মোচন করলেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিধায়িকা অগ্নিমিত্রা পল। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিজেপির সম্পাদক অনুপম ভট্টাচার্য, দক্ষিণ কলকাতার জেলা সভাপতি ডালিয়া বোস ঘোষ মণ্ডল, সভাপতি বেহালা পূর্ব চারের সভাপতি ইন্দ্রজিৎ ঘটক, জেলা সাধারণ সম্পাদক। এদিন অটলজীর জন্মদিনে কেক কাটা হয়।**

ছবি : অরুণ লোধ

## গ্রেপ্তার ভুয়ো চিকিৎসক

তিন পাতার পর

মামলা রুজু করে তার ভিত্তিতে পুলিশ অভিযুক্তকে ডেকে পাঠিয়ে সমস্ত নথি জমা দিতে বলে। এরপর তদন্তকারী অফিসার সেগুলি যাচাই করার জন্য পাঠান স্বাস্থ্য দপ্তর ও স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে। তারা জানান রেজিস্ট্রেশন নম্বরটি সুনীল কুমার সাউয়ের। পুলিশের পাঠানো নথিতে যে ছবি রয়েছে, সেটি প্রকৃত চিকিৎসকের নয়। জাল নথির বিষয়টি স্পষ্ট হওয়ার পরই পুলিশ সুনীল সাউকে গ্রেপ্তার করে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত জিজ্ঞাসাবাদে জানিয়েছে, সে কলকাতা এবং হাওড়ার বিভিন্ন নার্সিংহোম ও ডাক্তারখানা মিলিয়ে ৫টি জায়গায় চেম্বার করত। বিভিন্ন সাইট ঘেঁটে সে বার করেছিল, তার নামের সঙ্গে মিল রয়েছে এমন চিকিৎসককে। চিকিৎসক সুনীল কুমার সাউয়ের সঙ্গে নামের মিল থাকায় তার রেজিস্ট্রেশন নম্বর সে ব্যবহার করত। এরপর সে সেই সার্টিফিকেট কিনেছিল জাল সার্টিফিকেট তৈরিতে যুক্ত এমন ব্যক্তির কাছ থেকে।

## বছরের শেষ বকুল অমাবস্যার মাহাত্ম্য

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** ২০২৪ সালের শেষ অমাবস্যা তিথি বকুল অমাবস্যা নামে পরিচিত। আগামী ২৯ ডিসেম্বর রবিবার শেষ রাত্রি ৩টে ৪৮ মিনিটে অমাবস্যা তিথি শুরু হচ্ছে শেষ হবে ৩০ ডিসেম্বর শেষ রাত্রি ৪টে ১০ মিনিটে। পৌষ মাসের এই অমাবস্যা কে বকুল অমাবস্যা হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে। কিন্তু কেন এই অমাবস্যার নাম বকুল অমাবস্যা? মূলত পৌষ মাসের এই সময় আম্রবকুল বা আম্রমঞ্জুরী আম গাছে বিকশিত হয়। গ্রীষ্মকালে যে সুমিষ্ট ফল পাওয়া যায় তার সূচনা যেহেতু হয় এই পৌষ মাসে। তাই এই অমাবস্যার আরেক নাম বকুল অমাবস্যা। সাধকরা এইদিন থেকে কঠোর সাধনায় ব্রতী হয় এবং এই কঠোর সাধনার সমাপ্তি ঘটে ফলহারিনি অমাবস্যায় সিদ্ধিকালীকে নিবেদনের মাধ্যমে। এই পৌষ অমাবস্যার দিন প্রতিটি সতী পিঠ এবং সিদ্ধ



পীঠে মহা ধুমধাম করে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। এবং এই সময় চোখে পড়ে বিভিন্ন সতীপিঠে মা কালীকে শীতের সবজি হিসাবে মুলো নিবেদন করতে দেখা যায় অনেক ভক্ত জনকে। উড়িষ্যাতেও জগন্নাথ দেবের মন্দিরে এই দিন ধুমধাম করে পূজোর্চনা করা হয়। উড়িষ্যাতে 'বকুল লাগি' নামে এক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। দারুদেবকে আমের মঞ্জুরি ও অন্যান্য শীতের সবজি নিবেদন করা হয়। অনেকে এই দিন গঙ্গাস্নান করে থাকেন এবং পিন্ডদান ও তিল তর্পণও করে থাকেন। বকুল অমাবস্যা তিথিতে গঙ্গাস্নান এবং দান–ধ্যান অত্যন্ত পুন্য কাজ হিসেবে গণ্য হয়। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন জ্যোতিষী তপন শাস্ত্রী বকুল অমাবস্যার মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে বলেন, বছরের এই শেষ অমাবস্যা তিথি একটি উল্লেখযোগ্য তিথি। এই তিথিতে কোন যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হয়ে যজ্ঞে আহুতি দিয়ে যদি যজ্ঞের আগুন শরীর মনকে স্পর্শ করানো যায় সমস্ত নেতিবাচক পরিস্থিতি ইতিবাচক পরিস্থিতিতে রূপান্তরিত হয়। শেষ অমাবস্যা তিথিতে নিজেকে শুদ্ধ করে আগামী বছরের জন্য নিজেকে কর্মযজ্ঞের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া উচিত। আমিও বকুল অমাবস্যায় তারাপীঠের মহাশশ্মানে যোজ্ঞ অনুষ্ঠান করছি।

## সরকারি বিধি নিষেধের ফলে সুন্দরবনে ভ্রমণে বাধায় পর্যটকেরা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, সুন্দরবন :** এবার সুন্দরবন ভ্রমণে এসে সমস্যায় পর্যটকরা, জঙ্গলে ঢোকার অনুমতি না মেলায় হতাশ অনেকেই। প্রতিবছর শীতের মরশুমে সুন্দরবন ভ্রমণের জন্য ঢল নামে পর্যটকদের। কিন্তু এবার সুন্দরবন ভ্রমণে এসে বাধার মুখে পড়তে হচ্ছে অনেক পর্যটককেই। কারণ জঙ্গলে ঢোকার অনুমতি মিলছে না তাই লোকালয় লাগোয়া নদীবক্ষে ভ্রমণ সেরেই ফিরতে হচ্ছে অনেককেই। সে কারণে হতাশাগ্রস্থ পর্যটকেরা। ১ ডিসেম্বর থেকে সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্প সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে প্রতিদিন ৫০০০ হাজারের জন পর্যটক সহ ১৫০টি লঞ্চ ও ভুটভুটি জঙ্গলে ভ্রমণের জন্য যেতে পারবেন। অনলাইনে বুকিং করেই তাঁরা সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভের জঙ্গল ও বন্য প্রাণ দেখার সুযোগ পাবেন। অনলাইনে নির্ধারিত পর্যটক সংখ্যা পূরণ হয়ে গেলেই আর মিলছে না কোনো বুকিং। ফলে সমস্যায় পড়ছেন পর্যটকেরা। হতাশ হয়ে ফিরে যেতে হচ্ছে তাঁদেরকে, অথবা গভীর জঙ্গল লাগোয়া নদী, খাঁড়ির পরিবর্তে লোকালয় লাগোয়া এলাকায় নদীবক্ষে ভ্রমণ করেই দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতে হচ্ছে তাঁদেরকে। আগে অফলাইনে



মিলত পর্যটকদের অনুমতি। কিন্তু সম্প্রতি সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্প সম্পূর্ণ অনলাইনেই বুকিং ব্যবস্থা চালু করেছে। পর্যটক পিছু অনুমতি মূল্যে, জলযানের অনুমতি মুল্য, গাইডের অনুমতি মূল্য সবই বাড়ানো হয়েছে সম্প্রতি। সে সবে সমস্যা না হলেও পর্যটকদের প্রবেশের উদ্ধসীমা বেধে দেওয়ায় সমস্যা দেখা দিয়েছে। কারণ সারা বছর সেই পরিমাণ পর্যটক সুন্দরবন ভ্রমণে আসেন না, যতটা আসেন এই শীতের ভরা মরশুমে। এখন প্রতিদিন গড়ে ১০ থেকে ১২ হাজারের বেশি পর্যটক আসছেন সুন্দরবন ভ্রমণে। সেখানে অর্ধেকের বেশি জঙ্গলের অভ্যন্তরে ভ্রমণের অনুমতি না পেয়ে হতাশ হচ্ছেন। সোদপুরের বাসিন্দা নির্মল সরকার, সুবোধ মজুমদাররা বলেন, 'পরপর দুদিন চেষ্টা করেও অনলাইনে বুকিং করতে পারিনি। তাই হতাশ হয়েই এবার ফিরে যেতে হল আমাদের।' এদিকে এই সমস্যার ফলে পর্যটন ব্যবসায়ীদের সাথে প্রতিদিনই বচসায় জড়াচ্ছেন পর্যটকরা। প্যাকেজ বুকিং করে এসে জঙ্গলে ঢোকার অনুমতি না পাওয়ায় ক্ষুব্ধ তাঁদের অনেকেই। ক্যানিং ও কুলতলির পর্যটন ব্যবসায়ী নিউটন সরকার, নিতাই রায়, নিমাই মণ্ডল সহ আরো কয়েকজন বলেন, 'অন্তত ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত যদি বন দপ্তর এই ঊর্ধ্বসীমার নিয়ম শিথিল করতো তাহলেও কিছুটা সামলানো যেত। এখন প্রতিদিনই পর্যটকদের সাথে ঝামেলায় পড়তে হচ্ছে। বেড়াতে এসে তাঁরা জঙ্গল দর্শন না করে ফিরে যাচ্ছেন বলে ক্ষোভ প্রকাশ ও করছেন।' সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের ডেপুটি ফিল্ড ডিরেক্টর জোন্স জাস্টিন বলেন, 'জঙ্গলে আমরা নির্দিষ্ট সংখ্যার বেশি পর্যটকদের ঢুকতে দিতে পারি না। কারণ ওখানে বন্য প্রাণ রয়েছে। অতিরিক্ত জলযান প্রবেশে পরিবেশে দূষণ বাড়বে। ফলে প্রকৃতি ও পরিবেশকে রক্ষার জন্য, সুন্দরবনকে রক্ষার জন্যই এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আগে অফলাইনে বুকিং চালু থাকায় নিয়ম থাকলেও তা কার্যকর হয়নি। কিন্তু এখন অনলাইনে সেই নিয়মের বাইরে কিছুই করা সম্ভব নয়।' এই ভরা মরশুমে সুন্দরবনে এসে হতাশ পর্যটকরা চায় সরকারি নিয়ম কিছুটা শিথিল করা হোক।

রানি রাসমণির ঐতিহাসিক কাছারি

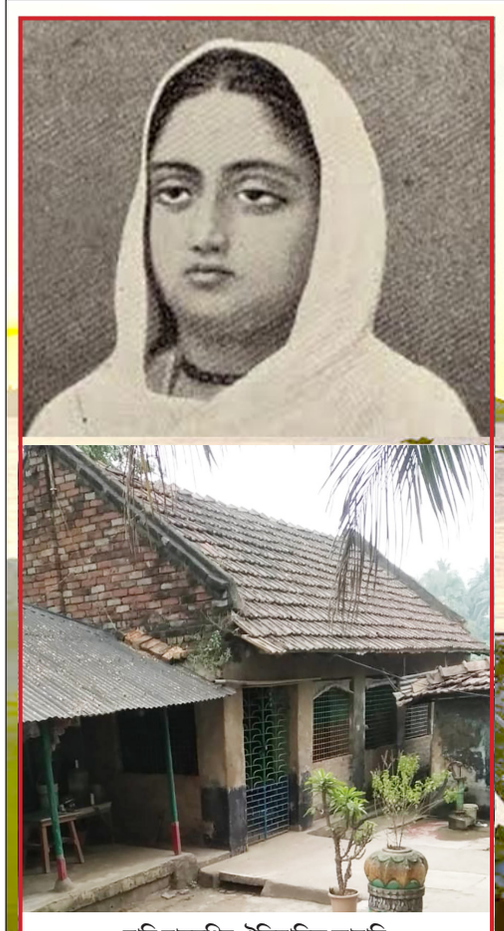



# রানী রাসমণির স্মৃতি বিজড়িত রায়পুর ও রায়পুরহাট

পাঁচু গোপাল মাজী

নবাবী আমলের সাতগাঁ সরকারের অধীনস্থ গড় পরগনার অন্তর্গত রায়পুর খিল একটি বর্ধিষ্ণু মৌজা গ্রাম। সেকালে ৫৮টি মৌজা নিয়ে গঠিত গড়–পরগনার প্রধান গ্রাম হিসেবে এই রায়পুরকে গণ্য করা হত (A statistical Account of Ben–gal – ww hunter)। ওই রায়পুর গ্রামটি বর্তমানে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নোদাখালী থানা এলাকার ৭০ নং জে এল যুক্ত দক্ষিণ রায়পুর মৌজা নামে চিহ্নিত। হুগলি নদীর পূর্ব তটের এই মৌজাগ্রামটির নামকরণ ব্যাপারে দু'রকম মত আছে। আমাদের দেশের নদীর স্রোত বড় বৈচিত্র্যময়। কোনও কোনও স্থানে নদীস্রোতে যেখানে জোয়ার থাকতে থাকতে ভাটার স্রোত এবং ভাটা থাকতে থাকতে জোয়ারের স্রোত পাশাপাশি শুরু হয়, এইরকম অবস্থাকে রায়ভাটি বলা হয়ে থাকে। এখানে নদীর বাঁক প্রায় ৯০ ডিগ্রি হওয়ায় এখানে নদীর স্রোতে প্রায়ই রায় ভাটি দেখা যেত। সে কারণেই ভটবর্তী এই গ্রামটির নাম হয় রায়পুর। এটি হল একটি মত। অন্যমতে কোনও রায় পদবী যুক্ত ব্যক্তির অধিকৃত সম্পত্তির কারণ থেকেই স্থানটির নাম হয়েছে রায়পুর।

জমিদারি আমলে এই রায়পুর গ্রামের নদীর ধারে চার পাঁচখানি কাছারি ছিল, যেগুলির মধ্যে ছিল একটি বড় কাছারি ঘর এবং সেটি হল রানী রাসমণির অর্থাৎ জানবাজারের মোড় জমিদারদের কাছারি বাড়ি। আর যে সব কাছারি ছিল তাঁদের মধ্যে ছিল যেমন মণিরামপুরের গাঁথিদার কোন এক গাঙ্গুলি পরিবার, হুগলির ভেলেনিপাড়ার অধিবাসী পত্তনীদার সত্য বিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, খিদিরপুরের জমিদার রামশশী রায় প্রভৃতি। এতগুলো কাছারি থাকায় ও কাদ্দারির লোকজন এবং খাজনা প্রদানকারী প্রজা সাধারণের নিত্য আনাগোনার ফলে এখানে একটি হাট শুরু হয়ে যায় ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে। (Twenty Four Parganas District Gazet–teers –Barun De)। অনেকে বলে খাকেন রায়পুরের হাটটি প্রতিষ্ঠার মূলে ছিল রানী রাসমণির কাছারি বাড়িতে বসবাসকারী নায়েব গোমস্তা দারোয়ান প্রভৃতি কর্মচারীদের ভূমিকা। কাদারি ঘরটি ছিল হুগলি নদীর বাঁধের গায়ে, আজ যেখানে কাটাখালি– শাঁখাভাঙার খেয়া ঘাটটি অবস্থিত ঠিক তারই পাশে। ইটের দেওয়াল এবং কাঠের ফ্রেমের উপর টিনের ছাউনি দেওয়া কাঠের নকশা করা খুঁটি যুক্ত বারান্দা বিশিষ্ট এল প্যাটার্নের কাছারি ঘর। উঠানে সেকালের ধাঁচের তুলসী মঞ্চটি আজও আছে। একপাশে ছিল গোয়াল ঘর, যেখানে প্রায় দশ বারোটি গাভী লালন পালন করা হতো। গাড়িগুলি দুগ্ধবর্তী হলে জানবাজারে জমিদারবাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হতো। রানী রাসমণি যে গো পালন ও গো দুগ্ধের খুবই ভক্ত ছিলেন তা তাঁর কাশি তীর্থ যাত্রার নৌ লটবহরের বর্ণনা থেকে বোঝা যায়। কাশি তীর্থযাত্রা কালে বজরা ডিঙ্গা প্রভৃতি ২৫টি তরী নিয়ে গঠিত নৌবহরের মধ্যে একটি নৌকায় চারটি গাভী ও অন্য একটি নৌকায় খড় বিচালি নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। কাছারি ঘরের পাশে ছিল একটা বড় পুকুর এবং হাট এলাকায় রানী রাসমণির জমিদারির অধীনস্থ আরও বেশ কিছু জমি জায়গা দিল। নিত্যদিন খাজনা আদান–প্রদানের কারণে প্রজা সাধারণের সমাগমে কাছারি এলাকাটি বেশ গমগম করত।

জানা যায় গড় ও মাগুরা পরগনার সমস্ত জমি জমার খাজনা এই কাছারিতে জমা বা আদায়ের তহশীল হতো। এই কাছারিতে যেসব বিহারী দারোয়ান ছিলেন তাদের নাম জানা যায়, যথা– অযোধ্যা প্রসাদ, রামসিং ও জয় গোপাল সিং। যতদূর জানা যায় বিভিন্ন এলাকার জন্য যেসব তাহসিলদারগণ নিযুক্ত ছিলেন তারা হলেন শ্রীবাস মন্ডল, কালাচাঁদ মাজী, অম্বিকা চরণ মন্ডল, প্রেম চাঁদ মার্জী, লালচাঁদ মার্জী, হরিদাস মাজী, দেবেন্দ্র সাঁতরা প্রভৃতিগণ। কাদারির শেষ দিকটায় বাংলাদেশ থেকে আগত অজিত কুমার রাহা নামে একজন তহশিলদার এখানে সপরিবারে থাকতেন।

কাছারি ঘরের পাশে ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে রায়পুরের গ্রামবাসীগণের উদ্যোগে যে বিদ্যালয় স্থাপিত ছিল তার ভূমিদাতা ছিলেন রানী রাসমণির দৌহিত্র পুত্র অর্থাৎ পো–নাতি অমৃত নাথ দাস (আটা)। ইনি হলেন রানী রাসমণির জ্যেষ্ঠ কন্যা পদ্মমণি ও জ্যেষ্ঠ জামাতা রামচন্দ্র দাস (আটা) এর সম্ভ্রম পুত্র সীতানাথ দাসের পুত্র। এই কারণে রায়পুর বিদ্যালয়ের নাম রাখা হয় শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ অমৃত বিদ্যালয়। এখানে শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ হলেন পরমহংস রামকৃষ্ণ দেব। কাছারি সংলগ্ন নদীর ধারের স্কুল বিল্ডিংটি এক সময় ভগ্নদশা প্রাপ্ত হলে, রায়পুর বাসস্ট্যান্ডে বর্তমানে যেখানে

নতুনভাবে স্কুল বিল্ডিং করা হয়েছে তাও জমিদার অমৃতনাথ দাসের দান করা ভূমির উপর। রায়পুর মৌজায় জমিদার অমৃতনাথ দাসের যে আরও সম্পত্তি ছিল এবং তার পুত্র অনাদি নাথ দাসের নাম বরাবর আরো বেশ কিছু সম্পত্তি ছিল তা ৩৪১ নম্বর তৌজিভুক্ত জমির বর্ণনা থেকে জানা যায়। উল্লেখ করা যায় যে রায়পুরে এবং পার্শ্ববর্তী গড় ও মাগুরা পরগনায় রানী রাসমণির তৃতীয়া কন্যা করুণাময়ী ও কনিষ্ঠা কন্যা জগদম্বার তথা তার স্বামী মথুরামোহন বিশ্বাসের জমিদার পুত্রগণ যথাক্রমে– ত্রৈলোক্যনাথ বিশ্বাস, ঠাকুরদাস বিশ্বাস, গুরুদাস বিশ্বাস, কালিদাস বিশ্বাস ও দুর্গাদাস বিশ্বাস এর নাম বরাবর ১৯১ নম্বর তৌজিভুক্ত হাওড়ি মৌজায় ও চড়া হাউড়ি মৌজায় যে জমি জায়গা ছিল তা ১৯১০ সালের একটি দলিল থেকে জানা যায়।

রায়পুরস্থ রানী রাসমণির কাছারি বাড়িটি এবং তৎসংলগ্ন পুকুর ও কিছু জায়গা জমি বর্তমানে অন্য কারো ব্যক্তিগত দখলে আছে বলে জানা গেল। সুতরাং রানী রাসমণি তথা তার দৌহিত্র পরিবারদিগের স্মৃতি বিজড়িত রায়পুর গ্রামটিতে তাদের কিছু কিছু স্মৃতিচিহ্ন আজও দেখা যায়।

# বিশ্বের সবচেয়ে দামি বই

সিদ্ধার্থ সিংহ

পৃথিবীখ্যাত চিত্রশিল্পী লিওনার্দো–দা–ভিঞ্চির নাম শুনলে আমাদের প্রথমেই মনে পড়ে তাঁর কালজয়ী অনন্য সৃষ্টি মোনালিসা এবং দ্য লাস্ট সাপারের কথা। কিন্তু ছবি আঁকা ছাড়াও এই বহুমুখী প্রতিভাধরের খ্যাতি ছিল একজন যুগান্তকারী বিজ্ঞান চিন্তাবিদ হিসেবে।

তিনি তাঁর নতুন নতুন বিজ্ঞানের চিন্তাভাবনাগুলোকে একের পর এক লিখে রচনা করেছেন সর্বমোট ৩০টি বই। তবে সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হল কোডেক্স লেস্টার।

বইটি লেখা হয়েছে বেশ দুর্বোধ্য প্রাচীন ইটালীয় ভাষায়। ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত এই নোটবইটি ১৯৯৪ সালের ১১ নভেম্বর নিউ ইয়র্কের ক্রিস্টিজ নিলাম সংস্থায় নিলাম করা হয়।







বইটি শেষ পর্যন্ত কিনে নেন বিশ্বের সবচেয়ে ধনী মানুষ বিল গেটস ৩ কোটি ৮ লাখ ডলার দিয়ে, মানে ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ২,৩০,৫৭,৪৩,৪৪০.০০ টাকা। যে সংখ্যাটা কথায় লিখতে গেলে আমাদের মতো ছাপোষা লোকদের অন্তত তিনবার ভাবতে হবে।

এই পরিমাণ অর্থ দিয়ে বিল গেটস কিনে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এই বইটি অর্জন করে নেয় বিশ্বের সবচেয়ে দামি বইয়ের খেতাব।

ভিঞ্চির মৃত্যুর পর ১৭১৯ সালে বইটির মালিক হন টমাস কোক। তার আগে এই বইটির নাম ছিল দ্য আর্ল অফ লেস্টার"। টমাসের মালিকানায় বইটি চলে যাওয়ার পর তাঁর নামানুসারেই এই বইটির নাম হয়ে যায় কোডেক্স লেস্টার।

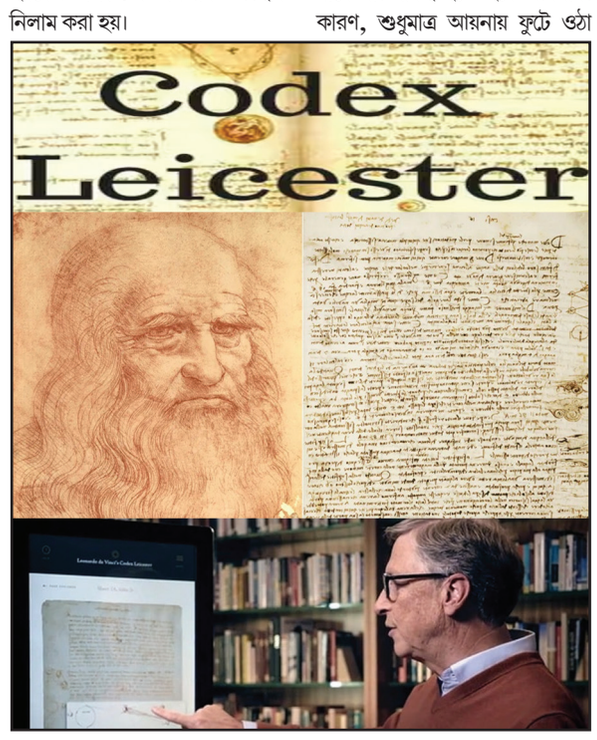

বিশ শতকের বহু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের নেপথ্য জনক এই জগৎজোড়া খ্যাতিসম্পন্ন চিত্রশিল্পী ৭২ পৃষ্ঠার এই বইটিতে বিভিন্ন স্কেচের মাধ্যমে প্রাকৃতিক উপাদান, জীবাশ্ম এবং চাঁদের উজ্জ্বলতা নিয়ে আলোচনা করেছেন।

তবে এই বইয়ের মূল আলোচ্য বিষয় ছিল প্রবাহমান জলের নানান বৈশিষ্ট্য। ভিঞ্চি তাঁর এই নোটবইতে চাঁদের বুকে জল থাকার সম্ভবনার কথাও প্রথম বলেছিলেন।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, এই নোটবইটি এমনভাবে লেখা, এই দুর্বোধ্য প্রাচীন ইটালীয় ভাষাটি লিখতে এবং পড়তে জানলেও, সরাসরি পড়া যাবে না। দ্বারস্থ হতে হবে আয়নার। কারণ, শুধুমাত্র আয়নায় ফুটে ওঠা প্রতিফলন দেখেই এই বইটি পড়া যায়। ১৯৮০ সালে আর্মান্ড হ্যামার নামের এক সংগ্রাহক এই নোটবইটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন।

বিল গেটস এই বইটি কিনে নেওয়ার পর বইটির প্রতিটি পৃষ্ঠা ১৯৯৭ সালে ডিজিটাল স্ক্যান করে একটি সিডি–রম ভার্সন বের করা হয়।

বইটি যাতে আগ্রহী লোকজন চাক্ষুষ করতে পারেন, সে জন্য বছরে একবার করে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিখ্যাত জাদুঘরগুলোতে এই বইটি প্রদর্শিত হত। তবে বেশ কিছু দিন হল, বইটি আমজনতার পড়ার জন্য একেবারে বিনামূল্যে উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে।

# তুমি আসবে বলেই...

বিধান সাহা

'শীতকাল কবে আসবে সুপর্ণা' – কবি ভাস্কর চক্রবর্তীর কবিতার এই পংক্তি এখনও সমস্ত কলকাতাবাসীর মনে অনুরণন তোলে। উত্তরের হিমেল বাতাসে শরীরে মৃদু কাঁপুনি, নরম রোদে পিঠ ঠেকিয়ে কমলালেবুর খোসা ছাড়িয়ে অলস বেলা যাপন, এদিক ওদিক বনভোজনের হুল্লোড়, একটু ভ্রমণে বেড়িয়ে পড়া — এগুলো তো শীত ঋতুর অনুসঙ্গ ।

নভেম্বর মাস শেষ হয়ে ডিসেম্বর পড়ে গেল। তখনও শীতের দেখা নাই রে, শীতের দেখা নাই। দক্ষিণ ভারতের সাম্প্রতিক ঘূর্ণিঝড় নাকি বাংলার শীতে থাবা বসিয়েছে। এই ঝড়ের প্রভাব কাটলে নাকি শীতের বাতাস হু হু করে ঢুকবে। বলছে বটে আবহাওয়া অফিস, কিন্তু এই শীত যে কতদিন অবস্থান করবে তা বলা বড় কঠিন। দিন দিন শীত যেন কেমন ডুমুরের ফুল হয়ে যাচ্ছে।

ছোটবেলায় শুনতাম যে দুর্গাপ্রতিমা জলে পড়ল তো শীতের আগমনী রচিত হয়ে গেল। কালীপুজোর সময় তো রীতিমতো গায়ে চাদর দিতে হত। কার্তিক মাসে লেপ গায়ে দেওয়া শুরু করা যাবে না বলে, আশ্বিন মাসেই লেপ নেমে যেত। মাসের শেষের দিকে একটু গায়ে দিয়ে নেওয়া যেত।

কালীপুজোর আগে থেকেই কাশ্মীরি শালওয়ালাদের দেখা পাওয়া যেত। আগেরবার যে বাড়িতে শাল দিয়েছে সেই বাড়িতে এসে সেলাম জানাতো শালওয়ালা। এবার হয়তো কেনা হবে না, তাতে কুছ পরোয়া নেহী। বিনা বাক্যব্যয়ে তারা হাসিমুখে প্রস্থান করতো। মাথায় ঝুড়ি নিয়ে মাটির হাঁড়িতে আসতো জয়নগরের মোয়া ও পাটালি গুড়। নারকেল তেলের শিশিতে তেল জমে যেত। স্নান করতে বেশ কষ্ট। সরষের তেল গায়ে মাখার পর্ব শুরু হয়ে যেত। শীত এসে যেত এভাবে। সবচেয়ে কষ্ট হত বার্ষিক পরীক্ষার জন্য। কত সকালে উঠতে হত। মা তুলে দিত। গায়ে চাদর জড়িয়ে ঢুলে ঢুলে পড়া। এভাবেই কেটে যেত বার্ষিক পরীক্ষা। শেষ পরীক্ষার দিন এলে, বইখাতা একেবারে তুলে দিয়ে ব্যাটবল নিয়ে নেমে পড়া মাঠে। এখনতো সারাবছর ক্রিকেট খেলার মরশুম। তখন কিন্তু তা ছিল না। শীতকাল মানেই ছিল ক্রিকেট খেলার একমাত্র সময়।

শীতকাল মানেই তো বাজার আলো করে রয়েছে নানারকম শাকসবজি। ব্যাগ ভরতি করে বাজার আসছে, নানারকম রান্নাও হচ্ছে। পাটালি গুড়ের গন্ধ উতলা করছে। গুড় চুরি করে খাবার মিষ্টতা এখন কোথায়। রাতে লেপের তলায় জড়োসড়ো হয়ে ঘুমানো। সকালে লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকার সুখ, সব হারিয়েছে এখন।

শীত এই আছে, এই নেই। খালি নানারকম আবহাওয়ার জটিলতা। এখন নাকি কুয়াশা তেমন হয় না। তাই খেজুরের রসও তেমন জমে না। নলেন গুড়ের রসগোল্লার স্বাদ এখন আর তেমন হয় না। ওয়েলিংটনে ভুটিয়া, নেপালীরা শীতের সম্ভার সাজিয়ে বসে থাকে, বিক্রি–বাটা নিশ্চয় হয়। তবে কলকাতায় তোমনভাবে শীতের দেখা মেলে না। শীত যেন কেমন লুকোচুরি খেলে। কখনও ধরা দেয়, কখনো ধরা দেয় না। বাইরে বেড়াতে গেলে গরম জামাগুলো বয়ে নিয়ে যেতে হয়। কলকাতায় ফিরে এলে, সেগুলোর আর প্রয়োজন হয় না।

শীত তুমি এসো। কুয়াশার চাদরে ভরে দাও চারিদিক। মনকে শীতল করো– আজ শুধু এই কাতর প্রার্থনা করি।



## হেস্টিংস এই মূর্তি নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন

# রহস্যময়ী গুহ্য কালী মন্দির

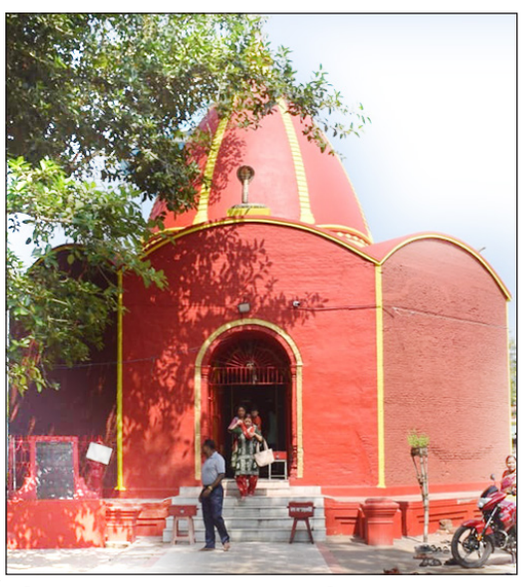



### এখানে আসবেন কীভাবে

নলহাটি স্টেশন থেকে আকালিপুর এর দূরত্ব ১৬ কিলোমিটার। নলহাটি থেকে অটো বা টোটো করে এখানে চলে আসতে পারেন। তারাপীঠ থেকে দূরত্ব প্রায় ৪০ কিলোমিটার। তারাপীঠ থেকে অটো রিজার্ভ করেও এখানে আসতে পারেন।

**কুনাল মালিক, বীরভূম :** মহারাজ নন্দকুমার এর অজস্র কীর্তির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বীরভূম জেলার আকালিপুরের ব্রাহ্মণী নদীর তীরে অবস্থিত গুহ্য কালীর মন্দির। কথিত আছে এই গুহ্য কালী মহাভারতে বর্ণিত মগধরাজ জরাসন্ধের আরাধিতা দেবী। কাল স্রোতে দেবী কাশিরাজ চৈত সিংয়ের গৃহে পুজিত হন। কালি মূর্তিটি ছিল দামি কষ্টি পাথরের। মূর্তিটির অপূর্ব শিল্প কার্য চোখে পড়ার মতো। এই সময় ওয়ারেন হেস্টিংস এই অপূর্ব শৈলীর মূর্তির খবর পেয়ে তা ইংল্যান্ডের প্রাচীন বস্তুর সংগ্রহশালায় নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করেন। চৈত সিং হেস্টিংস এর মনোভাব বুঝতে পেরে গোপনে মূর্তিটিকে গঙ্গার জলে ডুবিয়ে রাখেন। কথিত আছে এই সময় নন্দকুমার স্বপ্নদৃষ্ট হয়ে গোপনে দেবীকে উদ্ধার করে তার জমিদারির অন্তর্গত আকালিপুরে স্থাপন করেন। মতান্তরে হেস্টিংস কতৃক গুহ্যকালী লুন্ঠিত হয়ে কলকাতার গঙ্গা পথে পাচার হওয়ার সময় নন্দকুমার উদ্ধার করেন। সেখান থেকে নদীপথে নন্দকুমার ওই মূর্তিটিকে আকালিপুর নিয়ে আসেন। তখন এখানে নদী ছিল উত্তর বাহিনী বর্তমানে গতিপথ পরিবর্তন করে নদী পূর্ব বাহিনী হয়েছে। জানা যায় ১১৭৮ সালের ১১ মাঘ প্রতিষ্ঠা করা হয় এই মূর্তি। প্রথমে একটি বটবৃক্ষের নিচে নদীর নিকটে অস্থায়ী আসনে মাকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। সেই স্থানটি এখনো বর্তমান। সেখানেও নিত্য পূজার্চনা হয়। তারপর ওই স্থান থেকে মূল মন্দিরে মাকে স্থাপন করা হয়। জনশ্রুতি ওই সময় মোট ১০৮টি বলি হয়েছিল। শেষ বলিটি ছিল একটি বালকের। একটি বালককে স্থানীয় মেলা থেকে ধরে এনে বলি দেওয়া হয়েছিল বলে জানা যায়। ওই বালকের মা মায়ের কাছে কাতর কণ্ঠে কান্নাকাটি শুরু করলে, সকলে অবাক চক্ষে দেখেন ওই বালকটি জীবিত হয়ে ব্রাহ্মণী নদী থেকে উঠে আসছে। তারপর থেকেই এই আকালিপুরের গুহ্য কালীর মহিমা সর্বদিকে ছড়িয়ে পড়ে। গুহ্য কালীর এইরকম মূর্তি ভারতের অন্যত্র খুঁজে পাওয়া যাবেনা। দেবীর দেহে সর্প উপবিত। মা এখানে ত্রিনয়না বিস্ফারিত চক্ষু। উন্মুক্ত বিশাল জিহ্বা সাদা দাঁতের সাড়িগুলি শোনা যায় নরদন্তের। মায়ের চোখ নাকি নর করোটির অংশে নির্মিত। মা এখানে সর্প কুণ্ডুলীর ওপরে পদ্মাসনে বসে আছেন। এই ভয়ংকর রূপের মধ্যেও ছড়িয়ে আছে প্রশান্তির ভাব মায়ের দুই হাতে বর এবং অভয় মুদ্রা। গুহ্যকালীর নিত্যপূজা হয়। মায়ের অন্ন ভোগে মাছ যোগে আমিষ হয়। নিত্যপূজা ছাড়াও গুহ্যকালীর বিশেষ পূজার ব্যবস্থা আছে একটি হল দুর্গাপূজার পর চতুর্দশী তিথিতে। এই সময় মেষ, মহিষ, ছাগ প্রভৃতি প্রচুর বলি দেওয়া হয়। পৌষ মাসের শেষ মকর সংক্রান্তিতে প্রচুর জনসমাগম হয়। দীপান্বিতা ও অমাবস্যায় এখানে সন্ধ্যার পর ধুমধাম করে পূজা হয় না।। সন্ধ্যা ৬ টার আগেই মাকে ভোগ দিয়ে শয়নে পাঠানো হয়। জনশ্রুতি মা ঐদিন তার নৈশ অভিযানে বের হন। এখনো মানুষ বিশ্বাস করেন তারপর দিন সকালে ব্রাহ্মণ দেখেন মায়ের কাপড়ে চোরকাঁটা লেগে আছে নৈশ অভিযানের জন্য। গুহ্যকালীর প্রতিষ্ঠার পর থেকে বহু তান্ত্রিক সাধক এখানে এসেছেন। বামাক্ষ্যাপাও প্রায় এখানে আসতেন। এখানে কোন তীর্থযাত্রী এলে যদি মায়ের অন্ন ভোগ পেতে চান, সকাল ১০ টার মধ্যে মন্দির থেকে ৭০ টাকা দিয়ে কুপন কাটতে হয়।



ছবি : অরুণ লোধ

ভিডিও দেখতে স্ক্যান করুন।

# খেলা

REGD. NO. WB/SC-279 R. N. I. NO. - 13709/66

## আঁতস কাঁচে

### সিন্ধুর বিয়ে

কেরিয়ারে অনেক পার্টনারের সঙ্গে জুটি গড়েছেন। এবার জীবনের ইনিংসেও জুটি বাঁধলেন। সাতপাকে বাঁধা পড়লেন পিভি সিন্ধু। সঙ্গী ভেঙ্কট দত্ত সাই। উদয়পুরে জমকালো অনুষ্ঠানেই গাঁটছড়া বাঁধেন অলিম্পিকে দু'বারের পদকজয়ী সিন্ধু ও ভেঙ্কট। যেখানে রাজস্থানের ট্রাজিশন মেনেই অফ হোয়াইট শাড়িতেই সেজে উঠতে দেখা যায় পিভি সিন্ধুকে। স্বামী ভেঙ্কট দত্ত সাইয়ের শেরওয়ানিও তসর রংয়ের। দক্ষিণী আচার মেনেই নতুন জীবন শুরু করেন তাঁরা।

### অপরাজেয় বাংলা

ফের জয়ে ফিরল বাংলা। সন্তোষ ট্রফিতে অপরাজেয় সঞ্জয় সেন ব্রিগেড। মনিপুরের বিরুদ্ধে ড্র করার পর, সার্ভিসেস-কে ১-০ গোলে হারাল বাংলা। ৪৬ মিনিটে দলের একমাত্র গোলটা করেন বাসুদেব মাণ্ডি। সন্তোষের মূলপর্বে শুরুতেই জয়ের হ্যাটট্রিক করে বাংলা। জম্মু-কাশ্মীরকে ৩-১ গোলে হারায়, এরপর তেলেঙ্গানাকে ৩-০ গোলে হারায়, তৃতীয় ম্যাচে রাজস্থানকে ২-০ গোলে হারায় সঞ্জয় ব্রিগেড।

### ফাঁসলেন উথাপ্পা

বছর শেষে ফাঁসলেন প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেট তারকা রবিন উথাপ্পা। তঁর বিরুদ্ধে জারি হল গ্রেপ্তারি পরোয়ানা। অভিযোগ, এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড (ইপিএফ) জমা না দেওয়ার। জানা গেছে, রবিন উথাপ্পা সেন্টরাস লাইফস্টাইল ব্র্যান্ডস প্রাইভেট লিমিটেডের ডিরেক্টর হিসেবে ২৩.৩৬ লাখ টাকা বকেয়া এখনও দেননি। এরপরই পুলকেশীনগর থানার স্টেশন হাউস অফিসারকে রবিন উথাপ্পার গ্রেপ্তারি পরোয়ানা কার্যকর করার নির্দেশ দেওয়া হয়। যদি রবিন উথাপ্পা সমস্ত বকেয়া অর্থ পরিশোধ করেন, তবে এই পরোয়ানা বাতিল করা হবে। না হলে, জটিল হতে পারে বিষয়।

## মেয়েকে শ্যুটিংয়ের বদলে ক্রিকেট শেখালে ভালো হত : রাম কিষান ভাকের

আলোচনায় তাঁকে মানু বলেছেন, 'আমার উচিত হয়নি দেশের হয়ে অলিম্পিকে অংশ নেওয়া এবং

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** ২০২৪ প্যারিস অলিম্পিক্সে দুটি ব্রোঞ্জ মেডেল জিতে ইতিহাস গড়েছেন মানু ভাকের। প্রথম ভারতীয় হিসেবে অলিম্পিকে জোড়া পদক জয়ের নজির তৈরি করেছেন। তবুও খেলরত্ন পুরস্কারের জন্য তাঁর নাম মনোনীত না হওয়ায় জলঘোলা চলছে অনেকদিন ধরেই। নেটিজেনরাও ভালো নজরে দেখছেন না বিষয়টিকে। এবার এই বিতর্কের মাঝে মুখ খুললেন মানুর বাবা রাম কিষান ভাকের। টাইমস অফ ইন্ডিয়াকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে তিনি ক্রীড়ামন্ত্রক এবং সংশ্লিষ্ট কমিটির বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দেন। মানুর বাবা বলেন, 'মানুকে শ্যুটিংয়ে আনার জন্য আফসোস হচ্ছে। এর পরিবর্তে একজন ক্রিকেটার বানানো উচিত ছিল। তাহলে, সমস্ত পুরস্কার, প্রশংসা এবং সম্মান আসত ওর কাছে। একই অলিম্পিক্সে দু'টি পদক জিতেছে মানু, যা এর আগে আর কেউ করে দেখাতে পারেনি। দেশের জন্য আর কি করতে হবে আমার মেয়েকে? সরকারের উচিত ওর প্রচেষ্টাগুলোকে সম্মান দেওয়া। আমার কথা হয়েছে মানুর সঙ্গে। এই ঘটনার পর ও খুবই হতাশ হয়ে পড়েছে।' মানুর প্রতিক্রিয়া নিয়েও জানান তাঁর বাবা। এক পদক জেতা। শুধু তাই নয়, একজন ক্রীড়াবিদ হওয়াই উচিত হয়নি আমার।' হতাশার সুর স্পষ্ট মানুর এই বক্তব্যে। তথ্যসূত্রে জানা গিয়েছে মানু নিজের নাম জমা দিয়েছিলেন পোর্টালে। তারপরেও এই বিতর্ক। তবে ফেডারেশনের পক্ষ থেকে ক্রীড়ামন্ত্রককে এবং কর্তাদের আবেদন জানানো হয়েছে মানুর নাম তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য। তবে ২৪ ডিসেম্বর, অর্থাৎ মঙ্গলবার বিকেলে, এই বিষয়ে মানু নিজের এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করেন। তিনি লেখেন, 'একজন অ্যাথলিট হিসেবে আমার কাজ হচ্ছে খেলা ও দেশের হয়ে পারফর্ম করা। পুরস্কার ও সম্মান আমাকে মানসিক দিক থেকে উজ্জীবিত করে কিন্তু এগুলো আমার লক্ষ্য নয়। আমি বিশ্বাস করি এখানে কিছু একটা খামতি ছিল, হতে পারে আমার দিক থেকে কোনও খামতি ছিল মনোনয়ন জমা দেওয়ার সময়, যেটা ঠিক করা হবে। তবে পুরস্কার পাই বা না পাই, আমি সবসময় মানসিক দিক থেকে উজ্জীবিত থাকব এবং দেশের জন্য পদক জিতব। সবার কাছে এটা অনুরোধ, যে এই বিষয়ে আর কোনও জল্পনা তৈরি করবেন না।'

## টুকরো

### বড়দিনে বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং :** অন্যান্য বছরের ন্যায় বুধবার বড়দিনে উপলক্ষে বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল ঘুটিয়ারী শরীফের গাঁতি প্রাইমারী স্কুল মাঠে। গাঁতি জে পি মেমোরিয়াল উচ্চমাধ্যমিক হাইস্কুলের ছাত্রছাত্রীরা ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। বাৎসরিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক কল্যাণ সরকার, ঘুটিয়ারি শরীফ স্কুল অবর পরিদর্শক ধনঞ্জয় মুখার্জি,শিক্ষক নূরহোসেন মন্ডল সহ অন্যান্য বিশিষ্টরা।

## আচমকাই প্রয়াত বাংলার ক্রিকেটার শুভজিৎ

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** মাত্র ৩৯ বছরে প্রয়াত বাংলার প্রাক্তন ক্রিকেটার শুভজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। সোনারপুরে নিজ বাসভবনে মৃত্যু হয় তাঁর। ঘুমের মধ্যে অচেতন অবস্থায় পাওয়া যায় বাংলা প্রাক্তন ক্রিকেটারকে। যিনি ইস্টবেঙ্গল ক্লাবকে নেতৃত্বও দিয়েছেন। প্রাতঃরাশ সেরে বিশ্রাম নিতে গিয়েছিলেন শুভজিৎ। এরপর ঘুমের মধ্যেই মৃত্যু হয় তাঁর। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ময়দান বলছে, অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপনই মৃত্যুর কারণ। ২০১৪ সালে বাংলার বর্তমান কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লার নেতৃত্বে বাংলার হয়ে অভিষেক হয়েছিল শুভজিতের। কল্যাণীতে বিজয় হাজারে ট্রফির সেই ম্যাচে জয়ী হয়েছিল বাংলা। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবেও ২ বছর অধিনায়কত্ব করেন তিনি। বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলেন, 'খুব প্রতিভাবান ক্রিকেটার ছিল। হাসিখুশি একটা ছেলে এভাবে চলে গেল। স্থানীয় ক্রিকেটে ভাল খেলেছিল। তা দেখেই আমি ওকে বাংলা দলে খেলিয়েছিলাম। ক্যাপ্টেন ছিলাম। মনে আছে বদোদরার বিরুদ্ধে দারুণ একটা ইনিংসও খেলেছিল। আজ মেয়েরা এত ভাল ম্যাচ জিতল। আর সেদিনই এত খারাপ একটা খবর পেলাম।'

## অনৈতিক কাজের অভিযোগ অস্বস্তি বাড়ল কল্যাণ চৌবের

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** বছর শেষে ফের সরগরম ভারতীয় ফুটবল। আবারও গুরুতর অভিযোগে বিদ্ধ অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি কল্যাণ চৌবে। ফেডারেশনের এথিকাল কমিটির পাশাপাশি অভিযোগ দায়ের হল এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন, এমনকী ফিফাতেও। যা ঘিরে আলোড়ন ভারতীয় ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থায়। কখনও শাজি প্রভাকরণ, কখনও বা বাইচুং ভুটিয়া। নানা সময়ই তির ধেয়ে এসেছে কল্যাণ চৌবের দিকে। এমনকী তিনি বিজেপি নেতা হওয়ায় ভারতীয় ফুটবলের নানা বিষয় নিয়ে আলোচনায় কল্যাণের রাজনৈতিক সত্তাকেও আক্রমণ করে থাকেন নেতা-মন্ত্রীরা। এবার সেই শাজি প্রভাকরণই গোটা ঘটনায় অন্য মাত্রা যোগ করলেন। শাজি ফেডারেশনের প্রাক্তন সচিব। তিনি সরকারিভাবে অভিযোগ দায়ের করলেন ফেডারেশন, এএফসি ও ফিফায়। কল্যাণের বিরুদ্ধে নানাবিধ অনৈতিক কাজকর্মের অভিযোগ উঠেছে। এইসব অনৈতিক কাজকর্মের কারণে এআইএফএফের আর্থিক ক্ষতিও হচ্ছে বলে দাবি শাজির। এমনকী স্বজনপোষণ থেকে শুরু করে ফিফাকে না জানিয়ে বিশ্ব ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থার ব্র্যান্ডকে কল্যাণ কাজে লাগাচ্ছেন বলেও অভিযোগ। কল্যাণ এ বিষয়ে এখনও অবধি মুখ খোলেননি। স্বার্থের সংঘাত, ফেডারেশনের আর্থিক ক্ষতি ও সুখ্যাতিতে আঘাত, রাজনৈতিক নেতার ঘুষ দেওয়ার চেষ্টা, বিভ্রান্তি ছড়াতে সঠিক তথ্য উপস্থাপিত না করা, রাজনৈতিক কেরিয়ারে ফেডারেশনকে ব্যবহার, প্রশাসনিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ, ফেডারেশনের কর্মীদের আস্থা হারানোর মতো বহুবিধ অভিযোগ উঠেছে। শাজি প্রভাকরণ বলেন, আমি বিভিন্ন জায়গায় এইসব অভিযোগ নিয়ে বারবার সরব হয়েছি। ফেডারেশনের এথিকাল কমিটিতে অভিযোগ জানাতে এক বছর সময়ও নিলাম। ফেডারেশনের দায়িত্ব এই অভিযোগগুলি তদন্ত করা, ফেডারেশনের স্বচ্ছতা জনসমক্ষে আনা। অভিযোগগুলি সামনে আসার পরও অনেকদিন অপেক্ষা করেছি। বিহিত হয়নি। তাই তথ্য-প্রমাণ-সহ অভিযোগ দায়ের করলাম। আশা করি, এআইএফএফ ও ফিফা তদন্ত করবে।

## ২৩ ফেব্রুয়ারি ভারত পাক ম্যাচ দুবাইয়ে

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** ২০১৭ সালের পর আট বছর বাদে ২০২৫ সালে বসবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আসর। দীর্ঘ অপেক্ষার পর প্রকাশ্যে এল আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সম্পূর্ণ সূচি। আগেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল হাইব্রিড মোডে, অর্থাৎ পাকিস্তান এবং দুবাইয়ে হবে টুর্নামেন্টের খেলা। বিসিসিআইয়ের দাবি মেনে ভারত-পাক ম্যাচ হবে নিরপেক্ষ ভেন্যু দুবাইয়ে। ১৯ ফেব্রুয়ারি টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচে করাচিতে মুখোমুখি হবে পাকিস্তান ও নিউজিল্যান্ড।১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে ১০ মার্চ অবধি চলবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। আটটি দল অংশ নিচ্ছে এই টুর্নামেন্টে। দলগুলিকে ভাগ করা হয়েছে দুটি গ্রুপে। ভারত রয়েছে 'এ' গ্রুপে। এই গ্রুপে ভারতের সঙ্গী পাকিস্তান, নিউজিল্যান্ড ও বাংলাদেশ। 'বি' গ্রুপে রয়েছে বাকি চারটি দেশ দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, আফগানিস্তান ও ইংল্যান্ড। ২০ ফেব্রুয়ারি নিজেদের প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে নামবে ভারত। ২৩ ফেব্রুয়ারি দুবাইয়ে হবে ভারত-পাক মহারণ। আট দলীয় এই টুর্নামেন্টে খেলা হবে মোট ১৫টি ম্যাচ। পাকিস্তানের তিনটি স্টেডিয়াম - রাওয়ালপিন্ডি, করাচি, ও লাহোরে খেলা হবে গ্রুপ পর্ব ও নকআউট পর্যায়ের ম্যাচ। পাকিস্তানের প্রতিটি ভেন্যুতে আয়োজিত হবে তিনটি করে ম্যাচ, যার মধ্যে রয়েছে দ্বিতীয় সেমিফাইনালটিও। ৯ মার্চ লাহোরেই হওয়ার কথা ফাইনাল। কিন্তু ভারত ফাইনালে উঠলে পাল্টে যাবে সমীকরণ। সেক্ষেত্রে ফাইনাল আয়োজিত হবে দুবাইয়ে। ভারতের তিনটি গ্রুপ ম্যাচ এবং প্রথম সেমিফাইনালটিও হবে দুবাইয়ে।

### চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে গ্রুপ পর্বে ভারতের ম্যাচ

২০ ফেব্রুয়ারি
ভারত বনাম বাংলাদেশ (দুবাই)
২৩ ফেব্রুয়ারি
ভারত বনাম পাকিস্তান (দুবাই)
২ মার্চ
ভারত বনাম নিউজিল্যান্ড (দুবাই)
নক আউট পর্বের সূচি
৪ মার্চ
প্রথম সেমিফাইনাল (দুবাই)
৫ মার্চ
দ্বিতীয় সেমিফাইনাল (লাহোর)
৯ মার্চ
ফাইনাল (লাহোর)

### খেলরত্ন পুরস্কারে 'বৈষম্যে'র অভিযোগ

## প্যারালিম্পিকে সোনাজয়ী তিরন্দাজের

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** মনু ভাকেরের পর এবার হরবিন্দর সিং। প্যারিস প্যারালিম্পিকে সোনাজয়ী তিরন্দাজের নাম খেলরত্ন পুরস্কারের মনোনয়নে নেই। এবার 'বৈষম্য'-এর অভিযোগ তুলে সরব হলেন হরবিন্দর। সোশাল মিডিয়ায় ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন তিনি। সেখানে তিনি লিখেছেন, 'খেলাধুলোর জগতে বৈষম্য। ২০২০-র প্যারালিম্পিকে সোনাজয়ীরা মেজর ধ্যানচাঁদ খেলরত্ন পুরস্কার পেয়েছিলেন। কিন্তু ২০২৪-র প্যারালিম্পিকে সোনাজয়ীরা কেন পাবেন না? একই প্রতিযোগিতা, একই সোনা, একই গৌরব। কিন্তু পুরস্কারের ক্ষেত্রে বৈষম্য কেন?' সেখানে হরবিন্দর ট্যাগ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে। জাতীয় তিরন্দাজি কোচ ও দ্রোণাচার্য্য সম্মানে ভূষিত জীবনজ্যোত সিং তেজাও হরবিন্দরকে খেলরত্ন দেওয়ার অনুরোধ করেছেন। পুরুষদের ব্যক্তিগত রিকার্ভ ওপেনে সোনা জিতেছিলেন ভারতের হরবিন্দর সিং। প্রথম ভারতীয় তিরন্দাজ হিসাবে প্যারালিম্পিক থেকে সোনার পদক নিয়ে ফিরেছেন হরবিন্দর। টোকিও প্যারালিম্পিকে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন হরবিন্দর। পরপর দুই প্যারালিম্পিকে পদক জেতার নজিরও গড়েছেন। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে প্রীতি পালের সঙ্গে তেরঙ্গা পতাকা বহনের দায়িত্বেও ছিলেন হরবিন্দর সিং।

# মহানগরে

## রাজ্যের সব পৌরসভায় 'সেলফ অ্যাসেসমেন্ট'

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** রাজ্যের পৌরসংস্থা বা পৌরসভা এলাকার বাসিন্দারা এবার থেকে নিজেই নিজ সম্পত্তির 'সম্পত্তি কর নির্ধারণ করবেন। চলতি মাসের ৯ ডিসেম্বর রাজ্য বিধানসভায় দাঁড়িয়ে এমন কথাই বলেন রাজ্যের নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। কলকাতা পৌরসংস্থা এলাকার মতো এখন থেকে রাজ্যের বিভিন্ন পৌর এলাকায় চালু হচ্ছে 'সেলফ অ্যাসেসমেন্ট সম্পত্তি কর। একই সঙ্গে এখন থেকে আর 'অ্যানুয়াল ভ্যালুয়েশনের অপেক্ষায় বসে থাকতে হবে না পৌরবাসীদের। প্রতি ৫ বছর অন্তত সম্পত্তি কর পূর্বের সম্পত্তি করের ওপর ১০ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। ওইদিন এই মর্মে রাজ্য বিধানসভায় দুটি সংশোধনী বিল আনে রাজ্যের পৌর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর। সেই বিল দুটি হল 'দি ওয়েস্ট বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল(অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল, ২০২৪ এবং 'দি ওয়েস্ট বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন(অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল, ২০২৪। জবাবি বক্তব্যে মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম জানান, 'সম্পত্তি কর বৃদ্ধি করাটাই লক্ষ্য নয়, সম্পত্তি কর ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা আনতেই এই সংশোধনী আনা হচ্ছে। কলকাতা পৌরসংস্থা মতো রাজ্যের অন্যান্য পৌরসংস্থাগুলিতেও অর্থাৎ রাজ্যের সব পৌর এলাকায় সম্পত্তি করকে আরও স্বচ্ছ করতে 'সেলফ অ্যাসেসমেন্ট চালু হচ্ছে।'

## অবসরপ্রাপ্ত কর্মীরাই কর্মে নিযুক্ত

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** কলকাতা পৌরসংস্থায় কয়েক বছর আগে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, এভাবে শতাধিক অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের চুক্তির ভিত্তিতে নিয়োগ করে, কলকাতা পৌরসংস্থার দৈনন্দিন কাজ চালানোটা ঠিক হবে না, নতুন কর্মী নিয়োগ করা হবে। তাসত্ত্বেও কলকাতা পৌরসংস্থায় এমুহূর্তে ২৫ জন অবসরপ্রাপ্ত কর্মী চুক্তির ভিত্তিতে নিয়োজিত রয়েছেন। কলকাতা পৌরসংস্থায় এই মুহূর্তে সর্বমোট ২৫ জন অবসরপ্রাপ্ত কর্মী চুক্তিতে নিয়োজিত আছেন। তাঁদের প্রতিজনের মাসিক গড় বেতন ৪০,৫০১ টাকা। এই ২৫ জনের মধ্যে ৫ জন পৌর কর্মনির্বাহের জন্য পৌরসংস্থা থেকে গাড়ি পেয়ে থাকেন। এই ৫ জন সকলই উচ্চ পদে হয় তো এক্সিকিউটিভ অফিসার বা ডিরেক্টর জেনারেল বা অফিস অভ স্পেশাল ডিউটি অ্যান্ড এক্সিকিউটিভ অফিসিও পদে কর্মরত রয়েছেন। গাড়ি বাবদ গড় মাসিক খরচ ৪২ হাজার টাকা। এবং তেল বাবদ মাসে গড় ব্যয় ৬০ হাজার টাকা।
পৌর পার্সোনাল ডিপার্টমেন্টের মেয়র পারিষদ বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায় আরও বলেন, 'পরিশেষে জানাই যে, এক্ষেত্রে কেবল মাত্র মালি এবং অ্যাসিসটেন্ট ইঞ্জিনিয়ার পদগুলি বাদে বাকি সব পদই পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করা হয়ে থাকে। মালি পদে সরাসরি নিয়োগের জন্য রাজ্য সরকারের অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়েছে ও অ্যাসিসটেন্ট ইঞ্জিনিয়ার পদ সরাসরি নিয়োগ বা পদোন্নতি দুই-ই আদালতের বিবেচনাধীন।

## কলকাতার বিতর্কিত গুলশন কলোনিতে নিকাশি উন্নয়ন



**বরুণ মণ্ডল :** সম্প্রতিকালে বহুল চর্চিত পূর্ব কলকাতার ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাস সংলগ্ন পশ্চিম চৌবাগা রোডের পাশে বিতর্কের কলকাতা গুলশন কলোনিতে (৭০০১০০ পোস্টাল জোন) কলকাতা পৌরসংস্থা তরফ থেকে নিকাশি উন্নয়নের কাজ শীঘ্রই শুরু হতে চলেছে। প্রশ্ন কী কী কাজ হবে? গোটা অঞ্চলের ছোটো-বড়ো বিভিন্ন রাস্তায় ভূগর্ভস্থ নিকাশি নালা তৈরি হবে। ইতিমধ্যে এই কাজের সমীক্ষাও হয়ে গেছে। কলকাতা পৌরসংস্থা সূত্রে খবর, নিকাশির এই কাজটির জন্য ১১ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে। গোটা এলাকায় ২৫টি ছোটো-বড়ো রাস্তার নীচে নতুন নিকাশি পাইপলাইন বসানো হবে। সবমিলিয়ে প্রায় সাড়ে চার কিলোমিটার লাইন পাতা হবে।

কলকাতা পৌরসংস্থার পূর্ব কলকাতার ১০৮ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি ১২ নম্বর বরো কমিটির অধ্যক্ষ সুশান্ত কুমার ঘোষ এ বিষয়ে জানান, 'ওই অঞ্চলের মার্টিনপাড়া, উত্তর পঞ্চান্নগ্রামসহ সমস্ত রাস্তায় পাকা নিকাশি ব্যবস্থা নেই। পথসহ স্থানীয় বাসিন্দাদের বাড়িতে প্রচুর জল জমে। তাতে বাসিন্দারের খুব ভোগান্তি হয়। ২বছর ধরে গুলশন কলোনির নিকাশি উন্নয়নের কাজের জন্য চেষ্টা চালাচ্ছিলাম। অবশেষে বরাদ্দ মিলেছে। শীঘ্রই কাজ শুরু হবে। ওখানে একটা নিকাশির পাওয়ার লিফটিং স্টেশন বানানো হবে। নতুন নিকাশি পাইপলাইনও পাতা হবে।

গুলশন কলোনির বিস্তীর্ণ অঞ্চলের বৈধ অবৈধ বাসিন্দারা উপকৃত হবেন। ২০২১ সালের কলকাতা পৌরসংস্থার নির্বাচনে ১৬,৭০০ ভোটে তৃণমূল কংগ্রেস জয় পান। ওখানের ভোটারের সিংহভাগ ভোট তৃণমূল কংগ্রেসের। এখানে বাসিন্দা ১ লক্ষ ৯৫ হাজার। কিন্তু ভোটার মাত্র ৩,৫১১ জন। ফারাক ১ লক্ষ ৯১ হাজার ৪৮৯ জন। ৯৫ শতাংশ বাসিন্দার কোনও পরিচয়পত্র নেই। বহিরাগতরা রয়েছেন, স্বীকার করেন স্থানীয়রাই। অধিকাংশের কাছে ভোটার কার্ড নেই। এখানে কারা রয়েছেন, উত্তর নেই শাসক দলের কাছে। বহিরাগতদের দাপট ভয়ংকর। কারও কিছু জিজ্ঞাসা করলেও উত্তর পাবেন না। সবাই ভয়ে ভয়ে বাস করে। কলকাতা পৌরসংস্থা সূত্রে খবর, গুলশন এলাকায় বাড়ি আছে ৬৭৯টি। ৮৫ শতাংশ বেআইনি। সরকারি নথিতে জমি ছিল ১৫২ বিঘা। কিন্তু বর্তমানে স্যাটেলাইট বলছে জমি আছে মাত্র ১৫ থেকে ১৬ বিঘা। জলাভূমি ছিল ১৮টি। এখন কমে দাঁড়িয়েছে ২টিতে। একের এক জমি জবরদখল। বেআইনি বহুতল,প্রমাণ সরকারি তথ্যে। গত ১০ বছরে একের পর এক জমি জবর দখলে চলে গিয়েছে। এলাকায় বহিগতদের দাপাদাপি চলে। ক্যানিং বাসন্তীর লোক এখানে ভরে গিয়েছে। জল-জমি-রাজনীতি এই ত্রিফলাতেই বদলে গেছে গুলশন। এখানে কোটি কোটি টাকার খেলা চলে। একের পর এক বিস্ফোরণ তথ্যে ভরাট। ১ লক্ষ ৯২ হাজার বাসিন্দার পরিচয়পত্র ছাড়া এখানে বাস করে কী করে? এখন কলকাতার নিরাপত্তা প্রশ্নের মুখে।

## ফাঁকা বাড়ির সাফাই খরচ ট্যাক্সে




**নিজস্ব প্রতিনিধি :** এবার থেকে ফাঁকা বাড়ির সাফাইয়ের খরচ কলকাতা পৌরসংস্থার সম্পত্তি করের সঙ্গে যুক্ত হবে। এ বিষয়ে কলকাতা পৌরসংস্থার জঞ্জাল অপসারণ দপ্তরের মেয়র পারিষদ দেবব্রত মজুমদার বলেন, 'কারোর ফাঁকা জমি বা পরিত্যক্ত বাড়িতে জঞ্জাল, শহরে রোগের বিস্তার এবং পরিবেশ দূষণ কারণের বাড়বাড়ন্ত, আর কলকাতা পৌরসংস্থা আর্থিক লাভ-ক্ষতির অঙ্ক কষে চুপ করে বসে থাকবে, তা হতে পারে না।'

বর্তমানে ফাঁকা বাড়ি বা জমি থেকে এক লরি জঞ্জাল তুলে পূর্ব কলকাতার ধাপায় ফেলতে ভাড়া বাবদ খরচ হয় ২,২০০ টাকা। কলকাতা পৌরসংস্থা নিজ কোষাগার থেকে এই টাকা কেন দেবে? বাড়ি বা জমিটার মালিক কি কলকাতা পৌরসংস্থা? সেই সূত্রেই, সাফাই করা জমি-বাড়ির সম্পত্তি করের সঙ্গে সেই টাকা কলকাতা পৌরসংস্থা যুক্ত করতে চায়। তাতে সাফাই করতে গিয়ে আর এতো এতো খরচের কথা চিন্তা করতে হবে না। কলকাতা শহরের পরিচ্ছন্ন পরিবেশ রক্ষা করতে ও মশা-মাছি বাহিত অসুখ আটকাতে, এতদিন ধরে কলকাতা পৌরসংস্থা ফাঁকা জমি বা বাড়ি সাফাইয়ের ব্যয় নিজেই বহন করতো। কিন্তু একাধিকবার লক্ষ্য করা গিয়েছে, একই জায়গায় জঞ্জাল সাফাই করার পর কিছুদিনের মধ্যে আবার সেই স্থানে জঞ্জাল ভরে গিয়েছে। এই সমস্যা সমাধানের অন্যতম উপায় জন সচেতনা বৃদ্ধি। মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম একাধিকবার শহরবাসীর কাছে আবেদন করেছেন, যত্রতত্র আবর্জনা না ফেলতে। বারংবার বলেও আদি গঙ্গা বা এলাকায় একাধিক জলাশয়ে কিংবা ফাঁকা জমিতে জঞ্জাল নিক্ষেপে লাগাম টানতে পারেননি। তাই এখন কলকাতা পৌরসংস্থার ভাবনাচিন্তা, জমা জঞ্জাল পরিষ্কারের জন্য প্রথমে নোটিশ পাঠানো হয়। দু'সপ্তাহের মধ্যে মালিকপক্ষের সাড়া না পেলে, কলকাতা পৌরসংস্থা নিজেই সাফাইয়ের ব্যবস্থা করে। এরজন্য লরি ভাড়া বাবদ বাড়ি পিছু গড়ে ২,২০০ টাকা খরচ। কলকাতা পৌরসংস্থার রাজস্ব দপ্তরের এক আধিকারিকের কথায়, এখন থেকে পরিত্যক্ত জমি-বাড়ির মালিককে বকেয়া সম্পত্তি করের সঙ্গে জঞ্জাল সাফাইয়ের এই খরচ মেটাতে হবে।

মিত্র ইনস্টিটিউশনে নেহেরু যুব কেন্দ্র দক্ষিণ কলকাতা উদ্যোগে জেলা যুব উৎসবে বিজ্ঞান মডেল প্রদর্শনী। এদিন কবিতা লেখা, অঙ্কন, নাচ ও বক্তৃতা প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা আধিকারীক প্রিয়াঙ্কা ঘোষ সহ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক শিক্ষিকারা।
ছবি : প্রীতম দাস

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 8910487197 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com